বিশ্বামিত্র

(পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক)

(কহিনুর থিয়েটারে প্রথম রজনী—

শনিবার, ৯ই ভাদ্র, সন ১৩১৮ সাল।)

শ্রীহরিশ্চন্দ্র সান্যাল প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩১৮ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

উৎসর্গ।

মহামান্য হাইকোর্টের অন্যতম ব্যারিষ্টার প্রবর

পাণ্ডিত্যাগ্রগণ্য

সমাজ হিতৈষী

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী

মহাশয়ের

করকমলে

এই নাটক

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

উৎসর্গীকৃত হইল।

অগ্রহায়ণ ১৩১৮

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বরুণ, নারদ।

বশিষ্ঠ			
বিশ্বামিত্র	...	...	কান্যকুব্জের অধিপতি।
জমদগ্নি	...	...	ঐ ভাগিনেয়।
মধুষ্যন্দ	...	...	ঐ পুত্র।
মন্দানিল	...	...	ঐ বিদূষক।
ত্রিশঙ্কু	...	...	অযোধ্যার রাজা।
অম্বরীষ	...	...	ঐ রাজা।
কল্মাষপাদ	...	...	জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা।
শক্তি	...	...	বশিষ্ঠের পুত্র।
উগ্রাচার্য্য	...	...	ত্রিশঙ্কুর পুরোহিত।
শুনঃশেফ	...	...	অষ্টমবর্ষীয় বিপ্রশিশু।

দেবতাগণ, ঋষিগণ, মুনিগণ, ব্রাহ্মণগণ, ভূতপ্রেতগণ, শিষ্যগণ, মুষ্টিকগণ, সৈন্যগণ, রাজকর্ম্মচারী, ঘোষযন্ত্রবাদক, মন্ত্রী ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

ভগবতী			
যোগমাতা			
অরুন্ধতী, অক্ষমালা	...	...	বশিষ্ঠের পত্নীদ্বয়।
সন্ধ্যা, কান্তা, ললিতা	...	...	বশিষ্ঠের কন্যাত্রয়।
অদৃশ্যন্তী	...	...	শক্তির স্ত্রী।
শতদ্রুমী	...	...	বিশ্বামিত্রের মহিষী।

মেনকা, রম্ভা, অপ্সরাগণ, পুরনারীগণ, বরুণকন্যাগণ, মুনিকন্যাগণ, ইত্যাদি।

কৃতজ্ঞতা।

এই নাটকখানিকে ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য অধ্যক্ষ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন-প্রণেতা এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাটককার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় অভিনয়োপযোগী করিবার জন্য যত্ন সহকারে আদ্যন্ত সংশোধিত করিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের অনুগ্রহে আমি প্রথমে রঙ্গরঙ্গমঞ্চে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। কোহিনুর থিয়েটারের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শিশির কুমার রায় মহাশয় এবং সুযোগ্য শিক্ষক শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও মিষ্টার টি. পালিত (Amateur) এই নাটকখানিকে কোহিনুর রঙ্গমঞ্চে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে অভিনয় করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞ করিয়াছেন!

বিনীত প্রণেতা—

বিজ্ঞাপন

অধুনাতন মিউনিসিপ্যাল আইনের নিয়মমত রাত্রি ১টার মধ্যে অভিনয় শেষ করিতে হইবে বিধায় সমস্ত নাটকখানি অভিনয় করা অসম্ভব। তজ্জন্য স্থান বিশেষ পরিত্যক্ত হইয়াছে। যে গর্ভাঙ্কগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহাতে দুটী তারকা (*) চিহ্ন সন্নিবেশিত এবং কোন কোন গর্ভাঙ্কের মধ্যে যে সকল স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহাদের উভয় পার্শ্বে [ ] বন্ধনী দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রী প্রভৃতির নাম।

৯ই ভাদ্র শনিবার, সন ১৩১৮ সাল

স্বত্বাধিকারী—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার রায়।

শিক্ষক—	...	...	শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মিঃ পালিত (অবৈতনিক)
নৃত্য শিক্ষক	...	...	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
ঐ সহকারী	...	...	শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ।
সঙ্গীত শিক্ষক	...	...	শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস।
বংশীবাদক	...	..	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ।
রঙ্গভূমি সজ্জাকর	...	...	শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ সুর।
ঐ সহকারী	...	...	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায়।
চিত্রকর	...	...	এম, জহর এবং কানাই বাবু।
ঐ সহকারী	...	...	শ্রীযুক্ত অমরনাথ রায়।
বেশকারী	...	...	শ্রীশ্যামাচরণ রক্ষিত ও গয়ারাম দাস ও হরিপদ মজুমদার।
ইলেক্‌ট্রিসিয়ান	...	...	শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দে।
ব্রহ্মা	...	.	শ্রীযুক্ত অটলবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিষ্ণু ও অম্বরীষ	...	...	শ্রীযুক্ত তুলসীদাস পাঠক।
মহেশ্বর	...	...	শ্রীযুক্ত হরিদাস দে।
ইন্দ্র	...	...	শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস।

বরুণ, জমদগ্নি ও প্রথম শিষ্য	...	...	শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ দত্ত (অবৈতনিক)
নারদ	...	...	শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চক্রবর্ত্তী।
বশিষ্ঠ	...	...	শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
বিশ্বামিত্র	...	...	মিঃ পালিত (অবৈতনিক)।
মন্দানিল	...	...	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
ত্রিশঙ্কু	...	...	শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বসু।
কল্মাষপাদ ও মন্ত্রী	...	...	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায়।
শক্তি ও ঋষি	...	...	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শী।
উগ্রাচার্য্য	...	...	শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দাস।
১ম ব্রাহ্মণ	...	...	শ্রীযুক্ত শীতাংশুজ্যোতি মজুমদার। (বকুবাবু)
শুনঃশেফ, মদন ও কান্তা	...	...	শ্রীমতী ননীবালা। (গুয়া)
মধুষ্যন্দ ও ললিতা	...	...	শ্রীমতী হরিমতী।
ভগবতী	...	...	শ্রীমতী সত্যবালা।
যোগমাতা	...	...	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা (বুঁচি)।
অরুন্ধতী	...	...	শ্রীমতী বিনোদিনী (হাঁদি)।
অক্ষমালা	...	...	শ্রীমতী প্রমদাসুন্দরী।
সন্ধ্যা ও রতি	...	...	শ্রীমতী আমোদিনী।
অদৃশ্যন্তী	...	...	শ্রীমতী স্বর্ণলতা।
শতদ্রুমী	...	...	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
মেনকা	...	...	শ্রীমতী বসন্তকুমারী
রম্ভা	...	...	শ্রীমতী লীলাবতী।

বিশ্বামিত্র।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নীলাচল—বশিষ্ঠের তপোবন নির্ঝরিণীতীরে বৃক্ষাদি—

(কাল—প্রভাত।)

(বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি ও মন্দানিলের প্রবেশ)।

জম। অক্ষৌহিণী সেনা,
পাত্র মিত্র পুত্রদলে
গর্ব্বদৃপ্ত রাজার ঐশ্বর্য্য ল'য়ে,
ধরিত্রীরে প্রদক্ষিণ করিলে মাতুল।

কিন্তু, কহ সত্য,
মনঃ অভিরাম হেন তপোবনে
শান্তি যথা বিরাজিত মূর্ত্তিমতী স্বচ্ছন্দ নেপথ্য ধরি,
একচ্ছত্র ভূপতির ষড়ৈশ্বর্য্য,
মানে নাকি পরাজয় ?

বিশ্বা। মন্দানিল ! নামের সমতা তব,
তোমাসম মিলেছে দ্বিতীয় সখা !

মন্দা। সত্যি কথা ব'ল্‌তে ব্যথা পাইনা মনে সখা,
আপ্‌নি যেন ভেঙ্গে গিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছি কোথা !

বিশ্বা। জমদগ্নি !
পূর্ব্বে কেন না বলিলে
ঐশ্বর্য্যের দম্ভ হব অমরার প্রতিবিম্ব,
হেন তপোবন রাজে ধরাতলে ?
রণোল্লাস—শান্ত মূর্ত্তি,
দুরন্ত বালক—
নিদাঘের জ্যোৎস্না ক্রোড়ে পড়েছে ঘুমায়ে !
ঈর্ষা—আপন অস্তিত্ব ভূলে
বেদগানে মিশে খেলিছে পুলকে।
অহঙ্কার ষড়ৈশ্বর্য্য,
গ'লে গিয়ে নির্ঝরিণী হ'য়ে,
আনন্দাশ্রু ক'রিছে বর্ষণ !
বেদধ্বনি, বিহঙ্গ-কূজন,
কুসুম সৌরভ অন্ধ মধুপ গুঞ্জন,
ছয় রাগ, রাগিণী ঝঙ্কার,

উষার বাঁশরী সুর
মুরলী মৃদঙ্গ, করতাল রব,
মন্দীভূত মৃদু মন্দ সমীরণে
যেন গাহিতেছে একতানে বিভুজয় গান।
বাঘে মৃগে কোলাকুলি
আনন্দ নর্ত্তন একত্র ভ্রমণ,
অপার্থিব সুন্দর মিলন,
পৃথিবীতে আছে, বিশ্বাস ছিলনা মোর।

নন্দা। সখা! একটু চ'লে চল, ভাব্‌লে কি হবে বল? ধাতার জগতে, এমন শতে শতে, দেখ্‌তে পাবে খেতে শুতে, হাস্‌তে কাঁদ্‌তে, বাগান বেড়াতে আর নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে ঘুমুতে।

জয়। দৃষ্টি তৃপ্তি এ সৌন্দর্য্য প্রকৃতির নীরব সৃজন—!
ঈর্ষা, দ্বেষ, অহঙ্কার,
তপোবনে নাহিক আধার,
হিংসা করে হিংসা প্রতিদান
হিংসা নাহি হেথা, প্রতিদান ভালবাসা!
বাঘে মৃগে ভুজঙ্গমে শ্বাপদে মানবে—
সবে সখা, সমপ্রাণ, আপন আপন—!
প্রকৃতিরে দিতে তাপ,
খর কর দেয় না তপন,
সমীরণ বহেনা প্রবল
বৃষ্টিধারা প্রার্থনার ফল,—
হিমানী শিশির,
স্নিগ্ধ করে ফুলদলে পাদপ লতিকা!

শান্ত কুঞ্জবন, শান্তির রাজত্ব !
অসীম অনন্ত দৃশ্য, দর্শনে নাহিক শেষ— !
মাতুল ! স্বচ্ছন্দে কর বিচরণ,
যাঁর তপোবন,
আনি তাঁর প্রীতি সম্ভাষণ,
রাজ যোগ্য আমন্ত্রণ।

মন্দা। ভাগ্নে ! খাওনা কিছু তুমি, ঐ সঙ্গেও যেন আমি, বুঝেছ কি না, উদরটী শুন্‌ছেন্ না, তোমায় আর বোঝাতে হবে না।

[জমদগ্নির প্রস্থান।

—তপোবনের এমন স্বভাব, একটা দেখ্‌ছি বড় অভাব, হরিণ ছানা বেড়াচ্ছে হাজারে হাজার, লাফিয়ে লাফিয়ে দুচার বার, হোক না কেন মৃগমাংস ঘৃত মশলাযুক্ত, আমিও অভুক্ত, ধান হ'তে আসুক অন্ন, গাছের ফল, ঝর্ণার জল, করে নিয়ে পেটে দল, তোমার সঙ্গে বেড়িয়ে গায়ে করি বল।

অরুণোদয়।

বিশ্বা। হের সখা ! তরুণ অরুণ ছবি
সুন্দর সিন্দূর টীপ্ গগণের ভালে—!
উজ্জ্বল পুরব ভাগ—
আকুলিতা
কুসুম কুন্তলা ফুলময়ী উষারাণী
লয়ে করে কুসুমের হার !
সখা ! অগ্রসর হও—
প্রণমিতে তাপস প্রধানে !

মন্দা। যা'হক সখা ফলার এগিয়েছে।

(বশিষ্ঠ, শক্তি, ও উপহার হস্তে জমদগ্নির প্রবেশ)

বিশ্বা। কোটী কোটী প্রণিপাত চরণ-অম্বুজে।

বশি। রাজন্! কল্যাণ হ'ক।
রাজধর্ম্ম প্রজাধর্ম্ম
কান্যকুব্জে তব সকলি কুশল!
এস মহারাজ! সহচর সহ ব্রাহ্মণ কুটীরে
শান্তি কথা আলাপনে
পর্য্যটন শ্রান্তি কর বিনোদন।

বিশ্ব। তপোধন! উদার সৌন্দর্য্যে
পরিপ্লুত পুলকে হৃদয়!
অমায়িক স্নেহ সম্ভাষণ
ততোধিক দানিলা আরাম!
সাধ করে হৃদে চরণ যুগল
সেবে দাস নিরন্তর!
চির দিন দারুণ বিষাদ
ধরাধামে শ্রেষ্ঠ হব—!
বাহু বলে অরাতি দলনে
পূজা লব শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে জগৎ বাসীর—!
সে বাসনা নহে অপূরণ!
যথা মম পদার্পণ
লইয়াছি সভক্তি অর্চ্চন,
কিম্বা বাহু বলে করেছি দমন!
আশীর্ব্বাদ আশে

আসিয়াছি তব তপোবনে
রাজপূজা নাহি প্রয়োজন!

জম। মুনিগণে রক্ষক ভূপাল
ভয়ত্রাতা পালক ভুবনে।
রাজভাগ তাপসেরো দেয়।

বশি। জমদগ্নি! তোমার কল্যাণে
রাজ দরশন ঘটিল সবার ভাগ্যে— ;
মহারাজ!
উদয়ে তোমার তপোবনে সুপ্রভাত আজ!
রাজ চক্রবর্ত্তী তুমি
এত উচ্চ, এত নম্র দেখিনি জগতে।

শক্তি। হে রাজন্!
নিজ অনুগ্রহে যদি
আসিয়াছ দীন দ্বিজের আশ্রমে
বড় সাধ মনে, রাজ অথিতির সেবা।

বিশ্বা। তাপস কুমার, কর কোটী প্রণাম গ্রহণ।
কিন্তু একা নহি আমি—
মম শত পুত্র দলে অক্ষৌহিণী সেনা সাথী মম,
ঘটাতে আশ্রম পীড়া, ডরি ত্রাসে।

মন্দা। তুমি যাও না সখা। আমি থাকবো একা ;
নিমন্ত্রণ এমন সাধা, ছেড়ে গেলে লোকে বলবে গাধা ;
যা কায়মনোবাক্যে চাই, হাতাহাতি পাই—
মনটা করছিল ফলার ফলার
অমনি তপোবনে জুটলো ফলার।

বশি। বৎস!
মাত্র পুত্র দলে অক্ষৌহিণী সেনা সাথী
জন্মাবে আশ্রম পীড়া?
ভেবনা ভেবনা নরপতি!
বিধাতার আশীর্ব্বাদে
যদি নৃপতির অনুগ্রহ হয়
লয়ে রাজ পুত্রগণে সেনাদল সহ
যত দিন, যত বর্ষ পার রহ তপোবনে
না হ'বে আশ্রম পীড়া।

শক্তি। রক্ষা কর অনুরোধ!
সার ধর্ম্ম অতিথির সেবা
সে ধর্ম্মে বঞ্চিত করা, রাজার কর্ত্তব্য নয়।

বিশ্বা। দেব, নহে অনুরোধ—
আজ্ঞা তব করিব পালন।

বশি। পরিতুষ্ট করিলে রাজন্!
যাই আমি
আশ্রমের কল্যাণ দায়িনী
ধেনু-কুলরাণী শবলারে করিতে অর্চ্চনা! [প্রস্থান

মন্দা। না৹ এখন আমার প্রাণ কর্‌ছে খাই খাই, উনি পূজ্‌তে গেলেন গাই, শেষটা বুঝি বা জাব ঘাসেরই প্রসাদ পাই।

বিশ্বা। কি আশ্চর্য্য!
নাহি সময়ের পরিমাণ?
অক্ষৌহিণী সেনা পারে স্বচ্ছন্দে পালিতে?
ফল মূল কুটীর সম্বল

তাপস ব্রাহ্মণ এ হেন ঐশ্বর্য্য কোথা রেখেছে গোপন ?

মন্দা। মহারাজ আবার কি ভাব লাগ্‌ছে! বাবা ঋষির বাড়ীর ফলারও হ'বে—সূর্য্যিদেবও গড়িয়ে যাবে—দোহাই বাবা সূর্য্যিদেব! আজ তাড়াতাড়ি আর চড়ে উঠো না—ক্ষিদের জ্বালায় গরীবের প্রাণটা তাহ'লে আর থাকবে না। [উভয়ের প্রস্থান।

(মুনিকন্যাগণের প্রবেশ।)

(সূর্য্যোদয়)

মুনিকন্যাগণ। গীত।

নমামঃ শ্মশান-চর তমঃহর শঙ্করম্।
ভুজঙ্গভূষণ অরুণলোচন
অমলধবলম্ ইন্দুমৌলী মহেশ্বরম্।
দিগম্বর দিকপ্রকাশক জগৎগুরুম্॥
শিব শুভঙ্কর করুণাকর কল্পতরু
সুরাসুরসেবিত সেবিকাকাঙ্ক্ষিত সুন্দরচারু
শরণম্ ভবসাগরপারচরণকমলং॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

পার্ব্বত্য পথ

(স্নাত ব্রাহ্মণবেশে মন্দানিলের প্রবেশ)

মন্দা। একটা চৈতনের অভাব! আহা হাঃ আজ এমন একটা দিন, একটা আর্কফলা নেই! এই পৈতের গোছা, এই সঙ্গে যদি একটা আর্কফলা থাকতো আজ ঋষির আশ্রমে একবার সংস্কৃতের বাপের পিণ্ডি

দিয়ে যেতুম! এমন কদর্য্য স্থান ভূভারতে আছে একটা টিকি ভাড়া পাওয়া যায় না? না হয় নগদ দামে কিনে নিতুম! পৈতেটাকে তো মেজেঘসে এক রকম দাঁড় করিয়েছি—ঠিক যেন বাসি ধোপ পড়ে পোষাকী পৈতে হয়েছে। ভাগ্যিস ছিল, বড় মান বেঁচেছে—রাজা রাজড়ার সঙ্গে থেকে যে সন্ধ্যে আহ্নিকের ঘটা, সুত কগাছা না থাকবারই কথা। দিবারাত্র চৌষট্টি রকমের চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতির যোগানে ভোজন পাত্র সম্মুখে, খোঁজ করবার অবসর কোথা? অবসরই হয় না। খোঁজ হ'ল তো—ব্রহ্মণ্যদেব ঘুনসী হ'য়ে কটীতটের শোভা বর্দ্ধন করছেন—ব্রহ্মণ্যদেবের পিতৃপুরুষের ভাগ্যি হলো তো, না হয় বড় জোর মালা হ'য়ে গলায় চড়লেন—শোভা কি? যেন গাজনের সন্ন্যিসি! এই তো বাবা খাঁটী বামন হ'য়ে পড়'লুম! কেবল টিকি বাদ! ঝর্ণায় গেলুম স্নান করলুম, মোটা তেলক কেটে একেবারে ব্রাহ্মণের বৈষ্ণব চূড়ামণি! না আঃ এ শাক্তের আশ্রম, সাদা ফোটা তো চলবে না—রাঙা ফোটা কাটতে হ'বে! তা নয় করে নিলুম! অভাব যা টিকির! এই লম্বা লম্বা জটাধারিনা—একটা আধটা জটা ফটা পড়ে নেই? একটা বড় আশ্চয্য দেখছি, মনটা থেকে থেকে যেন নেচে উঠছে! এটা বোধ হয় যেন তপোবনের মাহাত্ম্য! তপোবনের ঝরনায় স্নান করেই, আপনা আপনি পৈতেয় আঙ্গুল জড়াতে ইচ্ছা হলো! বাবা! পেটুকই হই আর যাই হই—স্নানমাহাত্ম্য আছে বই কি? নেব না কি দশবার জপে? এদিকেও তো ব্রহ্মাণ্ডিদেব দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছেন! এরপর আর ধৈর্য্য থাকবে না! জড়াই আঙ্গুলে পৈতে—না হ'ল না! আবার কে একটা মাগী গান গাইতে গাইতে এদিকে আসছে! নানা—উপদ্রব! মা গায়ত্রী! কিছু মনে করো না মা! নামটী মনে এসেছিল মুখ দিয়ে বেরোবার সময় হ'লো না মা!

(যোগমাতার প্রবেশ)

যোগ— গীত।

কে আমি, ফিরি কি ভাবে কে জানে।
নাহি কাল অনুমান নাহি ঠাঁই পরিমাণ
সে আছে তাই ত আছি বাঁধা প্রাণে প্রাণে ॥
আছি ভুবনে আছি পবনে, আকুল চরণে ফিরি অমরা ভবনে
চন্দ্র কিরণে থাকি সুখ শয়নে
নিশির আঁধার রহে না ত আর
জাগি জাগি পুলকে সতত বেদগানে ॥

মন্দা। মেয়েটা বেশ গায়—মেয়েটা দেখছি কেমন ন্যাল! ক্ষ্যাপা, কোন মুনি ঋষিদের মেয়ে হ'বে বোধ হয়! দেখ গাছতলাটায় চুপটী করে দাঁড়িয়ে আকাশ পানে চেয়ে আছে! দিব্যি মেয়েটী!

যোগ। ব্রাহ্মণ কি ভাবছ?

মন্দা। ভাবছি আর কই—দেখছি!

যোগ। কি দেখছো?

মন্দা। তোমায়! তুমি কে? কাদের মেয়ে? বনে একলাটী গান গেয়ে বেড়াচ্ছ?

যোগ। আমি? আমি। আমার তো আর কেউ নেই! আমিত বরাবরই একা!

মন্দা। এ্যাঃ! আমি মনে করেছিলুম বুঝি ছিটছাট আছে! তা নয় একেবারে বদ্ধ! আর অপরাধই বা কি? দিবারাত্র হোমের ঠেলায়, আর প্রণবের হুঙ্কারে, ব্রহ্মতেলো যে ফেটে যায় নি এই ঢের! পাগল হ'বে তার আর কথাটা কি? ঋষির আশ্রমে ঢুকে আমারই মাথার ঘি টল বেটল হয়েছে!

যোগ। তুমি আমায় পাগল ঠাওরাচ্ছ ?

মন্দা। ঠাওরাতে হ'বে কেন ? চাক্ষুষ দেখছি ! পথ চিনে যেতে পার্‌বি কি ? বাড়ী কোথায় বল্—সঙ্গে করে রেখে আসি !

যোগ। কোথায় রেখে আসবে ? আমি ত তোমায় ছেড়ে যাব না ! আমিত বরাবরই তোমার সঙ্গে আছি—আমায় চিনতে পারছ না ?

মন্দা। সঙ্গে আছিস্ কি রে ? কৈ তোকে তো আর কখনো দেখিনি !

যোগ। না ; সব সময় তো দেখা দিই না ! সময় হ'লেই দেখা দিই ! দেখতে চাইলেই দেখা দিই ! ডাকলে না দেখা দিয়ে থাকতে পারি না ! তুমি ডাকলে তাই তোমাকে দেখা দিলুম ! আবার যখন ভুলে যাবে তখন চলে যাব—না ডাকলে আসবো না !

মন্দা। (সভয়ে) আমি তোমায় ডাকলুম কখন ?

যোগ। হাঁ্যা ব্রাহ্মণ ! তুমি আমায় ডেকেছ !

মন্দা। এই সেরেছে রে ! এত পাগল নয়—এযে তাই ! এই তপোবনের কোন চাঁপা গাছে বিরাজ কর্‌ছিলো—একলা দেখে পেয়ে বসেছে ! দোহাই মা ! আমি বামুনের আকাঁড়া ছেলে—আমায় আর পাস্‌নি ! তুই যে গাছের তিনি, সেই গাছে যা—আমায় ছেড়ে দে !

যোগ। ব্রাহ্মণকে কি আমি ছাড়তে পারি ? ব্রাহ্মণ কে আমার ছাড়তে নেই !

মন্দা। ওরে বাবারে ! এযে ব্রেম্ম তিনি—বামুনেরই ঘাড়ে চাপে ! ওরে বামুন হ'য়ে কি সর্ব্বনাশ করিছিরে ! দোহাই মা রাতের দে[illegible] আমি বামুন নই—আমি কখনো আহ্নিক করিনি, আমি চণ্ডাল [illegible] করে সুতো ক গাছা রেখেছি—সুধু পাঁটা কাটা নমস্কার পাবার [illegible]শায় আর ফলারের সুবিধে হ'বে বলে ! রাতের দেবতা চাঁড়ালের ঘাড় থেকে

সরে যা—নইলে তোর যে বড় জাতের বড় অপমান হ’বে! ছেড়ে যা মা রাতের দেবতা!

যোগ। আহ্নিক নাই বা করলে, তবু তুমি ব্রাহ্মণ! গায়ত্রী ত পড়, যজ্ঞোপবীত তো গলায় আছে! ব্রাহ্মণ হ’য়ে মিথ্যা কথা বলছ? ছি!

মন্দা। তবে একেবারে নাছোড়!

যোগ। আমি তোমায় ছাড়বো না! ব্রাহ্মণ! ভয় করো না!

মন্দা। আর যে ভরসা নেই, তাই নাচার হয়ে ভয় করছি! সাধে বলছি না—ঝকমারী করে রাজার সঙ্গে তপোবনে এসেছিলুম রে! রাতের দেবতার হাতে দিন দুপুরে প্রাণটা গেল! ওরে চাঁড়াল বল্লেও ছাড়লো না, ওরে তোর পায় পড়ি আমায় ছেড়ে দে!

যোগ। আমি কখনো তোমায় ছাড়বো না!

মন্দা। বামনের ছেলে কেন মরতে রাজার সঙ্গ নিছলুম—পূজো আহ্নিক ছেড়ে এই বিপদে পড়লুম! এ বশিষ্ঠ বেটার খেলা! আমি আহ্নিক করিনি বলে পেত্নী লাগিয়েছে! আচ্ছা বামনের কি একটুকু তেজ নেই—কেবল ধোঁড়া নই বাবা—গায়ত্রী তো জানি—আঙ্গুলে পৈতে জড়িয়ে দিই চম্পট, এই পেটের দায়ে পদে পদে বিপদ! (গায়ত্রী যপ) পেত্নাটে একটু অন্য মনস্ক! জপের চোট—লম্বা লম্বা পা পড় বাবা! একটু সরতে পারলেই একেবারে চোঁচা দৌড়! এখানে থাক, ফলার এনে দেবো! ওরে বাবা! তুমি আবার কে? এ বুঝি এর বাবা?

(বৃদ্ধ নারদের প্রবেশ) তোম্‌মার দাড়ী দেখে দোহাই বাবা আমার নাড়ী জড়িয়ে গেছে—

নারদ। ভয় পাচ্ছ কেন ব্রাহ্মণ?

মন্দা। দুজনেই গ্রাস করেছেরে—আরে গায়িত্রীটাও ভুলে গেলুম! পা জড়িয়ে যাচ্ছে! দোহাই বাবা বুড়ো ব্রহ্মদৈত্যি তোমাদের যোড়-

শোপচারে পূজো দেবো! গরীবকে ছেড়ে দাও! দে লম্বা পায় লম্বা দৌড়! [বেগে প্রস্থান।

যোগ। ব্রাহ্মণত্বের কি দুর্গতি? ব্রাহ্মণ আপনাকে ভুলেছে! শিব—শব হয়েছে! এইবার বুঝি আবার প্রলয়! হে ব্রাহ্মণ! জাগ জাগ—আমায় কাঁদায়ো না। ব্রাহ্মণ জাগ। তুমি সৃষ্টির আধার, জগতের প্রাণ বিশ্বের কল্যাণ—তুমি জাগ—জাগ! হে চৈতন্য তোমার মোহ ঘুম বিদুরিত হোক—তুমি জাগ জাগ! আমায় কাঁদায়ো না!

নার। মা! মা! কেঁদ না!

যোগ। কাঁদবো না নারদ! ব্রাহ্মণত্বের দুর্গতি দেখ! ব্রাহ্মণত্বের কি উদ্ধার হ'বে না—বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড যে লোপ হ'তে চল্‌লো। সঙ্কুচিত হ'তে হ'তে কি ব্রাহ্মণত্ব লোপ পাবে। লোপ পাবে কেন? আগুন, আগুন আছে, জোর বাতাস চাই—ইন্ধন চাই, জ্বলে উঠবে! বৎস! সঙ্কুচিত ব্রাহ্মণত্ব ভীষণ উৎপীড়িত! উদ্ধারের উপায় কর! বৎস! আজ শুভক্ষণ! বিশ্বামিত্র তপোবনে এসেছে! ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মতেজে সমাহিত ছিল! চক্র বিপর্য্যয়ে ক্ষত্র তেজে উদ্ভব হয়েছে, অহঙ্কারে সঙ্কুচিত—অনন্তে পরিব্যাপ্ত হ'বার জন্য আকুল হ'য়েছে! উপায় কর বৎস!

নার। মা বুঝতে পারছি! ঋচিক সমাহিত ব্রহ্মতেজ আর স্থির থাকতে পারছে না! যেন ভূগর্ভস্থ সঙ্কুচিত ঘূর্ণ্যমান প্রচণ্ড অনলরাশি অনন্তে পরিব্যাপ্ত হ'বার জন্য রন্ধ্র-পথে বহির্গত হ'তে ধরিত্রীকে কম্পান্বিতা করছে!

যোগ। বৎস! আবার বলি ব্রাহ্মণত্ব উদ্ধারের উপায় বিধান কর! (প্রস্থান)

নার। সনাতনী ব্রাহ্মণী সর্ব্বকর্ম্ম-হেতুভূতা জননী কৃপা করো মা!

বিশ্বামিত্র তপোবনে,—
নারদ আমার নাম
অঘটন ঘটাই ধরায়
হেরি নান্দীপাঠে কি করে নারদ।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পার্ব্বত্য প্রদেশ—শিবির শ্রেণী।

(বিশ্বামিত্র ও মন্দানিলের প্রবেশ)।

মন্দা। সখা! পেট্‌টা বুঝি ফাঁশে, পাছে লোক হাসে! সেই ভয়ে আস্তে আস্তে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে ফির্‌তে।

বিশ্বা। চারি ধারে উথলে আমোদ
দুরন্ত নিদাঘে
ভানুতাপ দগ্ধ তাপিতা মেদিনী বুকে
ঘোর বৃষ্টিপাতে দর্দ্দুর উৎসব!
কি আশ্চর্য্য দরিদ্র তাপস্
পরিতোষে পরিচর্য্যা করিলা সবার!
অক্ষৌহিণী সেনা সমভাবে পরিতুষ্ট সবে!
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ঃ
কিছু ছিল না অদেয়—
আশ্রম নিবাসী যত, অশ্রান্ত সতত

যেবা যত চায় মহোল্লাসে সকলে বিলায়
নৃপতি অসাধ্য কার্য্য সাধে তপোধন।

নারদের প্রবেশ।

মহা সৌভাগ্য। দেবর্ষি কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ করুণ।

নারদ। রাজচক্রবর্ত্তী! আশীর্ব্বাদ করি, আপনার কল্যাণ হোক্।

মন্দা। দেবর্ষি! তুমি? তাই ভালো! দেরীতে এসে পড়েছেন, ফলারের বোধ হয় সুবিধা হয় নি। আমারও কোটী কোটী প্রণাম, আগে পাশে সম্মুখে পশ্চাতে। দেবতা উপযুক্ত সময়ে এসেছেন। আমিও ওই রকম একটা ভাব্‌ছিলাম। এখন রাজার উপর দয়া না করে গরীবের উপর দয়া করুন অন্তর্যামী। যখন দয়া করে আসা হয়েছে আমাদের অদৃষ্ট নিতান্ত সুপ্রসন্ন। রাজার ওপর আর দয়ার প্রয়োজন নেই। প্রভু! গরীবের ওপর কৃপা করুন।

নারদ। কি বল্‌ছো ব্রাহ্মণ? আমার সাক্ষাৎ লাভে অসন্তুষ্ট হয়েছ?

মন্দা। (স্বগতঃ) কাজ সেরেছে। যাদের দয়াতে রসাতল, নির্দ্দয় হলে তো একেবারে তলাতল। (প্রকাশ্যে) অসন্তুষ্ট হতে পারি কি প্রভু? দয়াময় যখন কৃপা করে আমাদের, আমাদের বলি কেন? আমাকে কৃপা করেছেন, তখন দয়া না করেই কি অমনি চলে যেতে পারেন? সকালে স্নানের পর এক জনের দয়ায় পড়ে, খাবার টাবার দেবো বলে, অনেক কষ্টে উদ্ধার—তবে যখন খাবার নিয়ে গিয়ে খুঁজে পাই নাই, তখন বোধ হচ্ছে তাঁর কৃপা দৃষ্টি এড়াতে পারি নি। বাগে পেলেই কৃপা কর্‌বেন, তবে কি না বামুনের ছেলে পৈতেটা আছে, শীগ্‌গির কৃপা হবে না। এ সব ঘটনা আপনার ত আর অজানা নয়। আপনিও অনুগ্রহ করেছিলেন, তবে কিনা—যাক্ এখন আপনার কি

দেবতা, আপনি দেবর্ষি ব্রাহ্মণ বলে তো এড়াবো না, আপনি জোর করেই কৃপা কর্‌বেন। যাক্‌ দোহাই দেবতা! রাজাকে কৃপা করবেন না, কৃপাটা আমাকেই করুন। রাজার অনেক খেয়েছি।

বিশ্বা। দেবর্ষি! ব্রহ্মর্ষি আজ আমাকে আশ্চর্য্য করেছেন, পর্ণকুটীর মাত্র সম্বল, শিষ্য মাত্র সহায় আজ আমার অক্ষৌহিণী সেনার সহ, পুত্র দলে আমাকে পরম পরিতোষে পরিচর্য্যা করেছেন, আমি আশ্চর্য্য হয়েছি। তাপসের কর্ম্ম দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়েছি।

নারদ। মহারাজ! এ আর আশ্চর্য্য কি? ব্রহ্মর্ষির যে এক নন্দিনী নাম্নী কামধেনু আছে তাঁর প্রসাদাৎ কোন কার্য্যই অসাধ্য নয়। অক্ষৌহিণী সেনাকে পরিতুষ্ট করা অতি সামান্য বিষয়। প্রার্থনা মাত্র কামধেনু ব্রহ্মর্ষির বাসনা পূর্ণ করেন।

মন্দা। অ্যাঁ! বলেন কি দেবর্ষি?

বিশ্বা। হেনগুণবতী গাভী ধরে এ ধরণী?
এক কামধেনু তবে শত রাজার রাজত্ব।
রাজ্য রক্ষা
কষ্ট সাধ্য মহাহব হেতু সতত প্রস্তুত।
চাহি কামধেনু
লক্ষ লক্ষ গাভী বিনিময়ে
মুনি যদি চায়,
রাজত্ব দক্ষিণা দিয়ে
কামধেনু লতে হবে বশিষ্ঠ সকাশ।

মন্দা। হ্যাঁ। কামধেনু নিয়ে একটা গোলযোগ বাধাও। সখা। একটা কথা যার যা তার তা। পরের জিনিষে রাজা রাজড়ার লোভ যত, আর কারো তো দেখিনি তত। যার ছেলে যত পায়, তার ছেলে

তত চায়। তোমাদের এ একটা কেমন নিয়ম দাঁড়িয়েছে। মুখ দেখে বোধ হচ্ছে একটা কাণ্ড বাধাবে। সখা! আমার কথা বিশ্বাস করো, এখানে গোলমালে সুবিধা হবে না, হাওয়ায় কথা শোনে, এ হাওয়ায় উপ-দেবতারা থাকে। আজ হাতেহাতে প্রমাণ পেয়েছি। সখা! সখা! প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ, আজ ওলট পালট।

বিশ্বা। দেবর্ষি! এ কামধেনু তো বড় আশ্চর্য্য গাভী!

মন্দা। সখা! কাজটা ক্রমেই দেবর্ষির আশীর্ব্বাদে এগিয়ে যাচ্ছে।

নারদ। মহারাজ! সে গাভীত আশ্চর্য্য। সে স্বর্গের কামধেনু সুরভীর কন্যা সবলা। সেত আশ্চর্য্য মহারাজ, তাঁর নিকট আপনি যা প্রার্থনা কর্‌বেন, তিনি পূর্ণ কর্‌বেন।

মন্দা। দেবর্ষি! আমি যদি বলি নন্দিনী আমার হও।

নারদ। তেমন ক'রে বল্‌তে পারলে বিফলমনোরথ হবে না।

মন্দা। আচ্ছা দেবর্ষি! আপনাদের ব্যাকরণটা কেমন ধারা? সব যেন মানেতে কিছু গোলমাল। আচ্ছা, যদি আপনার কথামত পাই, তবে আর পেটের অভাবটা থাকে না। ক্ষীর, সর, ছানা, মাখন, লুচি মোণ্ডা, গোল্লা ইত্যাদি ইত্যাদি যা চাইলুম, নয় পেলুম—তখন আর আপনাদের অনুগ্রহের দায় হ'তে এড়াতে পারবো না, রোজ যোগান দিতে হবে। যদি পাই, তো শুনুন দেবর্ষি! প্রথমে আপনাকে ত স্বর্গে রাখ্‌বার ব্যবস্থা করি, দ্বিতীয়তঃ আর আর দেবতারা উপদেবতারা যাঁরা আপনাদের মত কৃপা ছড়ান, তাঁদের স্বর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা, তৃতীয়তঃ আমার আহার সংগ্রহের উপায় করি। রাগ কর্‌বেন না—দেবর্ষি! প্রাণটা বড় খুসী হয়েছে, তাই প্রাণ খুলে বলছি।

বিশ্বা। দেবর্ষি! আমার ইচ্ছা ব্রহ্মর্ষির নিকট আমি কামধেনু প্রার্থনা কর্‌বো!

নার। ধেনুকুলরাণী কেন? সে অপেক্ষা উত্তম বস্তু প্রার্থনা করুন, ব্রহ্মর্ষি প্রদান কর্‌বেন। মহারাজ! আপনি ধরণীর একচ্ছত্র অধীশ্বর, পৃথিবীস্থ জীবমাত্রেই আপনার প্রজা, আপনার শ্রেষ্ঠ বস্তু প্রার্থনা অপূর্ণ থাক্‌বে না। নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হ'বেন। মহারাজ বিদায় দিন।

[প্রস্থান।

মন্দা। ব্যাটাদের যেমন ব্যাকরণ, তেম্‌নি ভাষাজ্ঞান। মহারাজ! প্রফুল্ল হচ্ছেন, কামধেনুটী পাবেন না, আমার মোটা বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝি কিছুতেই পাবেন না। শ্রেষ্ঠ বস্তু চাইলে পেতে পারেন। বাবা প্যাঁচালো বুদ্ধির কি সোজা উত্তর, যেমন সোজা সরল বংশদণ্ড, কাটি পরিষ্কার, টানলে আসেন না, কঞ্চিতে—কঞ্চিতে আটকে আছেন।

বিশ্বা। সখা! আর বিলম্ব নয়। ব্রহ্মর্ষির নিকট কামধেনু প্রার্থনার আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

মন্দা। আমার যাওয়া যদিও আপাততঃ কষ্টকর কিন্তু বৃথা। যা কর্‌বার দেবর্ষি দর্শনদানে ক'রে গিয়েছেন।

বিশ্বা। আমি পৃথিবীর অধীশ্বর। আমার বাহুবলে তপোবনাদি রক্ষিত, আমার প্রার্থনা কখনো অগ্রাহ্য হ'বে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বশিষ্ঠাশ্রম—কুটীর-সম্মুখ।

(বশিষ্ঠ, সন্ধ্যা, ললিতা, কান্তা।)

বশিষ্ঠ। মা সকল! রাজ অতিথির সৎকার সমাধা হ'ল; বনাশ্রমী বিহঙ্গমচয়, হরিণ-হরিণী, হরিণ শাবকগণ, সিংহ, ব্যাঘ্রাদি বনচর কেহ ত অভুক্ত নাই? কি গৃহস্থাশ্রম, কি তাপসাশ্রম কোথাও কীট পতঙ্গকেও অভুক্ত রেখে ভোজন করা অকর্ত্তব্য।

কান্তা। না পিতা! কোন প্রাণীই অভুক্ত নেই।—দেখুন আশ্রম-মৃগ, বিহঙ্গমাদি সকলি নীরব।

বশি। মা সকল! সবলার আজ ভালরূপ পরিচর্য্যা কর। জননীর আজ বড় পরিশ্রম, মা আজ মুখ রেখেছেন।

সন্ধ্যা, ললিতা ও কান্তা। আমরা সবলার পরিচর্য্যা করিগে।

[প্রস্থান।

বশি। এস এস হে রাজন্! রাজ-সখা এস!

(বিশ্বামিত্র ও মন্দানিলের প্রবেশ)

বিশ্বা। তপোধন! অতি তৃপ্ত অতিথি তোমার!
লোভ বশীভূত আকাঙ্ক্ষা তাড়িত গৃহী
মাগে ভিক্ষা করজোড়ে তাপস চরণে!
দাও সদাশয়—
কিঙ্করে অভয়,
মাগে ভিক্ষা করজোড়ে ভোজন দক্ষিণা।

বশিষ্ঠ। মহারাজ!

ব্রাহ্মণের গৃহে আশীর্ব্বাদ মাত্র রহে ভোজন-দক্ষিণা !
সুখশান্তি কর ভোগ করি আশীর্ব্বাদ !

বিশ্বা। ভোজন দক্ষিণা—উপঢৌকন প্রজার—
আশীর্ব্বাদ সনে,
কামধেনু সবলা আমারে দাও !
লক্ষ লক্ষ গাভী দিব,
কোটি স্বর্ণমুদ্রা চরণে ঢালিব—
যাহা চাহ মুনিবর,
পাদপদ্মে করিব অর্পণ !
কাম ধেনু লব।
নৃপতি মাগিছে ভিক্ষা
দাও মহাশয়
সবলারে দাও,
অতিথির বাসনা পূরাও।

বশিষ্ঠ। হে ভূপাল, ধেনুপাল বল মম
কিবা প্রয়োজন ?
ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে
স্বর্ণ মুদ্রা রাখিবার কোথা আছে স্থান ?
হৃদে ব্রহ্মপদ
এই মাত্র সম্পত্তি দ্বিজের।

বিশ্বা। সারবস্তু রাজভোগ্যা জগতের প্রথিত নিয়ম।
জান তপোধন !
সার বস্তু কামধেনু।

বশিষ্ঠ। সবলা হইত যদি সম্পত্তি আমার,

আপত্তি না করিতাম দানিতে রাজায়!
ধরার ঐশ্বর্য্য সার,
তব অধিকার,
কি অভাব ভূপাল তোমার?
স্থির, স্থির মতি হে ভূপতি!
কেন হও বিচঞ্চল?
বনবাসী তাপসের এ কুটীর
কেন চাহ ডুবাতে আঁধারে?
ব্রাহ্মণের হৃৎপিণ্ড
অভিলাষ কেন উথাড়িতে?
প্রয়োজনে তব
দিতে পারি অনায়াসে জীবন আমার!
কিন্তু—কে বল আপন মায়ে
দিতে পারে বিসর্জ্জন?
পশু বলি নাহি জান সবলা মাতায়
গাভীরূপে জননী আমার,
নিত্য পূজি চরণ তাঁহার,
আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী, রক্ষাকর্ত্রী পবিত্র-কারিণী,
রাখিতে আশ্রমধর্ম্ম
অতিথি সৎকার ভার লইলেন আজি;
রাজধর্ম্ম নহে মহারাজ
প্রজার ইষ্টের প্রতি দৃষ্টি লালসার।

বিশ্বা। ভিক্ষা মাগি করজোড়ে
চরণ সরোজে তব।

মন্দা। দেবর্ষির সাক্ষাৎ কি বিফল হয়? হাতাহাতির রকম হ'য়ে এলো!

বশিষ্ঠ। প্রজাডরে ভিক্ষাপাত্র হেরি নৃপকরে—
ভিক্ষাশব্দ ভিন্ন অর্থ রাজ অভিধানে— ;
মহারাজ!
বিরাজেন রাজগৃহে
সম্পদে বিপদে সতত সহায়
অধিষ্ঠাত্রী দেবী ;
কৃপায় যাঁহার
রাজদণ্ড তব করে, ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারে,
সুখী প্রজাগণ—অরি পদানত !
ইষ্ট দেবী তেমতি আমার
ধেনু রূপা এই ভগবতী,
অনাটন ঘুচান জননী
না দেন সঞ্চয় হেতু।

বিশ্বা। ভেবেছিনু উন্নত হৃদয় তুমি
স্বার্থপর অপকৃষ্ট ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ !
লক্ষ গাভী
কোটী স্বর্ণমুদ্রাসনে প্রতিদান করিলাম অঙ্গীকার
করিবেনা কামধেনু আমারে প্রদান ?

মন্দা। মহারাজ! পথে আস্‌তে যখন দেবর্ষির সাক্ষাৎ পেয়েছেন, তখন প্রকৃতিস্থ হওয়া উচিত।

বশি। হেন উত্তেজনা সম্বর রাজন্!
ব্রাহ্মণেরে করহ মার্জ্জনা।

বিশ্বা। নিরর্থক তবে মম ভিক্ষা সকাতর?
যজ্ঞোপবীতের তব এত অহঙ্কার?
মুকুটের না রাখ সম্মান!—
দান বলি মাগিলাম প্রাপ্য ধনে
কোটি গুণ ধন ধেনু
চাহিলাম দিতে বিনিময়ে
ভয় ব'ল
ভাবিলে হৃদয়ে বিনয়ে আমার!
রাজধর্ম্ম এবে দেখ করিব পালন
হরণ করিব গাভী
পার যদি রক্ষাকর মন্ত্র উচ্চারণে।

মন্দা। সখা! সখা!—দেবতার সাক্ষাৎ বিফল গেল না। এখন ফিরুন, পরে আস্‌বেন।

বশি। হে রাজন্! জানি আমি
রিপুচয় বড়ই নির্দ্দয়!
সংসারীরে নিয়ত উন্মাদ করে
লোভ সম্বরণ নহে সাধারণ!
মাৎসর্য্য ঐশ্বর্য্যের নিত্য সহচর!
আত্মজয়ে শক্তিহারা বিশ্বজয়ী বীর—
চিত্ত স্থির
বড়ই কঠিন সংসার তুফানে;
জ্ঞানহারা তাই অভিমানে
রোষ হুতাশনে করিছ দহন, নিজ দেহ মন;
করঃ বিশ্বাসে

তব উষ্ণশ্বাসে ব্যথিত আমার প্রাণ ;
কিন্তু কোন্ প্রাণে
বলহে রাজন্! কোন্ প্রাণে
দিব দান নন্দিনী আমার !—
পয়োধরে ক্ষার ধারে ঝরে যাঁর স্নেহ
স্তন্যপানে যাঁর শরীর বর্দ্ধিত
মা বলে ডাকিলে যাঁরে জীবন জুড়ায়
চরণ পূজিলে মম ইষ্ট পূজা হয়—
অনিষ্টে আমার
চক্ষে যাঁর বহে ধার,
আমি না দাঁড়ালে পাশে না হয় আহার,
হে রাজন্ বল—বল কোন প্রাণে
এ হেন গোধনে গৃহ হ'তে করিব বিদায় !

মন্দা। ঠাকুর ! রাজা রাজাড়ায় আব্দার ধরে—দেবতা বামন কি তাতে উয্ করে? নাও, গাইটাকে দিয়ে ফেল খুলে—দড়া গাছটা বরং রাখ তুলে—রাজা রাজাড়ার সখ দুদিন পরে মিটে যাবে—তখন তোমার গাই তুমিই ফিরে পাবে।

বশি। জননী আমার—জননী আমার !

বিশ্বা। তবে নাহি মম অপরাধ
বলে করি গোধন হরণ।

বশি। ইষ্ট মম নিত্য পূজ্য জননী আমার !
নহেত কাঞ্চন মণি, ভূমি কিম্বা ধেনু,
রাজ তুষ্টি হেতু দিব
ইষ্টদেব দান !—

রাজধর্ম্ম পরায়ণ
পরম পণ্ডিত তুমি
অবিদিত নহে কিছু তব পাশে—!
ইষ্টদেব দানে
অধিকার কোথায় কাহার ?

বিশ্বা। জীবনে মাগিনি ভিক্ষা!
অবনত পদাঙ্কিত উন্নত মস্তক!
রাজা হ'য়ে করযোড়ে
মাগিলাম ব্রাহ্মণ সকাশে ভিক্ষা,
অগ্রাহ্য আমায় ?
ভূপতি নিদেশ শোন কে আছ কোথায়
তপোবন কর অবরোধ
কামধেনু সবলা হরণ কর।

[বেগে প্রস্থান।

মন্দা। রাজাত রাজধর্ম্ম পালন—অর্থাৎ হরণ করতে গেলেন! এখন এ চরণ দুখানি নিয়ে মন্দানিল মশাই কোথায় চলেন—হায় হায় এত সাধের ফলার শেষটা বুঝি গড়ায়! দেখ্‌ছি দুম্‌দাম বাধে বামন পাড়ায়! মা ভগবতী! সেবারে মোহিনী সেজে সুন্দ উপসুন্দ মাঝে দাঁড়ালে—ভায়ে ভায়ে প্রেম ছাড়ালে, এবার আবার চারখানি চরণ বাড়িয়েছ ভারত-ভূমি মাড়িয়েছ—বামন ক্ষেত্রীর মাঝে দাঁড়ালে—দেশ থেকে সুখ তাড়ালে—দেবর্ষির দর্শন বিফল যাবে না, বিফল যাবে না! দেখি যদি মহারাজকে বোঝাতে পারি—কিছু হ'বে না বাবা—দেবর্ষির দর্শন!

[প্রস্থান।

বশি। ব্রাহ্মণত্ব ব্রাহ্মণের প্রবৃত্তি বিজয়ে!
কাম, ক্রোধ, লোভ আদি রিপুর শাসনে
স্বার্থত্যাগী দ্বিজ আজি জগতের গুরু!
সিংহাসন ত্যজেছে হেলায়
মুকুট লুটায় তাই ব্রাহ্মণের পায়!
সর্ব্বশক্তিমান
ভগবান ক্ষমার আকর
তাই দৈববলে বলীয়ান
দ্বিজ করে ক্ষমার আদর!
কিন্তু ক্ষমারো ত আছে সীমা!

(১ম শিষ্যের প্রবেশ।)

১ম শি। গুরুদেব! গুরুদেব!
না মানিল উপরোধ ভূপতি তোমার
করিতেছে বন্দী সবে বিপুল বিক্রমে—
রক্ষা কর, রক্ষা কর কুলপতি!

বশি। ক্ষমা—
ক্ষমারো ত আছে সীমা!

(শক্ত্রির প্রবেশ।)

শক্ত্রি। পিতা! পিতা! সর্ব্বনাশ করেছে সাধন।
মুনিকন্যাগণে করেছে বন্দিনী
অসহায়া কামিনী সেনানী গ্রাসে
রুদ্যমানা জননী আমার

বন্দিনী তোমার মাতা হাম্বারবে করে আর্ত্তনাদ!
পিতা! ধৈর্য্যের এ নহেক সময়।

বশি। আপন অনিষ্ট প্রতি নাহি দা'ন দৃষ্টি
দুর্জ্জনে মার্জ্জনা করি
ক্ষমা ধরে ধর্ম্মগুণ তবে—
কিন্তু—

(অক্ষমালার প্রবেশ।)

অক্ষ। আর্য্যপুত্র!
হে—অগ্নি হোত্রী গায়ত্রী যাপক
ব্রহ্মবীর্য্যধারী
তাপস-কুলের পতি
ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ-তনয়!
কোন ধ্যানে, মগ্ন মনে
অত্যাচারে অন্ধ তব আজি দুনয়ন—?
পিপীলিকা পড়িলে সলিলে
কাতর হইত প্রাণ!
আজি মৃত্যু-বহ ক্ষত্রবাণে
নিঃশেষ আশ্রম মৃগ
প্রশান্ত তাপসদল বিকল প্রহারে
আশ্রম পালিতা ললিতা ললনাকুল—
কাঁদিছে আকুল কণ্ঠে
বদ্ধ চুলে চুলে বলি পশু প্রায়!
হায় হায় বন্দিনী নন্দিনী জননী তোমার!

ঊর্দ্ধমুখে চায় নয়ন ভাসায়
হৃদিভেদী হাম্বারবে ডাকিছে তোমায়!
অচল অটল পাষাণের প্রায়
তুমি দাঁড়ায়ে নিথর!
কোন শাস্ত্রে আছে উক্তি
কোন নৈয়ায়িক যুক্তি
শক্তির আশ্রয় ছাড়া এ হেন সময়?
হাসি পায় দেখে তব ক্ষমার মহিমা!
দুর্ব্বল পীড়ন দেখে
তবু তব নাহি জাগে যোগবল।
কিবা আর হা দেব! বলিবে দাসী—!

(দ্বিতীয় শিষ্যের প্রবেশ।)

২য় শি। কুলপতি! গুরুদেব! সন্তানকে বলতে অভয় দিন! শত্রুরা নন্দিনীকে কঠিন বন্ধনে বেঁধেছে! দারুণ প্রহারে নন্দিনীর চক্ষু দিয়ে দরবিগলিতধারে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে! হাম্বারবে বল্‌ছেন—ব্রহ্মর্ষি কি আমায় পরিত্যাগ করলেন? বলুন ব্রহ্মর্ষি বলুন আমি আত্ম রক্ষা করি!

বশি। ভ্রম—ভ্রম!
আর নাহি ক্ষমা!—
ক্ষমা সীমা অতিক্রম
করিয়াছে অপরাধ!
কে করে বন্দিনী তোরে নন্দিনী আমার!
সবলা! সবলা হও নিজ রক্ষা হেতু
রক্ষা কর আশ্রম তোমার!

দুর্ব্বল পীড়ন দেখিতে না পারি আর
অত্যাচার কর মা বারণ,—
সৃষ্টি প্রসবিনী কর মা নূতন সৃষ্টি
কৃপাদৃষ্টি করি!
সৃষ্টি কর কাতার কাতার সেনা
হাম্বারবে তব কাম্বোজ বাহিনী রচ
স্তনদেশ হ'তে বাহিরাও বর্ব্বরের দল!
প্রসব জননী সেনানী সে শক
কর বহির্গত হারীত কিরাত সেনা—
অঙ্গে অঙ্গে নানারঙ্গে বাহিরাক সেনা নানাজাতি
অরাতি দলনকারী!
কর কর ধ্বংস মহা হবে—
তোল তোল রব বিকট ভৈরব!
অস্ত্রে অস্ত্রে বাজুক ঝঞ্ঝনা,
মহাযুদ্ধে জ্বলুক অনল,
দগ্ধ হ'ক, দগ্ধ হ'ক দস্যুর বাহিনী।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বত—সানুতল—রণস্থল।

বিশ্বামিত্র।

বিশ্বা। ফের! ফের!
অরি গর্ব্ব খর্ব্বকারী
বিশ্ববিজয়িনী বাহিনী আমার!
বিশ্বামিত্র রহিতে জীবিত—
ফের ফের
কেন সবে ভঙ্গ দাও রণ?
বশিষ্ঠের তপঃ সৃষ্ট সেনা
নহে ত অমর তারা?
নহে প্রস্তর গঠন?
তাই নাহি হানি প্রহরণ
শার্দ্দূলে হেরিয়ে যেন
ছাগশিশু প্রাণভয়ে করিতেছ পলায়ন!
পলায়নে রবে না জীবন
জেনো—বিশ্বামিত্র প্রহরণে নাহি পরিত্রাণ।
যদি পাও রণে পরিহার
রাজদ্রোহী রাজদণ্ডে হারাবি জীবন!
ওই—ওই ত দূরে! ফির না—ফির না।
ছুটে ছুটে চল
সম্মুখে তোদের বশিষ্ঠ বাহিনী!
কর ত্বরা বীরভাগ তীব্র আক্রমণ!

ওই পার্শ্বে—দক্ষিণে—পশ্চাতে—
চতুর্দ্দিকে ছুটে অরি সেনা—
হায় অরাতি বেষ্টিত সেনাদলে আমি !
কিবা ভয়—নাহি ভয়
কান্যকুব্জ বাহিনী দুর্জ্জয়
রণজয় হইবে নিশ্চয় !
মাত্র দৈবী-বিভীষিকা নাহি কর ভয়।

(প্রথম সৈন্যের প্রবেশ)

১মঃ সৈন্য। মহারাজ ! আমাদের সমস্ত বাহিনী প্রায় বিনষ্ট ! অবশিষ্ট ব্রাহ্মণের রণ-বিজয়িনী বাহিনী পরিবেষ্টিত !

বিশ্বা। যুক্তি তর্ক না চাহি শুনিতে !
যাবৎ জীবন
কর রণ—কর অরি আক্রমণ ! [১ম সৈন্যের প্রস্থান।

(দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

২য় সৈন্য। মহারাজ ! নিদারুণ সংবাদ—ঋষির গাভী [illegible] [illegible] [illegible]পিনী চীৎকার কর্‌ছে—আর কাতারে কাতারে সেনা ছুটে আস্‌ছে। সমস্ত সেনা বিনষ্ট প্রায় ! সমস্ত সেনানায়ক ধরাশায়ী।

বিশ্বা। কি সুন্দর বার্ত্তা আসিলে শুনাতে ?
ছিল কিবা প্রয়োজন ?
হীন প্রাণ লয়ে তবে কর পলায়ন।
ধিক্ ধিক্ জীবন তোমার
বধিতে না হইলে সক্ষম—

প্রাণপণ হানি প্রহরণ
শত্রু সেনা করিতে বিকল
কান্যকুব্জ সেনা কেন দাঁড়ায়ে অচল ?
ক্ষত্রকুলে নহেরে জনম
সে হেতু তস্কর সম—

(বেগে তৃতীয় সেনার প্রবেশ।)

৩য় সেনা। মহারাজ! মহারাজ! সর্ব্বনাশ হয়েছে! রাজকুমারেরা উদ্ধতভাবে ব্রহ্মর্ষিকে আক্রমণ করে ব্রহ্মকোপানলে ভস্মীভূত হয়েছেন।

বিশ্বা। এ নহে বারতা নব—
এ নহে শোকের কথা!
ক্ষত্রিয় সমরে হেন নিত্য পরিণাম।
ম'ল রণে—রাজপুত্রগণে—
কি আশ্চর্য্য নাহি জাগে বৈর নির্য্যাতন!
তোল তোল রব—হুঙ্কার ভৈরব
চল সবে বীর গর্ব্বে মাতিব সমরে!
মৃগেন্দ্র বিক্রমে ফেরুপাল কর আক্রমণ! [প্রস্থান।

অপর সকলে। জয় বিশ্বামিত্রের জয়! জয় বিশ্বামিত্র মহারাজের জয়! [সকলের প্রস্থান।

(মন্দানিলের প্রবেশ।)

মন্দা। ছেলেবেলায় গুরুমশাই আমার বুদ্ধি দেখে আমায় গরু গরু বল্‌তো, এখন দেখ্‌ছি যদি গুরুবাক্য সত্যি হতো—আমি গরু হ'লে রাজাটার উপকারে লাগ্‌তো। চাই কি ঝগড়াটা লাগ্‌তো না—হাম্বা রব তুলে চাই কি এমন সময়ে লম্বা লম্বা লাঠিওয়ালা সৃষ্টি করে মজাটা

দেখাতুম! কামধেনু ত আচ্ছা গরু—খাবার জোটায় আবার সেনা সৃষ্টি করে! না বাবা, এ বশিষ্ঠের খেলা—দেখ্‌ছি সন্ধ্যে আহ্নিকের চোট আছে! উঃ এখনো কি যুদ্ধ! বাপ্‌! রণ ঝঞ্ঝনা এমন কখনো শুনিনি। যেদিকে যাই—তীর ছুটছে শাঁই শাঁই! তীরগুলোর ধর্ম্মজ্ঞান আছে বাবা—গো ব্রাহ্মণ হত্যা কর্‌ছে না! মহারাজটা কোথায় গেলো—ক'রে পাঁজা কোলা,—বামনকে তো আর বাণে ছোঁবে না—নিয়েই সরো! আহা রাজার ছেলেগুলো ব্রহ্মশাপে পুড়ে মলো! ভালোয় ভালোয় এখন মহারাজকে নিয়ে সরে প'ড়্‌বার ব্যবস্থা করো—যা হবার তা হ'লো—সাধের ফলার আমার বদহজম হয়ে উঠ্‌লো। ওই না মহারাজ?—মহারাজ! মহারাজ! বেটা দেবর্ষিকে পেতাম যদি, ছুটো কথা প্রাণভরে শুনিয়ে দিতুম।　　[প্রস্থান।

(বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশি।　　এই পরিণাম?
অগণন সেনা পড়িয়াছে চারিধারে!
রক্তস্রোতে উথলে সাগর।
দীর্ঘশ্বাস হাহাকারে ভরেছে ভুবন!
গর্ব্বদৃপ্ত রাজার আকাঙ্ক্ষা
তার হেন পরিণাম!
[জননী শুশ্রুষা কর!
অশ্রুজল মুছাও আর্ত্তের;
পিপাসায় করি বারি দান
এই কার্য্য সংসারের!]
অবিরাম চলিতেছে দুস্তর সমর।

পলকে পলকে অসংখ্য জীবন নাশ!
দীর্ঘশ্বাস মহাত্রাস উঠিছে চৌদিকে!
দেখিছ কি বিশ্বামিত্র
কি বীভৎস চিত্র আজি
ক'রেছ অঙ্কিত তুমি তাপসের
শান্তির আশ্রয়ে?
এস বিশ্বামিত্র এস,
মাগ ক্ষমা, মাগ পরাজয়!
না না!
স্তব্ধ হও—স্তব্ধ হও—সমর দুরন্ত!
বশিষ্ঠের সৃষ্ট সেনা—
নন্দিনী আমার শরীর সঙ্কোচ করি
বাহিনী বিলয় কর!
সম্বর সম্বর রণ, পরিহর প্রহরণ!
বশিষ্ঠের হৃদয়ে সহে না,
স্তম্ভিত সমর—
নিস্তব্ধ বাহিনী মম
কই বিশ্বামিত্র বাহিনীর উল্লাস কল্লোল
নাহি রব বিনষ্ট বাহিনী তার।

(বেগে বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

মহারাজ!
হের তব সর্ব্বনাশ।
সম্বর সম্বর ক্রোধ অনিবার।

(মন্দানিলের প্রবেশ)

হের সেনা ধ্বংস,
পুত্র ধ্বংস তব—
রণ পরিহর,
রাজ্যে ফির।
অমঙ্গল ডেকনা আবার।

মন্দা। ও কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ হ'ল।

বিশ্বা। ব্রহ্মর্ষি ! রাখহ [illegible]
রণ পরিহার অবশ্য আমার।
নাহি পুত্র নাহি ত বাহিনী কে করিবে রণ ?
রণ পরিহার অবশ্য আমার !
কিন্তু নহে পরাজয় !
যাক সেনা যাক পুত্র !
জ্বলে ওঠ জ্বলে ওঠ প্রতিহিংসানল !
ব্রাহ্মণত্বে যোগবলে এত বল,
লভ যোগ বল !
প্রতিহিংসা প্রত্যর্পণ অমোঘ আমার !

বসি। বৎস বিশ্বামিত্র !
দুঃখে তব বিগলিত হৃদয় আমার !
আন্তরিক আশীর্ব্বাদ শোনহে রাজন্
উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তোমার
যোগেশ্বর করিবেন সম্পূরণ !

[প্রস্থান।

(বেগে জমদগ্নির প্রবেশ।)

জম। ক্ষান্ত হও মাতুল! মাতুল!

বিশ্বা। ডেকনা আমারে জমদগ্নি!
মরিয়াছে মাতুল তোমার
ব্রাহ্মণত্বে যোগবল এ জগতে মহাবল;
লভ যোগবল
প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা জ্বাল নিদারুণ!

মন্দা। সখা! সখা! শোক পরিহরি—
রাজ্যে চল ফিরি।

বিশ্বা। কোথা রাজ্য, কোথা যাব ফিরে?
হত সেনা হত পুত্র
হত রাজশ্রী আমার!
আমার রাজত্ব কোথা?
লাঞ্ছিত তাড়িত আমি
তাপসে হরেছে, তাপসে লয়েছে রাজ্য
ইচ্ছা হয় ফিরে যাও?
সাধ্য থাকে রক্ষা করো কান্যকুব্জ মম।
বশিষ্ঠ বিজিত রাজ্য
ভিক্ষা লব্ধ রাজ্য নাহি লব!
যোগবল মহাবল অমোঘ লভিব!
হৃত রাজ্য,
পদাহত রাজশ্রী আমার—

যদি প্রতিদ্বন্দ্বে ক্ষাত্র দম্ভে ফিরে লতে পারি
লভিব আবার !
নহে এই শেষ !
বশিষ্ঠের পদতলে রহিল কিরীট
রাজ-পরিচ্ছদ লুটাক ধূলায়
কৌপীন করিয়া সার,
চলিলাম তপোবন ত্যজি ।
যদি সাধ্য হয় ফিরে আসি
বীরদম্ভে তপোবন করি অধিকার
বশিষ্ঠেরে ক'রে পরাজয়
বলে লব রাজার মুকুট রাজশ্রী আমার !
রাজ-পরিচ্ছদ পরি,
কামধেনু সবলার সহ
বশিষ্ঠে করিয়ে বন্দী
পুনর্ব্বার কান্যকুব্জে ফিরিবে ভূপতি ।

অপর সকলে—হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ হ'লো !

বিশ্বা। প্রতিজ্ঞা আমার শোন হে তাপস
প্রতিজ্ঞা আমার শোন তপোবনবাসী সবে
আকাশ-বিহারী অন্তরীক্ষচারী
ত্রিদিব-নিবাসী শোন শোন সবে প্রতিজ্ঞা আমার—
জীবন মরণ ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা দারুণ—
কঠোর যোগেতে
মহাবল করিয়ে অর্জ্জন
বিশ্বামিত্র দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়

দৈব বলে
সেনা প্রসবিনী কামধেনু সবলা সহিত
ব্রহ্ম বিদ্যা পরায়ণ
বসিষ্ঠেরে করিবে বিজয়!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয়-অঙ্ক

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কান্যকুব্জ মন্দির-প্রাঙ্গণ।

(পুরনারীগণের গীত)

গীত।

কি মনোহর সাজে সেজেছে নগর।
প্রজা হর্ষে পথ পার্শ্বে যেন নববর্ষে
কুঙ্কুম চূর্ণে সলিল পূর্ণে রেখেছে কলসে—
উড়িছে নিশান সারি সারি সারি, কুসুমমালিকা পত্র পল্লব ধরি
গৃহ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাড়ি কুলাঙ্গনা বারনারী—
আগ্রহে গবাক্ষে বসি মাঙ্গলিক হাতে করি
ছড়াবে লাজ যবে আসবে নরবর॥
এস প্রজার আনন্দ এস ত্বরা গতি মন্দ
উৎসর্গিব পাদপদ্মে স্বর্ণ ঘৃত মকরন্দ
হেরবো ধরা-জয়ে হয়েছ কি সুন্দর॥

(শতক্রমী, মন্দানিল, জমদগ্নি ও মধুষ্যন্দের প্রবেশ।)

শত। নিবার নিবার সবে উৎসব সঙ্গীত!
ঘোর অমঙ্গল, ভেঙ্গেছে মঙ্গল ঘট,
বসুন্ধরা কম্পে ঘন ঘন—
ভগ্ন গৃহ চূড়!
পথে পথে পতাকা লুটায়;
তাপ দগ্ধ কুসুমের মালা, মলিন ধূলায়!
নহে আর আনন্দ সঙ্গীত;
হায় হায় হরিষে বিষাদ, উচ্চকণ্ঠে কর আর্ত্তনাদ!
মর্ম্মভেদী হাহাকারে পুরাও গগন
কান্যকুব্জ হয়েছে শ্মশান!
রাজ্যেশ্বর রাজ্য ত্যজি, বনবাসে—
ব্রহ্মশাপে হত,
এক উনশত পুত্র মম,
হত সেনানী নায়ক,
অক্ষৌহিণী সেনা সবে কালের কবলে!

[পুরনারীগণের প্রস্থান।

মন্ত্রী। মা স্থির হ'ন! মহারাজ রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে, বনবাসী হ'য়েছেন, আপনার এক উনশত পুত্র হত, রাজ্যের প্রধান প্রধান সেনাপতি প্রভৃতি সকলে মৃত্যুমুখে নিপতিত, এ সময়ে যদি আপনি কাতরা হন, তা'হলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। রাজ্যে বিশৃঙ্খল ঘ'টবে, প্রজারা সব বিদ্রোহী হবে, চারিদিকে অরাজকতা স্বীয় অধিকার বিস্তার করবে। আপনি প্রকৃতিস্থা হ'ন।

শত। মন্ত্রী, আমি প্রকৃতিস্থা। কেন শোক কর্ব্বো, যুদ্ধে পুত্রেরা নিহত, আমি ক্ষাত্রিয় গৃহিণী, ক্ষত্রিয় জননী। এরূপ ঘটনা তো ক্ষত্রিয় রমণীর নূতন নয়, স্বামী উচ্চকার্য্যে ব্রতী, নশ্বর ভোগ সুখ পরিত্যাগ ক'রে, ব্রহ্ম আরাধনায় সংসার ত্যাগী—এত আনন্দের কথা, আক্ষেপের নয়, আমি কাতরা নই, তোমরা সকলে আছ, আমার সঙ্কল্প শোন।

মন্ত্রী। মা, আজ্ঞা করুন!

শত। কান্যকুব্জের রাজপ্রাসাদে থাকার আর আমার অধিকার নাই। আমি মহারাজের দাসী—তাঁর ছায়ামাত্র, যতদিন তিনি রাজা ছিলেন, আমি রাণী ছিলুম; রাজ্যেশ্বর বনবাসী, আমি বনবাসিনী হবো। আমি তাঁর চিরসঙ্গিনী, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে চিরদিনই তাঁর সহচারিণী থাক্‌বো। তোমরা আমায় বিদায় দাও।

মন্ত্রী। মা! কি ব'ল্‌ছেন, আপনি কান্যকুব্জ পরিত্যাগ ক'রে কোথায় যাবেন? মধুষ্যন্দ বালক, তাকে সিংহাসনে বসিয়ে আপনি স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালনা করুন, রাজ্যের মঙ্গল বিধান করুন, অসংখ্য প্রজা, গ্রহ-বিপাকে পিতৃহীন হয়েছে, মহারাজ তাদের পরিত্যাগ ক'রে গেছেন, আপনি জননী—আপনি আজ তাদের মাতৃহীন করবেন না।

শত। মন্ত্রী, তুমি বিজ্ঞ হ'য়ে একি কথা বল্‌ছ? চিরদিন কোথায় কাহার পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকে? যদি মনে কর, গ্রহবিপাকে পিতৃ-হীন হ'য়েছ, মনে কর সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মাকেও হারিয়েছ। যদি মহারাজের প্রতি কিছুমাত্র মমতা থাকে ভেবে দেখ, কি কষ্টে তিনি কাল-যাপন ক'র্‌ছেন। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় যাঁহার নিদ্রা হ'তোনা, আজ কঠোর মৃত্তিকা তাঁর শয্যা, সুস্বাদু আহারের পরিবর্ত্তে ফল মূল তাঁহার ভোগ্য; তরুতল অট্টালিকা; চন্দ্রাতপ, উন্মুক্ত আকাশ; বল্কল, রাজভূষণ, বরষার বারিধারা, শীতের হিমানী, সূর্য্যের প্রখর কর, কত ঝঞ্জা, কত

ঝটিকা তাঁর মাথার উপর দিয়ে ব'য়ে যাবে; আর আমি তাঁর দাসী, তাঁর সেবিকা, রাজপ্রাসাদের স্নিগ্ধ ছায়ায় বাস কোর্ব্বো? দাসী সঙ্গে না থাক্‌লে কে তাঁর সেবা কোর্‌বে? মন্ত্রী, তোমরা আমায় পতিসেবায় বাধা দিও না।

মন্ত্রী। কিন্তু মা! মধুষান্দ বালক, পিতার শোকে, ভ্রাতৃবিয়োগে কাতর, তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে কোন প্রাণে যাবে মা? কে এ পিতৃমাতৃ-হীন বালককে সান্ত্বনা ক'র্‌বে? কে তার ভার নেবে?

শত। যিনি রাজ্যেশ্বরকে ভিখারী করেন, ভিখারীকে রাজ্যেশ্বর করেন, তিনিই এই অনাথ বালকের ভার নেবেন?

মধু। মা, মা! আমায় ফেলে কোথায় যাবে? আমি কার কাছে থাক্‌বো?

শত। তুমি মহারাজের পুত্র, তুমি কেন আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হ'চ্ছো? ক্ষত্রিয়ের ঔরসে তোমার জন্ম, তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি উচ্চ কর্ত্তব্য শিক্ষা কর। তোমার মহারাজ বনবাসী, সঙ্গে দাস দাসী কেউ নাই, তুমি আমায় বল, মা তুমি শীঘ্র যাও, তাঁর সেবা কর।

মধু। যদি মহারাজের চরণ সেবা তোমার কর্ত্তব্য হয়, পিতৃ-চরণ সেবা কি আমার কর্ত্তব্য নয়? মা, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

শত। এই তো তোমার উপযুক্ত কথা। কিন্তু না, আমার শত পুত্রের মধ্যে একা তুমি বর্ত্তমান; তুমি থাক্‌তে কান্যকুব্জের সিংহাসন কখন শূন্য থাক্‌বে না। মহারাজের চরণ সেবা যদি আমার কর্ত্তব্য হয়, গাধিরাজ বংশের বংশধর তুমি, তোমার পিতৃপিতামহের পবিত্র সিংহা-সনের মর্য্যাদা রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য। বাবা! এস, তোমার মুখচুম্বন ক'রে আমি মমতার ডোর ছিন্ন করি। পিতৃতুল্য এই মন্ত্রী রইলেন, পুরনারীরা আছেন, এঁরা পরম যত্নে তোমায় পালন ক'র্‌বেন।

মন্দা। মহারাণি, সব্‌তো বুঝলুম। মহারাজ কোথায় আছেন তার তো কোন ঠিকানা নেই, আমি সঙ্গ নিয়েছিলেম, লম্বা লম্বা ঠ্যাং চালিয়ে কিছু ক'র্‌তে পার্‌লুম না। তীর, তারা হার মানে; আমার তো এই অবয়ব, তুমি রমণী হ'য়ে তাঁর অনুসন্ধানে যাচ্ছো, সম্বলের ভেতর তো দেখ্‌ছি, এক বস্ত্র। ক্ষিদে তেষ্টা তো আছেই, আর বনে বাঘ ভাল্লুকের বাস, যাবো বোল্লেই আর যাওয়াটা তো সোজা নয়।

শত। পতিপদ ধ্যান,

পতিপদ সম্বল আমার,
পতিপদ নিরাশার আশা।
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পতিপদে করেছি অর্পণ!
পতি পতিতপাবন—নারায়ণ স্বামী রূপে
দূরে—বা নিকটে—বিরাজিত অন্তরে অন্তরে;
আলোকে আঁধারে সাথী,
পতি বিনা গতি কিবা আর?
যাব সন্ধানে তাঁহার—
পরম সম্পদ করেছি আশ্রয়!
বিপদে কি ভয় বল!
বিলম্বে হৃদয় দহে—
আর গৃহে রহিতে না পারি—
যাই যাই ছায়া আমি কায়া অনুগামী।　　　　[প্রস্থান।

মধু। মা, মা! সত্যি সত্যি আমায় ফেলে গেলে?

মন্ত্রী। এস বৎস তোমায় অবলম্বন ক'রে, জীবনের কটা দিন কাটিয়ে দিই। আমার স্কন্ধে গুরুতর ভার অর্পিত, দেখি নারায়ণ কি করেন।　　　　[মধুষ্যন্দকে লইয়া প্রস্থান।

মন্দা। দূর্ ছাই! আমিই বা আর রাজপুরে থাকি কেন? রাজা গেছে, ছুটে গিয়েও পিছু নিতে পাল্লু'ম না—রাণীটাও তো পাগলীর মত ছুট্‌লো, যাই দেখি, কোথায় হুমড়ি খেয়ে প'ড়বে! ও একবগ্গা রাজার এক গুঁয়ে রাণী। ওতো আর ফির্‌বে না। যা থাকে কুলকপালে, আঙ্গুলে পৈতে জড়িয়ে, দুর্গা ব'লে বেরিয়ে পড়ি। কি কুক্ষণেই বশিষ্ঠের আশ্রমেই মহারাজ অতিথি হয়েছিলেন, দেবর্ষির দর্শন তেরাত্তির পোয়ালো না বাবা। কান্যকুব্জ একেবারে শ্মশান! মহাপুরুষদের দর্শনে গণেশের মুণ্ড উড়েছিল—আমার খিদেটার যদি একটা কিনারা হ'ত। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হিমালয় পাদদেশ—গুহামধ্যে বিশ্বামিত্র যোগমগ্ন।

নারদ।

নার। ধন্য ধন্য কঠোর ক্ষত্রিয়!
ধন্য ধন্য কঠোর তপস্যা তোর!
জন্ম জন্মান্তরে
ইহকালে পরকালে আত্মকৃত
পাপ পুণ্য কর্ম্মফল নাশে
পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন তব
যত পাপ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ক'রেছে অর্জ্জন
মহাযশাঃ করিয়াছ সমস্ত নিধন!
প্রাণায়ামে—
কাতর ক্রন্দন তব

স্তম্ভিত কৈলাস শিরে
তুষার মাঝারে
টলায়েছে মহাযোগী রুদ্রের আসন !
পরমাত্মা তব
বিমল আলোকে
মহানন্দে ফিরিছে কৈলাসে।
যোগীশ্বর দিগম্বর আনন্দবিহ্বল
আসে ধেয়ে উতরোলে !
ধনুর্ব্বেদ পাবি,
আশুতোষ দিবে বর
ধরাতলে ধনুর্ব্বেদ করিবে প্রচার। [প্রস্থান।

বিশ্বা। শিব ! শিব ! শিব !
ত্বং ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা চ ত্বং বিষ্ণুঃ পরিপালকঃ।
ত্বং শিবঃ শিব-দেহান্তঃ সর্ব্বসংহারকারকঃ॥
ত্বমীশ্বরো গুণাতীতো জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ।
প্রকৃতঃ প্রকৃতীশশ্চ প্রাকৃতঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥
সূর্য্যস্ত্বং সৃষ্টিজনক শ্চাধারঃ সর্ব্বতেজসাম্।
সোমস্ত্বং শস্যপাতাচ সততং শীতরশ্মিনা॥
বায়ুস্ত্বং বরুণস্ত্বংচ বিদ্বাং চ বিদুষাং গুরুঃ।
মৃত্যুঞ্জয়ো মৃত্যু-মৃত্যুঃ কাল-কালো যমান্তকঃ॥
দেবস্ত্বং বেদকর্ত্তাচ বেদ বেদাঙ্গ পারগঃ।
বিদুধাং জনকস্ত্বং চ বিদ্বাংশ্চ বিদুষাং গুরুঃ॥
মন্ত্রস্ত্বং হি জপস্ত্বং হি তপস্ত্বং তৎ ফলপ্রদঃ।
বাক্ ত্বং বাগধি দেবী ত্বং তৎকর্ত্তা তদ্ গুরুঃ স্বয়ম্॥

(মহাদেবের আবির্ভাব)

মহা। বর নেরে বর নেরে
তুষ্ট শিব তোর তপে,
বহুদিন বাছনি পেয়েছ কষ্ট
কষ্ট পেলে ভোলা
মিল আঁখি, দেখ দেখ বিশ্বামিত্র !
আমি তোর ভূতনাথ শ্মশান-নিবাসী।

বিশ্বা। নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ ॥
নম স্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥

মহা। মন্ত্রদলে সাঙ্গোপাঙ্গ রহস্য সহিত
ধনুর্ব্বেদ বিশ্বামিত্র কররে গ্রহণ !
ধর বৎস ! হরধনু করে, ধর পাশুপত !
শরাসনে পিনাক ধরিলে করে
ভূতনাথ ভূতদলে রণোন্মাদ হ'য়ে
বাণে বাণে তোর ছুটাবে আগুন
যক্ষ রক্ষ ভূতদলে ভরিবে ভুবন !
আশুতোষ তুষ্ট তোরে
ধর মন্ত্র সংগোপনে—(মন্ত্রপ্রদান।)
ধন্য হও বৎস
ধরাতলে ধনুর্ব্বেদ কররে প্রচার।

বিশ্বা। বিশ্বপাতা ভয়ত্রাতা

দিলে বর পাতকী সন্তানে
আশীর্ব্বাদ তব তুমি হে পূরণ ক'রো (প্রণাম।)

মহা। পূর্ণমনস্কাম হও বৎস তুমি ! (অন্তর্দ্ধান।)

বিশ্বা। এতদিনে অভীষ্ট পূরণ—
এইবার প্রতিহিংসা কর প্রত্যর্পণ !
সবলা হরণ বশিষ্ঠে বন্ধন
ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা পালন !
শিব বরে
একেশ্বর যাব, প্রতিজ্ঞা পালিব !
পিণাক ধরিয়া করে
অগণন করিব বাহিনী সৃষ্টি !
ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ
হারীত কিরাত কাম্বোজ বাহিনী
সৃষ্টি কর অকাতর—
আমিও রচিব সেনা
ভূত প্রেত দানা ডাকিনী হাঁকিনী !
বাধুক তুমুল রণ
দেখিবে জগৎ—
প্রতিজ্ঞা পালন কিম্বা শরীর পাতন ! [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বনপথ)

(শতদ্রুমী ও মন্দানিল)

শত। নারায়ণ! কবে পাব পতি-দরশন!
বনে বনে পর্ব্বত কন্দরে
নদী তীরে দুস্তর প্রান্তরে
মরুভূমে সাগরের কূলে
কতস্থানে করিনু ভ্রমণ
না মিলিল দর্শন তাঁহার!
হে শ্রীপতি! চাহে সতী পতির চরণ!
চক্রধারী, কেন সাধ বাদ—
কেন প্রভু দাসীরে বঞ্চনা কর?
কর কৃপা করুণা-নিলয়
অভাগিনী মাগে পদাশ্রয়
ব'লে দাও—কোথা স্বামী মোর
কোথা গেলে দেখা পাব
চরণ সেবিব
তাপিত জীবন হইবে শীতল
তাঁর পাদপদ্ম হৃদে ধ'রে!

মন্দা। (স্বগতঃ) মাগী বুঝি হুমড়ী খেয়ে ভুঁয়ে পড়ে! খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, ঘুম নেই—সেই যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে ছুটেছে—বল্! হাঁটুনীর আর বিরাম নেই! বাপ্, যেমন রাজা তার তেমনি রাণী!

তিনি বসেছেন ধ্যানে, উনি ছুটেছেন বনে! কি করি, বোঝালেও তো বোঝে না! বেশী ব'ল্লে সঙ্গে থাক্‌তে বারণ করে! দেখি আর একবার ব'লে—মহারাণি! এই এতদিন ত দেখ্‌লেন্—খোঁজারও তো কমা নেই, গরীব বামুনের কথা শুনুন! ঝর্ণার জল একটু মাথায় দিয়ে গাছতলাটায় ঠাণ্ডা হ'য়ে বসুন! আমি দুটো ফলমূলের চেষ্টা দেখি! খেয়ে, গায় একটু জোর ক'রে নিয়ে আবার খোঁজা যাবে!

শত। রাজসখা! তোমায় শতবার নিষেধ ক'র্‌ছি—কেন তুমি কাঙালিনীর সঙ্গে কষ্ট পাচ্ছ? তিনি অনাহারে অনিদ্রায় কঠিন শিলাতলে কত ক্লেশ সহ্য কর্চ্ছেন, আমি তাঁর দাসী হ'য়ে কেমন ক'রে জলগ্রহণ ক'রবো! ব্রাহ্মণ! তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করছো না?

মন্দা। (স্বগতঃ) ওই তো প্যাঁচে পড়িছি। কেন যে সঙ্গ ছাড়ছি না, কেমন ক'রে বোঝাই বল! রাজাটা চলে গেল—এতদিন সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছিলুম, যাবার সময় একটা ভাল ক'রে কথা বলেও গেল না! তুইও রাজার খোঁজে বেরিয়েছিস, আমি ঠিক জানি, সতী কখনো পতি ছাড়া থাকে না! তুই তার দেখা পাবিই পাবি! সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেখ্‌তে পাবো! নইলে আর কি? বলি মহারাণি! ক্ষত্রিয়াণী হ'লেই কি একটা ভয়ঙ্কর একগুঁয়ে হ'তে হয়! না খেয়ে কদ্দিন বাঁচবে? আর যদি মরেই গেলে, ত দেখা করবে কে?

শত। ব্রাহ্মণ, মর্‌বো কি? আমার কি মরণ আছে? আমার প্রাণ পাষাণে গড়া, আমার মৃত্যু নাই! তা যদি থাক্‌তো, তাহ'লে মহারাজ দাসীকে ছেড়ে গেছেন, এখনো আমি মরিনি কেন? না—আমি মর্‌বো না! আমি মহারাজকে না দেখে মর্‌বো না। কোন চিন্তা নাই ব্রাহ্মণ, নারায়ণ আমার বাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ ক'র্‌বেন। তিনি অনাথনাথ, অনাথিনী আমি—পতি কাঙালিনী; তিনি কখনও আমার মৃত্যু বিধান

ক'র্‌বেন না। রাজসখা! তুমি এখনও ফের; কেন আমার সঙ্গে কষ্ট পাও ব্রাহ্মণ?

মন্দা। দেখ মহারাণি! তোমাদের সঙ্গে থাক্‌তে থাক্‌তে আমারও একটা গোঁ দাঁড়িয়ে গেছে,—তুমি যতই বলনা কেন, আমি রাজাকে না দেখে যাচ্ছি না। তবে তোমাদের মত এখনও ক্ষিদে হজম কর্‌তে শিখিনি বলে একটু আধটু গোলমালে পড়ি; বন দিয়ে যেতে যেতে ফল্‌টা মূল্‌টা পেলে আর লোভ সাম্‌লাতে পারি নে! নাও একটু বস, মাথায় একটু জল দিয়ে দশবার জপে নিই। (স্বগতঃ) কেমন বাবা জঠরাগ্নি, কেমন আদর! ক্ষিদের চোটে বামুনকে ভেকো ক'রেছিলে? কেমন উল্‌টো চাপ, কেবল পিত্তিটী বজায় রাখি, তোমায় হাড়ির হাল করবো;—তোর জন্যই তো ফলার জোটাতেই তপোবনে এত গণ্ডগোল; লুচি-মোণ্ডা, ক্ষীর-সর, ছানা-মাখন খেয়ে খেয়ে যেমন আহ্লাদে বেড়েছিলে,—এখন তেমনি হর্‌তুকী খাইয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছি। [প্রস্থান।

শত। ধন্য ব্রাহ্মণ! ধন্য রাজার প্রতি তোমার মমতা; তোমার মত সখা লাভ অদৃষ্ট-সাপেক্ষ। নারায়ণ, দাসীকে দয়া না কর, ব্রাহ্মণের একাগ্রতার পুরস্কার দাও; ব্রাহ্মণ মহারাজকে দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুল;—অনাহারে অনিদ্রায় ছায়ার ন্যায় আমার অনুসরণ ক'র্‌ছে! শত নিষেধ উপেক্ষা ক'রে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ ক'র্‌তে চায় না। দয়া কর দয়াময়, ব্রাহ্মণের আকিঞ্চন পূর্ণ কর; সঙ্গে সঙ্গে দাসী চরিতার্থ হোক!

(যোগমাতার প্রবেশ)

যোগ। তুই কে মা! তোর কাছে একটু বসি।

শত। বোস মা বোস। তুমি কে মা?

যোগ। আমি বড় বাপের বেটী বড় আদরের কি না? একটুও

অনাদর সইতে পারি না,—বাপ খোঁজ নিলে না,—মনের দুঃখে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি ; তুইও বুঝি অনাদরে চলে এসেছিস্,—কেমন না ?

শত। না মা, আমি অনাদরে আসিনি ; আমি তাঁর আদর ভুল্‌তে পারিনি ব'লে এসেছি।—আমি পতি-কাঙ্গালিনী, পতিচরণোদ্দেশে গৃহত্যাগিনী !

যোগ। তোকে ব'লে আসে নি ! না ব'লে চলে গেছে, অভিমানে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিস্, আমি বল্‌বো তোর স্বামী কে ?

শত। তুমি তাঁকে চেন ?

যোগ। চিনি কি ? আমি রাতদিন তার সঙ্গে সঙ্গে আছি, ত্রিভুবন একদিকে আর সে একা একদিকে। বড় কঠিন পরীক্ষা মা,—বড় কঠিন পরীক্ষা ! আমার বড় অভিমানী ছেলে,—বড় অভিমানে রাজ্য ছেড়ে বনবাসী হ'য়েছে !—আমি কি মা তাকে ফেলে থাক্‌তে পারি ?

শত। মা, মা ! তুমি আমাদের মহারাজকে চেন ? বল মা বল,—কোথায় তিনি বল ? বল মা, আমার মর্য্যাদা রাখ,—জান যদি বল, কোথায় তিনি ?

যোগ। কিছু নেই মা ! কেবল কার্য্য কারণের স্রোত চলেছে,—কার্য্যে পতি-পত্নী সম্বন্ধ, কার্য্যে মিলন, –কার্য্যে বিচ্ছেদ,—কার্য্যে সে তোমার ফেলে চলে এসেছে, আবার কার্য্যে দেখা হবে।

শত। (স্বগতঃ) একি বলে, এর হেঁয়ালি তো বুঝ্‌তে পারিনি ! কে এ রমণী ! (প্রকাশ্যে) হাঁ মা, তুমি যে বল্লে মহারাজকে চেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছ। তবে আমায় ব'ল্‌ছ না কেন,—কোথায় তিনি ?

যোগ মা। ভাব্‌না কি মা, আমি দেখা করিয়ে দেবো।—সন্দেহ করিস্ নি, তুই ত বিশ্বামিত্রের অনুসন্ধান কর্‌ছিস্ ? আমি ত বল্‌ছি,—সে আমার ছেলে।

শত। পায়ে ধরি
বল,—কে তুমি জননি ?
দেখেছ কোথায়
কি দশায় বঞ্চেন সময়—
দাসীরে কি আছে গো স্মরণ ?
বল বল—কুশল তাঁহার ;
জুড়াও তাপিত প্রাণ !
আহা, কতদিন—কতদিন দেখি নাই তাঁরে !—
দেখিতে কি পাব আর ?
শ্রীচরণে পাব কি আশ্রয় ?

যোগ। পাবি মা পাবি ! আমি ব'লছি পাবি ! নইলে আমি এসেছি কেন ? খুঁজে খুঁজে দেখি কে কি চায় ! যদি সত্যি চাওয়া হয়—সে চাওয়া বিফল হয় না ! তোর সত্যি চাওয়া, তুই সত্যি পাবি ! দেখ, তুই অনাহারে দিন কাটাচ্ছিস্, কতদিন খাস্‌নি, আমার প্রাণে একটু স্বস্তি নেই ! তুই কিছু খাবি—বল আমি এনে দিই !

শত। না মা, আমিত খাব না ! কি ক'রে খাব ! ন বৎসর বয়সের সময় আমার বিবাহ হয়েছে—এ বয়স পর্য্যন্ত কখনও ত স্বামীর পদসেবা না ক'রে জলগ্রহণ করিনি ! এখন কি ক'রে খাব মা ? তুই আমার মহারাজের মা—জানি না মা তুই কে ? তুই আমারও মা—তুই জগতের মা ! জগজ্জননী শ্যামা ! মা ! মেয়ের অন্তর বুঝে—অন্তর্যামিনী তুই—আমার পতির পদসেবা ক'রতে দে !

যোগ। (স্বগতঃ) এর চেয়ে আর কি তপস্যা আছে জানিনা ! বিশ্বামিত্র ! তোমার স্বাধ্বী পত্নীর মহাতপস্যায় তুমি শতবিঘ্ন অতিক্রম ক'রবে—তাতে আর সন্দেহ নেই ! (প্রকাশ্যে) শোন্ মা, না খেতে

চাস, নাই খাবি—আমার কথা শোন্—বশিষ্ঠের আশ্রমে যা, সেখানে তাঁর দেখা পাবি! কিন্তু ধ'রে রাখতে পারবি কি? বলিছি ত কার্য্য কারণের স্রোত চলেছে! দেখ কোন দিকে স্রোত বয়!

শত। বশিষ্ঠাশ্রম! বশিষ্ঠের সঙ্গেই বিবাদে তিনি যে সর্ব্বত্যাগী! সেখানে গেলে তাঁর দেখা পাব?

যোগ। কে ব'ল্লে বিবাদ! বিবাদ নয় মা, সে মহামিলনের সূচনা! সে তপোবন, কাম্যবন, সেখানে যে যা চায়, তাই পায়!

শত। তুমি কোথায় যাবে মা?

যোগ। আমার নানা কায! কোথায় যাই—কোথায় থাকি—তার ঠিকানা নেই, আজ এই দেখা—আবার একদিন দেখা হ'বে!

গীত।

আমার আলোকরা কাল মেয়ে টেনেছে ডুরি,
আর কি রহিতে পারি।
সে বলেছে তবে এসেছি,
সাধ ক'রে তার মায়ার বেড়ী পায়ে পরেছি,
আপন বশে নইত আমি, আমি যে তারি,
সে ডাকছে আমায় আদর ক'রে মিছে কাজে আর ঘুরি॥

[প্রস্থান।

শত। মা সতিকুলরাণি! এতকাল পরে তনয়াকে কি মনে প'ড়েছে মা? তাই যোগিনী সেজে আমায় দেখা দিয়ে ব'লে গেলে, কোথায় তাঁর দেখা পাব! পতিতোদ্ধারিণি, তুই কূল দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিস্—দেখিস্ মা দেখিস্ এ তুফানে কূলহারা করিস্ নি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নীলাচল—পার্ব্বত্য প্রদেশ।

(ভূত প্রেত প্রভৃতির প্রবেশ ও গীত)

হিঃ হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ হাঃ
ঝটাপট্ কর উজাড়।
গাছ গাছাড়া ধর্ মটকে, দে উল্‌টে পাহাড়টাকে,
ছেঁড় নাড়ী ভুঁড়ী চোক, গেল রক্ত মার ঢোক,
ধুলো হ'য়ে উড়ে যাক
ভাঙ্‌না পাথর গুঁড়ো হাড়॥
হিঃ হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ হাঃ
পা উলটে মাথা গাড়॥

[ভূত ও প্রেতগণের প্রস্থান।

(সন্ধ্যা, কান্তা ও ললিতার প্রবেশ)

ললি। সন্ধ্যা! সন্ধ্যা! নিরথ নয়নে
মড়্ মড়্ মহাঝড়ে ভাঙ্গে তরু
ছুটিছে পাথর।

সন্ধ্যা। ললিতা! ললিতা!
হের ধূমিত গগন কুটীরে আগুন।
ছুটে ছুটে চল
তপোবনে বুঝি দৈব রোষে ঘটিল প্রলয়।

ললি। শোন শোন হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ রব
বিকট ভৈরব নাদ
কি হল—কি হল—কি হ'বে কি হ'বে বোন।

[বেগে সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

নীলাচল।

তরু ভগ্ন, দগ্ধীভূত কুটীর,—যোগমগ্ন বশিষ্ঠ আসীন।
বন্দিনী দশায় অরুন্ধতী, অক্ষমালা, সন্ধ্যা,
কান্তা, ললিতা ক্রন্দনে নিযুক্তা।

অরু। নষ্ট যোগাশ্রম—অপবিত্র তপোবন!
ভগ্ন শাখী, ছিন্ন তরু গুল্মলতা,
দগ্ধ হ'ল কুটীর সকল,
অপবিত্র ফল মূল—
বনাশ্রমী প্রাণিকুল
দারুণ প্রহারে গত জীব অসংশয়।
বিশ্বামিত্র অহঙ্কারে
তপোবন করিল দহন
বিধাতার অবশ্য বিধান।
অক্ষমালা বোন!
তুমি বন্দী আমি বন্দী বন্দিনী সকলে।
কাঁদলো নীরবে বোন
নাহি তোল ক্রন্দনের রোল!
তপঃ ভগ্ন হ'বে তপোধনে—!
বহুদিন রবেনা দুর্দ্দিন
সহ কষ্ট, কষ্টে সুখ সুনিশ্চয়।

অক্ষ। তপোধনে না জানালে রুষ্ট যদি হন।

অরু। ক্লিষ্ট যদি হন, সব কষ্ট সব তিরস্কার
জেন কিন্তু তপঃ ভগ্ন মহাপাপ।

সন্ধ্যা। মাতা, না হেরি উপায়
বিশ্বামিত্র ভূত দ্বন্দ্বে
তপোবন বুঝি ধ্বংস হয়।

অরু। হ'ক ধ্বংস মাতা!
কার সৃষ্টি ধ্বংস করে কেবা
আয়ু শেষে মহাকাল কালগ্রাসে লয়।
পুনর্ব্বার সৃষ্টি হয়
আবার তাহার লয়।
ব্রহ্মাণ্ড সৃজন,
জীব কলরব হাসি কান্না—উল্লাস কল্লোল
ফলে ফুলে ভরা
তারাকারা উজ্জ্বল ধরণী
ধ্বংস হয় আসিলে প্রলয়।

কান্তা। মাতা! এখনও শোন—
শুনিলে শিহরে কলেবর
শোন হাঃ হাঃ হিহি রব, ভীম করতাল!
মা, মা! আতঙ্কে চকিত প্রাণ
কর মা উপায়।

অরু। উপায় শিবের পায়!
ভবেশের চরণ কমলে
করিয়াছ মাতা সর্ব্বস্ব অর্পণ,

ভূতনাথ ভূত দ্বন্দ্বে করেন পরীক্ষা!
উতলা হয়োনা মাতা প্রাণ পরীক্ষায়।

ললি। মাতা! ক্ষোভে রোষে কাঁদে প্রাণ
ভূত দ্বন্দ্বে—ভূত তিরস্কারে—
বিশ্বামিত্র দহে বনে
অস্ত্রহীন ভ্রাতৃগণ গেছে বহুক্ষণ
এখনো আসেনা কেহ, কি হ'ল বল মা?

অরু। কেঁদনা ললিতা!
যদি তোর ভ্রাতৃগণ মরে
বিধির বাসনা কে করিবে রোধ,
জন্ম পর, মরণ নিশ্চয়!
পুনর্ব্বার জীব আত্মা লইবে জনম,
জীর্ণবাস পরিত্যাগে নব বাস পরা—
হেনরূপে পরমাত্মা ফিরিছে সংসারে!
কেবা কার, মায়া কর কার?
অনিত্য সংসার কর্ম্মফল সার
যে নহে তোমার
কেঁদে কেটে রাখা তারে ভার!
বিশ্বনাথ বিশ্বপতি
অনাদি অনন্ত মহেশ্বর
পতি পুত্র পিতা ভ্রাতা সকলি তোমা!
যেইভাবে তাঁহারে চাহিবে
দয়াময় সেইভাবে দেখিবেন তোমায়!
মাতা!

পিতা ভ্রাতা নাই, পতি পুত্র নাই
অথচ সকলি আছে
ভাব জীব সনে ভবেশের খেলা।

(বেগে শক্ত্রির প্রবেশ।)

শক্ত্রি। বাবা! বাবা! যোগ ভঙ্গ করুণ! তপোবন গেল—রক্ষা করুন।

অরু। শক্ত্রি! শক্ত্রি!
উন্মাদের মত না কর চীৎকার!

(বশিষ্ঠের অপর পুত্রগণের প্রবেশ।)

স্তব্ধ হ'ও অবোধ সন্তান
ঋষির তনয় তুমি আছে শক্তি তব
দীক্ষা শিক্ষা পেয়েছ বিস্তর
আছে তপোবল
বৃদ্ধ ঋষি কি করিবে বল ?
ধন্ত বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় নন্দন!
তার আচরণে
পুলকে শিহরে কায়!
কঠোর যোগেতে ঈশানে বেঁধেছে
সাথে সাথে মহাদেব ফিরে!
মহাশক্তিধর গাধির তনয়
বৃদ্ধ ঋষি কেন তারে দিবে তিরস্কার ?
হের এক কামধেনু সবলা কারণ
কিবা করে ক্ষত্রিয় নন্দন!

ব্রাহ্মণ সন্তান সবে, লজ্জা হ'বে কবে ?
বৃদ্ধ পাশে ছুটিয়াছ প্রতিকার আশে—?
হের হের বন্দিনী জননী
বন্দী ভগ্নীগণ বন্দিনী সবলা !
দগ্ধীভূত যোগাশ্রম—!
নষ্ট তপোবন !
যদি বৎস মনে প্রাণে প্রতিকার চাও,
বিশ্বামিত্র পথ লও !
মহেশ্বর দিবে প্রতিকার !
অসমর্থ যদি তায়—
আমাদের মত রহ বন্দিনী দশায় !
বন্দী আমি যদি পারি করি প্রতিকার !

২য় পুত্র। মা ! মা ! সব গেল,—সব গেল—

অরু। পুনঃ গণ্ডগোল
তপোধনে তপোবিঘ্ন না কর নন্দন !

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।)

বিশ্বা। শান্তির নিদানভূতা কাম্য তপোবন
করিয়াছ শ্মশান সমান !
দগ্ধীভূত তাপস কুটীর, ছিন্ন ফুল লতা পাতা,
গত প্রাণ জীব শতে শতে !
বন্দী বৈরিদল
মম হৃদয়ের প্রতিরূপ এখনো ধরেনি তপোবন !
প্রতিহিংসা মিটেনি আমার—

মম হৃদয়ের প্রতিধ্বনি
উঠেনা ত হাহাকার সদা দীর্ঘশ্বাস—!
নাগপাশে বশিষ্ঠে করিব বন্দী—
অপমানে জর্জ্জরিত
বশিষ্ঠ সবলা লবে আমার পশ্চাৎ। (শরত্যাগ।)
(বশিষ্ঠের নাগপাশে আবদ্ধ হওন।)
কেমন বশিষ্ঠ!
ভুজঙ্গম হারে সেজেছ সুন্দর।

শক্ত্রি। দুরাত্মা পাপিষ্ঠ বিশ্বামিত্র!
জনকের অপমান পুত্র সন্নিধান?
আরে আরে গর্ব্বদৃপ্ত ক্ষত্রিয় অধম!

বিশ্বা। ঋষির তনয় দেখায়োনা ভয়!
হের পাশুপত
হেররে অজ্ঞান
গর্জ্জে বিভাবসু হুহুঙ্কারে চারিধারে—
জ্বলে ওঠ প্রচণ্ড অনল (শর যোজনা)
দগ্ধ কর ব্রাহ্মণ সন্তানগণে।
(সকলের ক্রন্দন।)

অরু। না হও উতলা—দগ্ধ হও নীরবে সবায়।

বশি। (তপঃ ভঙ্গে) গর্জ্জে বিভাবসু কেন ভয়ঙ্কর?
কি শ্মশান—? কোথা তপোবন!
অরুন্ধতি!
বন্দী সবে—!
শক্ত্রি! হত শক্তি ভীতি ত্রস্ত!

নাগপাশে আবদ্ধ বশিষ্ঠ—
ভুজঙ্গমদল পলাও কাননে—

(নাগ মুক্ত হওন।)

বিশ্বা। তাপস! (শরত্যাগ)

বশি। কেরে বিশ্বামিত্র!
পাশুপত শৈব অস্ত্র করেছ নিক্ষেপ দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়?
শিব! শিব! শিব!
কোথা ব্রহ্মদণ্ড মোর
হের মূঢ় ব্রহ্মদণ্ড!
তপোবন হয়েছে শ্মশান—!
ব্রহ্মদণ্ড! কালানলে জ্বলরে প্রচণ্ড
শত্রু ধ্বংস কর— ! (উর্দ্ধে ত্যাগ)

(মহাদেবের আবির্ভাব।)

মহা। শক্তি ধর! সম্বর সম্বর
নিদারুণ ব্রহ্মদণ্ড তোর!
পাশুপত করেছি ধারণ—
ভক্তে বাঁচাইতে!
ব্রহ্মদণ্ডে বিশ্ব ভস্ম হয়
কে আছ কোথায়?
রক্ষ! রক্ষ! ব্রহ্মদণ্ডে বিশ্ব ভস্ম হয়।

বশি। কি করিল মহেশ্বর অজ্ঞান সন্তান!
কোথা ইষ্টদেবী গায়ত্রী জননী!

আকাশবাণী। রক্ষা কে করিতে পারে
শিবভক্ত কে আছ কোথায়?

হও সদাশয়

ব্রহ্মদণ্ড ধর শিরে বিশ্ব রক্ষা পাবে।

সন্ধ্যা। মহেশ্বর দিগম্বর বিশ্বেশ্বর ভোলা

ভক্ত বিদ্যমানে তুমি জ্বালা সও।

সন্ধ্যা ও ললিতা } এস ব্রহ্মদণ্ড এস !

সন্ধ্যা কান্তা ও ললিতা } এস ব্রহ্মদণ্ড আদরে ধরিব শিরে !

(মুনিকন্যাত্রয়ের উপর ব্রহ্মদণ্ডের পতন ও ভস্মীভূত করণ।)

বশি। কন্যারূপে কে তোরারে জননী আমার !

প্রাণদানে ব্রহ্মদণ্ড করিলে শীতল !

এত কষ্ট সহিলে মা সন্তান কারণ !

মহা। কেরে তোরা শিবভক্ত শিবের প্রধান ?

শিবের অসাধ্য কার্য্য

করিয়া সাধন রক্ষিলে সৃজন ! (ত্রিস্রোতার আবির্ভাব।)

নেহার বশিষ্ঠ

নির্ঝরিণী তব বহে ত্রিস্রোতায়

আত্মত্যাগে কীর্ত্তি হের আশ্রমে তোমার !

সন্ধ্যা কান্তা ললিতা ত্রিস্রোতা—

মিলিত হ'তেছে—

হের বিরচিল পতিত পাবনী গঙ্গা !

গঙ্গাধর রহিতে না পারে

ধর শিরে গঙ্গা গঙ্গাধর ! (স্রোত নিম্নে উপবেশন।)

অরুন্ধতী। মাতৃকা সঙ্গিনীগণ

শিবধ্যানে এতদিনে শাপ মুক্ত সবে !

(মহাদেবের অন্তর্ধান।)

বিশ্বা। আশুতোষ দিগম্বর নহ ভোলানাথ !

জান ওহে নিদারুণ ছলা

বিশ্বামিত্র দর্প চূর্ণ !

দয়াময় জানালে আমায়

নহে শিবভক্ত গাধির তনয় !

কি করিব মহেশ্বর

সাঙ্গোপাঙ্গ সরহস্য

ধনুর্ব্বেদ মন্ত্র যত ভুলিতে না পারি—

স্মৃতি হর—বিস্মৃতি আমারে দাও !—

তব দত্ত মন্ত্র যাই ভুলে—

ধর হর-ধনু, ধর তূণ, ধর তব পাশুপত,

দুর্জ্জয় ক্ষত্রিয় শিবে করিল বর্জ্জন !

অপদার্থ ক্ষাত্র বীর্য্য ধিক ক্ষাত্র বল !

ব্রাহ্মণত্ব সংসারে প্রবল !

ক্ষাত্র বীর্য্য তব পদে দিনু বিসর্জ্জন !

লও ফিরে দিগম্বর নাহি চাহি বর।

(বেগে ভয়-চকিত শতদ্রুমী ও মন্দানিলের প্রবেশ।)

মন্দা। এই যে—এই যে—যা মনের আঁচ করেছি ঠিক ত, এই যে আমার মাথা !——

তোমার মথার দফারফা। এখন একটু যেন থাম থাম ভাব হ'য়েছে।

ওই ওই ওই শোন শোন—কি ভয়ঙ্কর? হাম্ হাম্ হুম্ হুম হোঁ হোঁ! কত রকম বেরকমের হাঁক ডাক! সখা, আমার উপায় নেই—আমার অবস্থা—আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ—তোমায় যে কি বলবো—তাও ভুলে—তাও ভুলেছি—কথা ক'ওনা যে—তুমিই ত ঠিক—আমি ভাল চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

বিশ্বা। মন্দানিল নহ সখা আর!

শত। মহারাজ! নিপতিতা চরণে কিঙ্করী!

তুমি কায়া, আমি ছায়া—
কায়া বিনা—
কোথা স্থান ধরায় ছায়ার?
দাও পদে স্থান,
নাহি কর দাসীরে বর্জ্জন!
ধর্ম্মরাজ কর ধর্ম্ম আচরণ!
দাসী ধর্ম্মপত্নী তব,
মম ধর্ম্মব্রত বিদিত রাজন্!
রব অনুদিন
রব জীবনে মরণে তব শ্রীচরণে!
ধর্ম্মকার্য্যে বাদী হ'য়ে প্রভু
কেন দেব দাসীরে কাঁদাও?
তুমি রাজা আমি রাণী
তুমি বনবাসী—
দাসী বন-নিবাসিনী
সেজেছে সন্ন্যাসিনী—
চিরদিন রব পদে আমি সন্ন্যাসী!

মহাকার্য্যে তুমি অগ্রসর
পদে দাসী আদেশ পালনে।

বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্রে নাহিত সেদিন!
রাজ্য, রাণী, সহায় সম্পদ নাহি প্রয়োজন!
ক্ষোভ রোষ মর্ম্মজ্বালা আমার সহায়!
বশিষ্ঠের ক্রোধে
ম'রেছে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র রুদ্ররূপী!
ব্রহ্মমূর্ত্তি তার উঠিবে জাগিয়া
প্রতিরোধে নারী কেন বা দাঁড়াও?
কেন কর বৈরতা সাধন?
শত্রু তোমরা আমার!
মম কার্য্যে বিঘ্ন না ঘটাও
দিও নাক বাধা, ফিরে যাও।
কান্যকুব্জে বলো বলো সবে—
বলো পৃথিবীর ঘরে ঘরে
বলো জনে জনে
বিশ্বামিত্র আর নাহি ভবে—
ক্ষত্রগর্ব্ব ক্ষত্রদর্প দিছি বিসর্জ্জন!
ব্রাহ্মণত্ব করিব অর্জ্জন!
বশিষ্ঠের দর্প চূর্ণ নিশ্চয় করিব
মর্ম্মজ্বালা তবে হ'বে নির্ব্বাপণ!

[প্রস্থান।

মন্দা। চমৎকার চ'লে গেল!

শত। চল কোথা যাবে! দাসী সঙ্গ কভু না ছাড়িবে!

বসি। স্থির হও মা! পতি কর্ত্তৃক অগ্রসর হ'তে নিবারিতা হ'য়েছ—গুরুবাক্য অবহেলা ক'রতে নাই! মা, তুমি জাননা তোমার পতি কে? তোমার পতি মহাপুরুষ—সামান্য রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগের জন্য জন্ম নয়' উতলা হয়ো না মা! তোমার স্বামী ব্রহ্মবরে অমরত্ব লাভ ক'রবেন! মা, বিশ্বামিত্রের জন্ম বৃত্তান্ত আশ্চর্য্য! গাধী রাজবধূ পুত্র কামনায় কাতরা হ'ন! কন্যা সত্যবতীও পুত্র কামনায় তাঁর স্বামী ঋচিক ঋষির নিকট সমস্ত জ্ঞাপন করেন। ঋচিক মুনি এক যজ্ঞ করেন, দুটী চরুপাত্র সংস্থাপন করেন। একটী পাত্রে নিজ পত্নীর জন্য ব্রহ্মতেজ সমাহিত এবং অপর পাত্রে শ্বশ্রু মাতার জন্য ক্ষত্রতেজ সমাহিত চরু-স্থাপনা করেন। গাধী-রাজ-মহিষী মনে মনে স্থির ক'রলেন যে কন্যা সত্যবতীর জন্য যে চরু স্থাপনা করেছে, তা নিশ্চয় উৎকৃষ্ট! কন্যার নিকট হ'তে চরু প্রার্থনা ক'রে গ্রহণ করেন! সেই ব্রহ্মতেজ সমাহিত চরুতে বিশ্বামিত্রের জন্ম! বৎসে! বিশ্বামিত্র কেন ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য্য ভোগ করবেন? নারায়ণ তোমার মতি স্থির রাখবেন, মা তুমি কান্যকুব্জে ফিরে যাও!

শত। বাবা! আর্‌তো রাজপুরে ফিরে যেতে পার্‌ব না। আমি ব্রত-চারিণী! কন্যাকে রাজপুরে যেতে অনুজ্ঞা ক'র্‌বেন না।

মন্দা। মহারাণি! ভাব্‌বেন না, আমি ভয়ে ব'ল্‌ছিনা—আর আমার ক্ষতির খতেন নেই! বুনোফল খাওয়া, পাহাড়ে আর বনে বনে হাঁটা অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে! ব্রহ্মর্ষির কথা শুনুন!

বসি। মা! নারায়ণে তোমার অচলা ভক্তি—তবে কেন মা উতলা হ'চ্চ? মা, তুমি কান্যকুব্জে ফিরে যেতে না চাও যেখানে ইচ্ছা হ'বে ব্রতচারিণী হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌বে।

শত। বাবা, তবে আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য!

বসি। মা! বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হবেন! কেহ তাঁর উচ্চগতি

প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবেন না! ব্রতচারিণী মা! তোমার উচ্চ কামনা নারায়ণ পূর্ণ ক'র্‌বেন!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

স্বর্গ—কক্ষ।

ইন্দ্র ও মেনকার প্রবেশ।

ইন্দ্র। মেনকা! আমার এ অনুরোধ তোমাকে রাখ্‌তে হ'বে।

মেনকা। দেবরাজ! দাসীর বড় ভয়—আপনি দাসীকে আজ্ঞা ক'র্‌লে, দাসী পালন ক'র্‌বে—তার জন্য অনুরোধ ক'র্‌বেন না।—আমার ভয় হ'চ্ছে, তপস্যা ভঙ্গ ক'র্‌তে যাব, কি জানি যদি তপাগ্নিতে দগ্ধ হই! মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ ক'র্‌তে গিয়ে মদন ভস্মীভুত হ'য়েছিলেন—দাসীরও তাই ভয়!

ইন্দ্র। সুন্দরি! তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই! যোগীবর মহেশ্বরের যোগের সঙ্গে একটা তুচ্ছ মানবের তপস্যার তুলনা ক'রোনা! মিছে ভয় ক'র্চ্ছ কেন?

মেনকা—দেবরাজ! মহেশ্বরের সঙ্গে তুলনা হয় না সত্য, কিন্তু সেই বিশ্বামিত্র ত সাধারণ মনুষ্য নয়! সে পশুপ্রবৃত্তিকে প্রত্যাখ্যান ক'রেছে! দেব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্বের মধ্যে এমন ত কাকেও দেখি না যে মহাদেবের বর অগ্রাহ্য ক'রে পাশুপতাদি অস্ত্র ফিরিয়ে দিয়েছে—! দেবরাজ, সে তপস্বীকে ছলনা ক'র্‌বার জন্য দাসীকে অনুরোধ ক'র্‌বেন না!

ইন্দ্র। শোন মেনকা! স্বর্গের কল্যাণে—স্বর্গের কল্যাণে না বল,—দেবেন্দ্রের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ প্রয়োজন! মদন ও রতি পূর্ব্বেই গমন ক'রেছে। সম্মোহন বাণে তপস্বীকে কামোন্মাদ ক'র্‌বেন, অপরাপর অপ্সরাও ছলনা ক'র্‌তে যাবে। কিন্তু তুমি অতিশয় সুন্দরী, অতি চতুরা, হাব-ভাব-শালিনী, তাই তোমাকে অনুরোধ, এ সৌন্দর্য্যে তোমার চতুরতার সঙ্গে—বিশ্বামিত্র একেবারে হতবুদ্ধি হবে। মদনের সম্মোহন বাণে আহত হ'য়ে তোমার অপরূপ রূপ লাবণ্যে বিচলিত হ'বে না, এমন তাপস ত জগতে দেখিনা; তুমি নিশ্চয় কৃতকার্য্য হ'বে—আমার বাসনা পূর্ণ হ'বে! দানবদিগের, রাক্ষসদিগের, অসুরদিগের অত্যাচারে স্বর্গ অনেকবার উৎপীড়িত হ'য়েছিল—সে অত্যাচার অনায়াসে প্রশমন করে দেবতারা পুনর্ব্বার স্বর্গ জয় ক'রেছিলেন,—জেন' মেনকা, বিশ্বামিত্র তপস্যা বলে যদি ব্রাহ্মণত্ব লাভ ক'র্‌তে পারে—স্বর্গ—স্বর্গ কেন?—সমগ্র সৃষ্টি তার করকবলিত হবে। সে দাম্ভিকের কবল' হ'তে—দেবতারা আর কখনও স্বর্গ উদ্ধার করিতে পার্‌বেনা। সমস্ত শুন্‌লে—তোমরা চিরদিন কায়মনোবাক্যে স্বর্গের মঙ্গল কামনা কর—এখন ব'ল্‌তে পারি কি সুন্দরি, বাসরের অনুরোধ রক্ষা কর।

মেন। তবে আজ্ঞা করুন—আর না বল্‌তে পারি না। স্বর্গের মঙ্গলের জন্য আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি।

ইন্দ্র। বড় সুখী ক'র্‌লে মেনকা! আর বিলম্ব ক'রোনা। বিশ্বামিত্রকে আর উন্নত হ'তে দেওয়া নয়! অপরাপর অপ্সরাদের সঙ্গে ধরাতলে শীঘ্র গমন কর।

[প্রস্থান।

মেনকা। দেবকার্য্যে ধরাতলে যেতে হ'বে। সেখানকার নিষ্প্রভ চন্দ্রকিরণ, অগ্নিময় সূর্য্যোত্তাপ, উত্তপ্ত বাতাস, তীব্র ফলগন্ধ, কর্কশ

বিহঙ্গম স্বর আমি ত্রিদিবের বরাঙ্গনা হ'য়ে কেমন ক'রে সহ্য ক'র্‌বো, শচীপতি!

অপ্সরাগণের প্রবেশ

গীত।

অভিসারে চলে কামিনী।
চলোলো রঙ্গিনী সঙ্গিনী বিলাসে বিভোরা ভামিনী।
আছে থরে থরে নয়নে বাণ
স্ফুরিত অধরে আঁকা আছে হাসি
আছে সরস উরসে সুধা কানে কান
ভুজ মৃণালে ধরে আছে ফাঁদ করী বাঁধিবে ভাবিনী॥
চল নূপুর গুঞ্জনে, ধীর গমনে, সাথে লয়ে মধু যামিনী॥

[সকলের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

সরোবর তীর।

যোগমগ্ন বিশ্বমিত্র আসীন।

* অপ্সরাগণের প্রবেশ।

গীত।

মধুর বহিছে সমীর ধীর, মধুর অলির গুঞ্জন গান।
মধুর অধর মাধুরী পানে আকুল মধুর মদির প্রাণ॥

* অভিনয় কালে গর্ভাঙ্ক শেষে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মধুর কুঞ্জে কি স্বর ঝরে
সুধার কলস শূন্য ক'রে
ফুল্ল মধুর কুসুম গন্ধে আজি অন্ধ অভিমান।
মধুর মদন মোহন তোমারি প্রণয় কোমল ফুলবাণ॥

[প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র। কেন অকারণ হৃদি উচাটন?
আকাঙ্ক্ষার তীব্র কষাঘাতে
আকুল হৃদয়
মদোন্মত্ত বাসনা-নিচয়!
যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি দুর্জ্জয়
একে একে হৃদি-ক্ষেত্রে বিদ্রোহ জাগায়!
মনে হয় যেন—ঋতু আবর্ত্তনে
আসিয়াছে দলে বলে সাধের বসন্ত,
আকুল বিহগকুল
মুঞ্জরিত কুসুম কানন
ফুলে ফুলে মলয় পবনে মধুলোভে মধুপ গুঞ্জন!
বিশ্বামিত্র!
পদ বিদলিত—পদানত মহা-অরি তোর
উঠিয়াছে সদলে জাগিয়ে,
বিদ্রোহের কর প্রশমন!
ঈশ-লুব্ধ-মন
ব্রহ্মধ্যান মহানন্দে হও নিমগন!
যদিবে হৃদয়
প্রকৃতির মুগ্ধ নগ্নভাবে

পুনঃ নেচে উঠ
প্রকৃতির ঘুচাব বিষাদ !
নির্জ্জনতা অন্বেষণে
রয়েছি লুকায়ে দূরতীর্থ-স্থানে !
বৈরী মম এখানেও পেয়েছে সন্ধান !
শান্ত হও মন
জ্ঞান বিশ্বামিত্র বাধা নাহি মানে !
(ধ্যানস্থ হওন)

মদন, রতি ও মেনকার প্রবেশ।

মেনকা। রতিপতি ! ভীতা অতি—
পাছে ক্রোধমূর্ত্তি বিশ্বামিত্র
নিদারুণ রোষে ভস্ম করে মোরে।

রতি। দিব্যাঙ্গনা সে ভয় করো না !
তাপসের ক্রোধানলে
ফুলধনু রতিপতি করেছে শীতল !

মদন। ফুলচাপে মদন হানিবে বাণ
বিশ্বামিত্রে ফুটিবে যৌবন !

মদন ও রতির গীত।

রতি। বিহগের স্বরে আমি মিশে যাই।
মদন। আমি ফুলে ফুলে মধু লুটে খাই॥
রতি। আমি হাওয়ায় উড়ে
ফুলের বুকে

মদন। লুকিয়ে থাকি মনের সুখে

মদন)
রতি) ছাড়াছাড়ি নই দুজনে মেশামিশি রই ॥

মদন ও রতির প্রস্থান।

মেনকা। হাসিও পায়—ভয়ও হয়।

বিশ্বামিত্র। (ধ্যানভঙ্গে)
একি দেবী প্রতিকৃতি ?
কিম্বা প্রকৃতির নিরালা সৃজন !
হেন ছবি সম্মোহন
কার হৃদি-রাজ্য আলোকরা ধন !
স্থির চপলা চমক
পড়িয়াছে শাপভ্রষ্ট কুসুম কাননে !
কেবা তুমি ?
যদি পারি উপকার করি
নিঃসঙ্কোচে বিশ্বামিত্রে দান পরিচয়।

মেনকা। আমি ত্রিদিব ললনা
মেনকা আমার নাম !
ঈর্ষায় দেবেন্দ্র মোরে ফেলিলা ভূতলে !
মরতের উষ্ণবায়
নিশ্বাস চলে না, কিবা কষ্ট তায়।—
তীব্র ফুলগন্ধ
কঠিন আলোকে দৃষ্টি নাহি চলে
আঁখি ভাসে জলে !
জানি না গো কোন্ পাপফলে

লিখিলা দারুণ বিধি হেন কষ্ট ভালে।
কঠিন মৃত্তিকা হেথা
রক্ত ঝরে চারুপদতলে
জানি না গো তপোধন
কতদিনে এ দুর্দ্দশা ঘুচিবে আমার।

বিশ্বামিত্র। ত্রিদিব ললনা!
জান না জান না বিশ্বামিত্রে গুণপনা?
যদি তব মর্ত্ত্যবাস
যদি তোমা দিতে তাপ ইন্দ্রের বাসনা,
থাক দেববালা
ভুলে যাবে জ্বালা
যোগবলে স্বর্গের সৌন্দর্য্য যত আনিব ভূতলে
মরভূমে স্বর্গবাস ঘটিবে তোমার!

মেনকা। দাসীরে রাখিলে কে গো তুমি সদাশয়?
যদি শক্তি ধর
সহে না দারুণ তাপ
ত্বরান্বরি মরভূমে স্বর্গবাস ঘটাও আমার।
মতিমান, কর সত্যপণ!
তবাশ্রয়ে অবলারে রাখিবে যতনে!

বিশ্বামিত্র। জেনো বালা নহে মিথ্যা আমার বচন।
উঠ ধনি—(পট পরিবর্ত্তন)
নেহার নয়নে
ত্রিদিব সৌন্দর্য্যরাশি পূরিত ভুবন।

(পরিবর্ত্তনে কুসুমিত উপবন দৃশ্য)

মেনকা। ক্ষমা কর তুমি মহাজন!

বিশ্বামিত্র। বামা স্পর্শে কণ্টকিত পুলকে শরীর!
সাধ যায়
বিসর্জ্জিয়ে কঠোর তপস্যা
কিছু কাল লভিতে আরাম
ফিরি মেনকার সহচর সম!
ত্রিভূবন আকিঞ্চন
এ সৌন্দর্য্য বিমোহন
প্রাণ ধ'রে কেবা পারে করিতে বর্জ্জন?
উত্তরীয় বায়ুর পরশে
স্বেদ জ্বালা
ভুলে যাও বালা!
কামের ছলনা ত্রিদিব ললনা
সৌন্দর্য্য সম্ভোগে মম
বিধির ইচ্ছায় এসেছ ধরায়!
তোমার বাসনা স্রোতে
ক্ষুদ্র তৃণ সম দিনু আমি আমারে ছাড়িয়া।
[চন্দ্র হার ফুলের সিঁথিতে
ফুলতুল কুঙ্কুম নূপুরে
মনোমত সাজায়ে তোমারে
কন্দর্পের ডালি ধরিব আদরে বুকে!]

[উভয়ের প্রস্থান।

পটক্ষেপন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বন মধ্যস্থ কুটীর।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। বহুকাল পরে, মহাতীর্থে এলুম! সতীর স্থান—পবিত্র তীর্থ! এই তীর্থে রাজরাণী মা আমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে পতিপদচিন্তায় কঠোর তপস্যাতে নিমগ্ন! আজ আমি এ পবিত্র তীর্থে এসে ধন্য! কিন্তু মা আমিও নারদ, আমিত সহজে ছাড়বো না; দেখ্‌বো তোমার পতিভক্তির সীমা কত! দেখ্‌বো কতদূর তোমার হৃদয়বল! এই যে পূজার উপচার ল'য়ে মূর্ত্তিমতী সতী আস্‌ছেন, একটু অন্তঃরালে যাই!

[প্রস্থান।

উপচার হস্তে শতদ্রুমার প্রবেশ

শত। হে স্বামি! হে নারায়ণ! পূজা গ্রহণ কর দেব! দাসী চরণে অপরাধিনী! সাক্ষাৎ পূজায় তুমি অধিকার দিলে না—তুমি প্রত্যাখ্যান ক'রেছ! প্রভু! সতী কখনও কি পতির নিকট প্রত্যাখ্যাতা

হয়? পতি হৃদয়ের দেবতা হৃদয়ে আছ! হে শ্রীপতি, মানসপূজা গ্রহণ ক'রে দাসীকে চরিতার্থ কর—! কোথায়, কোন অনাচ্ছাদিত পর্ব্বত কন্দরে, তুমি তপস্যা ক'রছ জানি না! কিন্তু দেব যেখানেই থাক, যে অবস্থাতেই থাক, দাসীর প্রদত্ত এই ফলমূলে পরিতৃপ্ত হও প্রভু! এই শীতল পানীয় তোমার পিপাসার শান্তি করুক! এই কুসুমহারে তুমি প্রীত হও! এই বৃক্ষের পল্লবগুচ্ছের ব্যজনে তোমার ক্লান্তি বিদূরিত হ'ক! হে দেবতা, দাসীর পূজা গ্রহণ কর!

বৃদ্ধ বেশে নারদের প্রবেশ।

নারদ। এখানে ত একখানা কুটীর দেখ্‌ছি—নিকটে ত লোকালয় দেখ্‌তে পেলুম না! এ কুটীরে কি কেউ আছ?

শত। কে আপনি? দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন!

নারদ। এই যে জননী! তবে আর কি? আর কোন চিন্তার কারণ নাই! আঃ বাঁচ্‌লুম!

শত। কেন? কি হ'য়েছে প্রভু! আসন গ্রহণ করুন! আজ্ঞা করুন, দাসী কি আজ্ঞা পালন ক'র্‌বে?

নারদ। আর মা বুড়ো হ'য়েছি! কাল একাদশী ছিল, বার্দ্ধক্যে উপবাস সহ্য হয় না—ক্ষুধায় বড়ই কাতর! মা! অভুক্ত অতিথি!

শত। অতিথি? পরম সৌভাগ্য! প্রভু! একটু বিশ্রাম করুন, দাসী এখনি ফল মূল ল'য়ে আপনার চরণে উপস্থিত হবে!

নারদ। অপেক্ষার সময় নেই মা! বড়ই ক্ষুধার্ত্ত! ঘরে যদি কিছু থাকে—এনে দাও আমি সামান্যতেই তৃপ্ত হ'ব!

শত। (স্বগতঃ) কি সর্ব্বনাশ! অভুক্ত ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় পীড়িত! আমার ত কিছুই সংগ্রহ নেই, কি দেবো, কি ক'রে অতিথির সৎকার

ক'র্‌বো ভগবান! একি পরীক্ষায় ফেল্লে? (প্রকাশ্যে) দেব! একটু অপেক্ষা করুন! দাসী সত্বরেই আপনার আহার সংগ্রহ ক'রে আন্‌বে! একটু অপেক্ষা করুন!

নারদ। অপেক্ষা ক'রবার অবসর কই মা! ঘরে যা আছে তাই দাও, আমি অপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ছি না মা!

শত। প্রভু! গৃহেতে আমার কিছুই নেই! কি দেবো, কি দিয়ে অতিথির সেবা ক'রবো?

নারদ। সে কি মা, ঘরে খাদ্য সামগ্রী কিছুই নেই? একটী হরিতকী আর একটু পানীয় হ'লেই আমার হবে! তুমি তাই দাও, অধিক আয়োজনের প্রয়োজন নেই।

শত। (স্বগত) নারায়ণ! আমি অতিথির জন্য ভাগ না রেখে সমস্ত নিবেদন ক'রিছি—তাই আমার উপর রুষ্ট হ'য়ে ক্ষুধার্ত্ত অতিথিকে ফিরিয়ে দিচ্ছ। নারায়ণ! বিপদভঞ্জন! কি ব'লবো—কি ব'লে ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণকে নিরাশ ক'রবো!

নারদ। হ্যাঁ মা চুপ ক'রে রইলে যে?

শত। কি ক'র্‌ব প্রভু! আমার একটী হরিতকীও সংগ্রহ নেই। আপনাকে দেবার উপযুক্ত আমার কিছুই নেই যে আপনাকে প্রদান করি।

নারদ। সে কি মা ঘরে আছ, অথচ এমন একটু কিছু রাখনা যে অতিথিকে দিতে পার?

শত। প্রভু! সে ভুল ক'রিছি! কিন্তু ঘর ত আমার নয়!

নারদ। তোমার নয়! তবে কার?

শত। আমার স্বামীর।

নারদ। তিনি কোথায়?

শত। জানিনা! (স্বগতঃ) আজ কোথায় তিনি, আর কোথায় আমি! আলোক চ'লে গেছে, অন্ধকার প'ড়ে আছে! আজ আমার জীবনে এই প্রথম অতিথিকে বিমুখ ক'ল্লে দয়াময়!

নারদ। সে কি রকম মা? জাননা?

শত। না—!

নারদ। তবে যাই মা! অন্যত্র চেষ্টা দেখি মা!

শত। প্রভু! আপনার পায়ে ধরি! চ'লে যাবেন না, একটু অপেক্ষা করুন, দাসী এখনি আসছে।

নারদ। না মা! আমায় বাধা দিও না। (অগ্রসর হইয়া) এই যে মা! এই তুমি ব'ল্‌ছিলে—তোমার গৃহে খাদ্য দ্রব্য কিছুই নেই—এই যে যথেষ্ট পূজার উপচার র'য়েছে! দেখে বোধ হ'চ্ছে, তুমি ইষ্টদেবের উদ্দেশে নিবেদন ক'রেছ! তবে মিথ্যা ব'ল্‌ছিলে কেন মা?

শত। দেব! আমি মিথ্যা ব'লিনি! যথার্থই আমার এখানে আপনাকে দেবার কিছুই নেই! পূজার উপচার আছে বটে কিন্তু এগুলি আমি দেবতার চরণে উৎসর্গ ক'রেছি! উৎসৃষ্ট বস্তু কেমন ক'রে আপনাকে দেবো?

নারদ। কেন মা! দেবতার উদ্দেশে দেওয়া—দেবতার প্রসাদ—আজ বড়ই সৌভাগ্য—দ্বাদশীর পারণে প্রসাদ পাব! তুমি দিতে কিন্তু হ'চ্ছ কেন মা? কোন্ দেবতার উদ্দেশে নিবেদন ক'রেছ মা?

শত। নারায়ণের!

নারদ। বাঃ বাঃ নারায়ণের প্রসাদ! উত্তম! উত্তম! তবে আর বিলম্ব কেন মা? দাও, নারায়ণের প্রসাদ ভক্ষণ ক'রে পরিতৃপ্ত হই!

শত। নারায়ণের—! কিন্তু এ নারায়ণ আপনার নয়—এ

নারায়ণ আমার—ইনি আমার দেবতা—আমার নারায়ণ—আমার ইষ্টদেব!

নারদ। পাগ্‌লি! নারায়ণ তোমার আমার পৃথক কি মা? তিনি তোমারও আমারও! তিনি সকলেরই সমান!

শত। এ নারায়ণ আর কারো নন—ইনি আমারি নারায়ণ! আমার পতি নারায়ণ!

নারদ। পতি নারায়ণ?

শত। আমার জীবনের সুখ, ইহকালের শান্তি, পরকালের স্বর্গ, আমার দেহের জীবন, হৃদয়ের শোণিত, আমার নিখিল বিশ্বের বিশ্বপতি—আমার সর্ব্বস্ব!

নারদ। তুমি নারায়ণ জ্ঞানে পতির পূজা কর? নারায়ণকে তুমি এত ক্ষুদ্র মনে কর—তোমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর তুলনা ক'র্‌তে সাহস হয়?

শত। কিছুই জানিনা প্রভু! ক্ষুদ্র কি মহৎ বুঝিনা! ক্ষুদ্র হৃদয় মহাসমুদ্রে মিশিয়ে দিয়িছি—জানি নারায়ণ স্বামী—আর স্বামীই নারায়ণ! তুলনা করিনা, আমার নারায়ণকে ব্রহ্মাণ্ডপতি নারায়ণ ব'লেই জানি! আমি তাঁর পূজা করি।

নারদ। কি উদ্দেশ্যে পূজা কর?

শত। স্বামী আমার তপাচারী সন্ন্যাসী! তিনি নিরাশ্রয়ে, নিরাবরণে, কঠোর তপস্যায় মগ্ন, স্বহস্তে এই পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ ক'রে, তাঁরই উদ্দেশে উৎসর্গ ক'রিছি! স্থির জেনেছি, আমার দেবতা—এই কুটীরে স্নিগ্ধ ছায়ায় বাস ক'র্‌ছেন! আমি বনে বনে অন্বেষণ ক'রে সুস্বাদু ফল মূল এনে ভক্তিভরে পতিদেবতা উদ্দেশে নিবেদন করি! স্থির জানি, ক্ষুধা-ক্লিষ্ট স্বামী আমার এতেই পরিতৃপ্ত হ'চ্ছেন! আমি শীতল জল এনে কুসুম পরাগে সুবাসিত ক'রে তাঁর উদ্দেশে ঢেলে

দিই, আমার স্থির বিশ্বাস, সে জলে তাঁর পিপাসা নিবারিত হ'চ্ছে! স্বহস্তে গ্রথিত কুসুমের মালা তাঁর উদ্দেশে নিবেদন ক'রে বুঝতে পারি, সে মালা তাঁর গলদেশের শোভা বর্দ্ধন ক'র্চ্ছে; দেব! আমার ত অন্য দেবতা নাই! আমি ত অন্য দেবতা চিনি না—অন্য দেবতার পূজা কখনো ত জীবনে করি নাই? আজীবন যখনই নারায়ণকে ডেকেছি—মহেশ্বরকে ডেকেছি—মহাশক্তির পূজা ক'রেছি—স্বামীর পদধ্যান ক'রেই ক'রিছি; অন্য কোন মূর্ত্তি ত ধ্যানে দেখিনি!

নারদ। তোমার স্বামী কে, ব'ল্‌বে কি মা?

শত। দেব! আমি কান্যকুব্জ মহারাজের মহিষী।

নারদ। তুমি সেই দাম্ভিক ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের মহিষি!

শত। দেব! আজ্ঞা করুন! আহার সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসি!

নারদ। প্রয়োজন নেই মা! যে সামান্য মানবকে নারায়ণ জ্ঞানে পূজা করে, আমি তার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিনা!

শত। কি ক'র্‌বো দেব! আমার অদৃষ্ট!

নারদ। তুমি এখনও বোঝ! বুদ্ধিহীনা রমণী তুমি, তোমার মঙ্গলেরই জন্যই ব'ল্‌ছি—নারায়ণকে স্বতন্ত্র পূজা ক'র্‌তে শিক্ষা কর! নচেৎ এ মহাপাপে অনন্ত নরক বাস ক'র্‌বে!

শত। হোক অনন্ত নরক! কোটী কল্পকাল নরকের যন্ত্রণা আমায় কষ্ট দিক—হৃদয়ে পতিপদ ধ্যানে—আমি স্বর্গ চাই না, মোক্ষ চাই না, ত্রিভুবনে আমার আকাঙ্ক্ষার কিছুই নেই! পরম সম্পদ পতিপদ আমার সম্বল! আশীর্ব্বাদ করুন এ ধ্যান যেন কখনও আমার ভঙ্গ না হয়!

নারদ। বটে মা! কিন্তু আমি ত চারিদিক ঘুরে বেড়াই, আমার চোখে কিছু এড়িয়ে ত যায় না! যা দেখে এলুম—তোমার স্বামী—ন থাক্ সে কথার আর প্রয়োজন নেই!

শত। প্রয়োজন নেই কেন? কি দেখে এলেন বলুন, বলুন!

নারদ! কাজ কি মা! তুমি তোমার ধ্যানে আছ সেই ভাল।

শত। প্রভু কি আমার স্বামীকে দেখেছেন? তিনি কুশলে আছেন ত?

নারদ। হ্যাঁ কুশলে আছেন! তবে কি না—মা—তুমি যা ভাব্‌ছ, তিনি আর তা নেই! তপস্যা জপ এ সব তাঁর গিয়েছে।

শত। আপনি কি ব'ল্‌ছেন?

নারদ। মিথ্যা নয় মা—আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তোমায় মিথ্যা ব'লে লাভ কি বল! আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি! তোমার স্বামী মেনকা নাম্নী অপ্সরার মায়ায় আবদ্ধ হ'য়েছেন! তিনি অধঃপতিত! মা বড়ই আক্ষেপের বিষয়, এমন স্বামীকে তুমি দেবতাজ্ঞানে পূজা কর!

শত। কে বলে আমার স্বামী অধঃপতিত! আমার স্বামী, আমার দেবতা, তাঁর অধঃপতন কি সম্ভব? আর যদিই সত্য হয়—আমার কি? তিনি আমার স্বামী, আমার পূজার দেবতা! তাঁর দোষ দেখ্‌বার অধিকার নাই! সহস্র দোষে দোষী হ'লেও আমি জানি—তিনি অতি পবিত্র, পবিত্র হ'তেও পবিত্র—পুণ্যবান হ'তেও পুণ্যবান! তিনি আলোক, তিনি শুভ্র, পবিত্র, তিনি চিন্ময়, তিনি বিরাট পুরুষ, তিনি নারায়ণ! কে তুমি বৃদ্ধ, আমাকে পতিনিন্দা শোনাতে এসেছ? যেস্থানে পতিনিন্দা হয়, সে স্থান কলুষিত—নরক তুল্য; অপরাধ নিওনা, আমি এ স্থান পরিত্যাগ ক'র্‌লুম!

[প্রস্থান।

নারদ। ধন্য ধন্য মা তোমার পতিভক্তি! যতদিন পৃথিবী থাক্‌বে, তোমার সতীত্বের কথা প্রচারিত থাক্‌বে! আমি নারদ, জীবনে

কখনও পরাজিত হইনি! আজ তোমার একাগ্রতা, তোমার পাতিব্রত্য, তোমার তপস্যার নিকট আমি পরাজিত! আমি আশীর্ব্বাদ করছি তোমার পুণ্যে তোমার স্বামী মোহ মুক্ত হবেন! এই ত সহধর্ম্মিনী! ধন্য ধন্য বিশ্বামিত্র! এমন সহধর্ম্মিনী যার, তার তপস্যার কেউ কি বিঘ্ন ঘটাতে পারে?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুষ্করতীর্থ—কুটীর।

(বিশ্বামিত্র আসীন)

ব্রহ্মচারিণী বেশে যোগমাতার প্রবেশ।

যোগমাতা। গীত।

ফের ফের কেন অগ্রসর।
ভুলেছ কে আমি হর কাল ভ্রমি
তুলেছ কি পণ কেন জটা শিরে
সকলি ভুলিলে কাহার তরে
সে আপনারে করিতে পর॥
অরাতি পূরিত সে পথে যাবে
পদে পদে ষড় রিপু ছলিবে
নানা মোহ ফাঁদে পদে পদে বাঁধে

পরিবে না ফিরে চল ঘর।
বড় কঠিন কঠিন সে দুস্তর।

[প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। সত্য সত্য আমি কেবা নাহিত স্মরণ!
ফিরে যাব—কোথা যাব ফিরে?
কি হ'ল আমার?
করিতেছে শত শত বৃশ্চিক দংশন!
আমি কেবা হ'তেছে স্মরণ!
আজ দশ বৎসর সময়
কাম পিপাসায়
ফিরিতেছি অপ্সরার পায় পায়!
রাজ্য, রাণী রাজার ঐশ্বর্য্য ফেলি
ক্ষাত্র দর্প, ক্ষাত্র গর্ব্ব পরিহরি
কেন এলে তবে
ব্রাহ্মণত্ব লাভের আশায়!
কেন তবে
গভীর গহনে মগ্ন তুমি তপস্যায়!
কি তপস্যা তোর!
কোথা সে জীবন পণ প্রতিজ্ঞা দারুণ
বসিষ্ঠেরে প্রতিহংসা করিবে অর্পন?
বিশ্বামিত্র আপনারে ফেলেছ হারায়ে!
কর অন্বেষণ
কত উচ্চ সাধ হ'তে
কোথা তোর হ'য়েছে পতন?

কর অন্বেষণ—কোথা তব মুগ্ধ মন ?—
মেনকার সৌন্দর্য্য সাগরে নিমগন ?
যবে মনঃভৃঙ্গ মম
ব্রহ্ম পাদপদ্ম মধুপান কামনায়
ঘুরিয়া বেড়ায়
কোন প্রবল ব্যত্যায় তাহারে খেদায় ?
মেনকার অতুল সৌন্দর্য্য !
চল. ওঠ মন !
বিলম্বে হারাবে জীবনের পণ ;
চেওনা মেনকা পানে—
মমতার মহাপাশ কররে ছেদন !
কোথা ব্রহ্ম—কোথা আলো
কোথায় জগৎ জ্যোতিঃ
দিব্য জ্ঞান—দিব্য জ্যোতিঃ দানে
করহে ছেদন অপ্সরার মোহ পাশ !

সদ্যঃ প্রসূতা কন্যা লইয়া মেনকার প্রবেশ।

মেনকা। হে তাপস ! নেহার নয়নে
সংসারের সার ধন মায়ার বন্ধন
স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়ী বিধাতার নির্জ্জন গঠন
মম করে তব দুহিতা রতন।

বিশ্বামিত্র। দেখায়ো না—দেখিব না আর।
সর্ব্বনাশী সর্ব্বনাশ করো না আমার।
দেববালা, রাখলো মিনতি !

হয়োনা হয়োনা আর মম তপে অন্তরায়!
নির্জ্জনতা নাহিক হেথায়
লোক যথা নাহি যায়
চল মন, তুষার মাঝারে হিম নিকেতন
চন্দ্র সূর্য্য আলো নাহি পশে যথা
কিম্বা চল যথা স্থান সাগরের বুকে
বাড়ব অনল রাখিয়াছে ঘিরে
তরঙ্গের গম্ভীর গর্জ্জনে
বাড়বের অনল নিশ্বাসে
ভয়ে যথা কেহ কভু করে না গমন
চল সে কঠিন স্থানে—
ছাড়—কর পরিত্যাগ আমারে মেনকা!
কাঁদ কাঁদ তুমি—কাঁদ উচ্চৈঃস্বরে!
পাষাণ গঠন মম হৃদিস্থল গলিবে না আর।

[প্রস্থান।

মেনকা। গেলে—যাও!
একি! নাচে হৃদি বিমল আনন্দে!
মরতের টুটিল বন্ধন!
কি করিবি ত্রিদিব ললনা
মরতের হৃদিভরা মায়ার রতন!
নিরখিলে বাছনীর মুখখান
স্বর্গবাস স্বর্গসুখ করি হীন জ্ঞান!
এ কি?
উষ্ণ বায় বহিছে ব্যাত্যায়

প্রতি ঘায় বিষম বাজিছে কায়!
সহেনা সহেনা জ্বালা।
ত্রিদিব ললনা তুমি দিব্যাঙ্গনা।—
ছার মায়া নারায়ণ পদে
কর পরিহার!

[কন্যা ভূতলে রক্ষণ ও প্রস্থান।

(একটী শকুন্তর কন্যার উপর উপবেশন)

কণ্বমুনির প্রবেশ ও শকুন্তর উড্ডীন হওন।

কণ্ব। দেখছি একটী সদ্যঃপ্রসূতা কন্যা—শকুন্ত এ কন্যা পেলে কোথায়? কার কন্যা? আহা সুন্দর কন্যা, এখনো জীবিতা আছে! ভগবান, তুমি পরম দয়ালু! তুমি যাকে রাখ তার ধ্বংস নেই—আগ কন্যাটী ল'য়ে যাই—যদি বাঁচে নাম রাখ্‌বো শকুন্তলা! এ আশ্রমে যেন কতদিন মনুষ্য সমাগম বিরহিত!

[কন্যা লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুটীর।

শক্তি ও অদৃশ্যন্তি।

শক্তি। দেবি, তপস্যা কারণ
বহুদিন
করি নাই পিতৃ মাতৃ চরণ বন্দন!

অদৃ। পিতৃ মাতৃ চরণ বন্দনে
ব্যাকুলা বনিতা তব !

ত্রিশঙ্কু ও উগ্রাচার্য্যের প্রবেশ।

শক্তি। রাজন্! কল্যাণ হ'ক !
প্রজাসহ রাজধর্ম্ম আছেত কুশলে ?
নিরাতঙ্ক নিরীতয় অযোধ্যা তোমার ?
ধর্ম্মের পালনে প্রজাগণ মগ্ন সুখে ?

ত্রিশঙ্কু। তাপসপ্রধান পিতৃদেব তব,
যাহার মঙ্গলে রত অনুক্ষণ
গুরুপুত্র, অমঙ্গল কোথায় তাহার ?
কিন্তু,—

অদৃ। বৎস পথশ্রান্তি কর দূর !

ত্রিশঙ্কু। দেবি !
পথ শ্রান্তি বিনোদনে
সন্তপ্ত হৃদয় শান্ত নাহি হয়।
মম অভীষ্ট পূরণে,
গুরুদেব করিলেন প্রত্যাখ্যান !
অভিলাষ করিতে পূরণ
আসিয়াছি গুরুপুত্র পদে মাতা,
~~নহে হীন দীপ্ত, দীপ হ'তে প্রদীপ্ত~~ প্রদীপ !

শক্তি। অযোধ্যার অধিপতি !
সশরীরে ত্রিদিব গমন
করিয়াছ পণ,

এত শক্তি কোথা পাবে বল তপোধন?
এত শক্তি
ক্ষুদ্র শক্তি পুত্র তাঁর কেমনে লভিবে?
পঞ্চতপঃ আদি
অহঃরহ করি কত নিদারুণ তপ
ব্রহ্মার মানস পুত্র বশিষ্ঠ জনক মম
সশরীরে ত্রিদিব গমনে
এত দম্ভ না ধরি কখনো!
সশরীরে স্বর্গে যাবে—
বাতুল হ'য়েছ মহারাজ!

ত্রিশঙ্কু। ত্রিশঙ্কু বাতুল নহে!
শোন গুরু পুত্র!
ইষ্টদেব যার
ব্রহ্মার মানস-পুত্র ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ
হেন দাম্ভিকতা তার নহে অসঙ্গত!

শক্তি। যাও তবে মহারাজ ব্রহ্মর্ষি সকাশ!

ত্রিশঙ্কু। প্রত্যাখ্যাত গুরু পদে দাস—

শক্তি। কে পূরাবে অসম্ভব বাসনা তোমার?

বসিষ্ঠের ২য় পুত্রের প্রবেশ।

শোন শোন ভ্রাতা,
নৃপতির প্রলাপ বচন।
সশরীরে ত্রিদিব গমনে—
ভূপতির বাসনা দুর্জ্জয়!

সম্পূরণে অসমর্থ পূজ্য পিতৃদেব—
নৃপতির আগমন অনুরোধ মোরে
বাসনা পূরাতে হবে।—

১ম পুত্র। মহারাজ, গরীব ব্রাহ্মণদেরও সঙ্গে নিও!
রাজ রাজড়া হ'লেই কি একটা বিদ্ঘুটে মতলব
ক'রতে হয়?

ত্রিশঙ্কু। তোমা সবে শক্তি ধর—
গুরুদেব তাপসেন্দ্র মহাশক্তিধর—
অযোধ্যার সতত সহায়!
অযোধ্যা ঈশ্বরে
সশরীরে স্বর্গে যেতে সাধ
হায় হেন সাধ তার না হবে পূরণ!
হেন যজ্ঞ সম্পাদন
লোক মাঝে করিয়াছি উচ্চারণ
অযোধ্যায় নাহি প্রয়োজন—
নাহি প্রয়োজন জীবন ধারণ
বল বল তবে সবে উচ্চ উচ্চ বাক্যে
অসমর্থ তাঁহার নন্দনগণ!

শক্তি। অসমর্থ অসমর্থ মোরা!

উগ্রাচার্য্য। আমার কথা কি মিছে হয়—ওবাঁধা কথা!

২য়-পুত্র। অযোধ্যার রাজা তুমি, মহা ধনুর্দ্ধর,
ধনুক ধরে স্বর্গটাকে নামিয়ে আন—
বাস্ উঠে পড়—তার পর চালাও!

ত্রিশঙ্কু। প্রত্যাখ্যাত ইষ্ট দেব পদে

তোমরা করিলে প্রত্যাখ্যান—!
হেন যজ্ঞ পণ মম
করিব নিশ্চয় যজ্ঞ আয়োজন।
শুনিয়াছি বিশ্বামিত্র যোগ বলে বলী—

শক্তি্। গুরুত্যাগে সঙ্কল্প তোমার?

উগ্রাচার্য্য। মহারাজ ঠাকুরকে চটাবেন না!
আমি যজ্ঞের সব যোগাড় ক'র্‌বো!

ত্রিশঙ্কু। কি করিব গুরুপুত্র! যজ্ঞ পণ মম!

শক্তি্। ক্ষত্রিয় অধম!
হেন দাম্ভিকতা করিতে প্রকাশ
রসনা পড়েনা খসি?
পুত্র বিদ্যমানে
গুরুত্যাগ—পিতারে করিস্ ত্যাগ?—

অদৃ। ক্ষমা কর হে তাপস্!
পদতলে কাঁদিছে কিঙ্করী।
ক্ষমা কর, ক্ষম কর অবোধা ঈশ্বরে!

উগ্রাচার্য্য। ঠাকুর! মহারাজের মাথা খারাপ হ'য়েছে—
ভাই উগ্রাচার্য্যের ও কথা শুন্‌লেন না!

ত্রিশঙ্কু। মৃত্যু দাও! শাস্তি দাও!
ক্ষত্রিয়ের পণ ভঙ্গ হবে!

শক্তি্। তবে হতশক্তি ব্রহ্মতেজ
মরেছে ব্রাহ্মণ।
গুরুত্যাগ এত দম্ভ ক্ষত্রিয় রাজার!
ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল হও!—

(ধূমাচ্ছন্ন হওন)

(ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালবেশ হওন।)

লৌহ আভরণ, পিঙ্গল বরণ
ঋক্ষ চর্ম্ম পরিধান
দাম্ভিকের গুরু ত্যাগে হের পরিণাম !

অদৃ। আর্য্য পুত্র ! নিদারুণ ক্রোধ বশীভূত
কি করিলে অযোধ্যা ভূপালে—?
হেন বার্ত্তা পিতৃদেব করিলে শ্রবণ
পুত্রের মমতা ভুলে
অভিশাপ করিবেন দান !

[শক্তির প্রস্থান।

পদে ধরি ফিরে লও নির্ঘাৎ বচন !

[প্রস্থান।

ত্রিশঙ্কু। দারুণ ব্রহ্মাণ শাপে
ধর্ম্ম বিসর্জ্জন মম, তনু হ'ল ক্ষয় !
কোথা যাই,
কে হবে সদয় দাসে ?
ওহো অযোধ্যাঈশ্বর ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল।

[প্রস্থান।]

বশিষ্ঠ ২য় পুত্র। মহারাজ স্বর্গে যাচ্ছেন নাকি ? সারথি যে চিন্‌তে পার্‌বেনা—আমাদের সঙ্গে নিন্ !

[প্রস্থান।

উগ্রাচার্য্য। (স্বগতঃ) যে কায শর্ম্মা পারেন না সে কায কোন ব্যাটা পার্‌বে? আমার পৈতের চোটে ব্যাটাদের লম্বা লম্বা জটা মটা সব কাটাতে পারি! না বাবা ঠিক হ'য়েছে ক্ষত্রি বেটাদের যেমন অহঙ্কার, তেমনি দেখিয়েছে চোদ্দ ভূবন অন্ধকার।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(সমুদ্রতীর—যোগাসনে বিশ্বামিত্র—চতুর্দ্দিকে প্রজ্জলিত অগ্নি)

যোগমাতার প্রবেশ

যোগমাতা। দিন দিন কত দিন কত মাস কত ঋতু চয়—
কত বর্ষ কত যুগ
হ'ল লয় কালের সাগরে!
প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ড মাঝে
শাখী শাখে আলম্বন
অগ্নি-শিখা নিশ্বাস গ্রহণ!
কঠোরতা কত, দারুণ সতত,
শেষ নহে তবু ব্রহ্মের সাধন।
হে রাজন!
উপবাসে অনিদ্রারে করি অঙ্গ আভরণ—
দারুণ নিদাঘে,

আসনের চতুর্দ্দিকে জ্বালায়ে আগুন,
মহোল্লাসে সহিতে যে হতেছ সক্ষম,
এই ত আশ্চর্য্য ভূপতির!
নির্ব্বাণ-উন্মুখ অগ্নিশিখা
পরিপ্লুত সৌগন্ধে মেদিনী
অপূর্ব্ব আলোক!
একি কোথা হ'তে উঠে যন্ত্র-ধ্বনি!
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী—
মরি মরি কি সুন্দর।

(সাগর বক্ষে স্বর্ণ পদ্মের প্রকাশ।)

সাগর উরসে ভাসে শত শত স্বর্ণ শতদল!
শোন দূর মরাল কাকলী!

[প্রস্থান।

পদ্ম মধ্য হইতে বরুণ কণ্যাগণের আবির্ভাব

বরুণ কন্যাগণের স্তব

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং।
ত্বমেকং জগৎ কারণং বিশ্বরূপং॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং।
গতি প্রাণীণাং পবনং পাবনানাং॥
[মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং।
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাং॥
তদেকং স্মরামস্তদেকং ভজামঃ।
তদেকং জগৎ সাক্ষিরূপং নমামঃ॥

সদেকং নিধানং নিরালম্বমীষং ।
ভবাম্ভো পতি পোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥]

ব্রহ্মার আবির্ভাব।

বিশ্বামিত্র। এস এস পদ্মযোনী মরাল বাহন
এস তেজোগর্ভ
অভিরাম লোহিত বরণ
এস অক্ষ সূত্রধারী
চতুর্ম্মুখ এস, এস সৃষ্টি কর্ত্তা
অনাদি অনন্ত পুরুষ বিরাট, এস ব্রহ্ম এস
কর যোড়ে মাগেহে কিঙ্কর
ব্রাহ্মণত্ব দাও বর
দাও চতুর্ব্বেদে অধিকার!

ব্রহ্মা। বিশ্বামিত্র! রাজর্ষি ভব!

(অন্তর্দ্ধান ও বরুণ কন্যাগণের অন্তর্দ্ধান)

বিশ্বামিত্র। কোথা গেলে কোথা লুকাইলে—
ব্রাহ্মণত্ব বর নাহি দিলে—
বিশ্বামিত্রে রাজর্ষি করিলে ?
এত কষ্ট এত তপঃ তবে সব বৃথা—!
যাও যাও পদ্মযোনী
ব্রহ্ম লোকে যাও
ক্ষত্রিয়ের ডরে অনন্তে লুকাও !
যোগবলে ব্রহ্মলোক আনিব ছিঁড়িয়া !

স্বয়ম্ভু আনিব—তোমারে আনিব
ব্রাহ্মণত্ব বর ল'ব
দেখি দাও কিম্বা নাহি দাও ব্রাহ্মণত্ব মোরে!

চণ্ডাল বেশী ত্রিশঙ্কু ও উগ্রাচার্য্যের প্রবেশ।

চণ্ডাল নিকটে কেন?
হোমকুণ্ড অপবিত্র করিলি পামর!

উগ্রা। উনি চণ্ডাল নন্! অযোধ্যার অধিপতি! আমি ব্রাহ্মণ, তোমার হোমকুণ্ড ব্রাহ্মণে ছোঁবে, অঁ্যা—ব্রাহ্মণ এত ছোট?

ত্রিশঙ্কু। অযোধ্যার অধিপতি
দারুণ ব্রাহ্মণ শাপে ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল।
তপোধন তুমিও খেদাও ঘৃণাভরে তারে—
বহু আশে
অভিমান প্রতিকার করিয়া মানসে
আসিয়াছে তব শ্রীপদ সকাশে
ব্রহ্মশাপগ্রস্থ
লৌহ আভরণ পিঙ্গল বরণ
ঋক্ষচর্ম্ম পরিধানে
অযোধ্যার অধিপতি!
অভিমানে সভা মাঝে করিয়াছি পণ
করি যজ্ঞ আয়োজন
সশরীরে ত্রিদিব গমন,—
ছিল মহাদম্ভ
গুরু মম বশিষ্ঠ তাপস শ্রেষ্ঠ,—

বাসনা সফলে গেনু গুরু পদতলে
অসম্ভব মম পণ, পরিনাম প্রত্যাখ্যান—!
গুরু পুত্র শক্তি পাদপদ্মে তাঁর
নিবেদিনু প্রাণের সন্তাপ
আমারে বাতুল ব'লে
পণ ভঙ্গে পরামর্শ দিলে—
কহিলাম ক্ষত্র দম্ভে
ক্ষত্রিয়ের পণ
পরিহার মরণ সমান ;—
গুরু পুত্র
গুরু সনে যদি:অসমর্থ মম প্রতিজ্ঞা পূরণে
শিষ্যে কর পরিহার—
বিশ্বামিত্র যোগ বলে বলী—
ভিক্ষা লব তাঁহার শরণ।
মহারোষে বিভাবসু ভাতিল নয়নে
চণ্ডালত্বে দিল অভিশাপ—!
উচ্চ সাধে অভিশাপে না ডরে ক্ষত্রিয়
উন্নত মস্তকে ধরিলাম অভিশাপ
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ সম!

উগ্রাচার্য্য। তুমি কে বাবা? দেখ্‌ছি ক্ষত্রিয়! এখানে কি বুজরুকি শিখ্‌ছো? বাবা ঢাল তলোয়ারে হ'বেনা, পৈতার গোছা চাই—এ সরু পৈতের জোর নয়।

ত্রিশঙ্কু। ব্রহ্ম শাপে হ'নু, অধম চণ্ডাল—!

না চিনিলা সারথী আমায়
খেদাইল উন্মাদেরে দারুণ প্রহারে!
মনঃ কষ্টে অযোধ্যায় আর না ফিরিনু।
চিনিবে না অযোধ্যার প্রজা—
চিনিবে না রাজার মহিষী—
মন্ত্রীগণ উন্মাদেরে দিবে কারাগারে।
আশায় আমার যদি কর প্রত্যাখ্যান—
মর্ম্মদগ্ধ প্রাণ পাদপদ্মে দিব বিসর্জ্জন!

বিশ্বামিত্র। মনস্তাপ ত্যজ রাজা!
ত্রিশঙ্কু রাজন্!
হেন উচ্চ সাধ ক্ষত্রিয়ের কেবল সম্ভব।
উচ্চ সাধ তব করিব পূরণ!
চণ্ডালত্ব ঘুচাব তোমার!
অহঙ্কার প্রতিমূর্ত্তি আমি বিশ্বামিত্র—
করিলাম অঙ্গীকার,
সশরীরে পাঠাইব স্বর্গেতে তোমায়!
কর যজ্ঞ আয়োজন।
মুনি ঋষি দেবতা গন্ধর্ব্ব।
হও সবে ক্ষত্রিয়ের প্রতিকূল!
দুর্দ্দৈবের সনে যজ্ঞে বিঘ্ন আন,
যত পার সেনাগণে প্রহরণ হান,
ভূপতির পণ, করিব পূরণ।
আরে শক্তি, বশিষ্ঠ-নন্দন!
বিশ্বামিত্র নামে, শক্র জ্ঞানে শিহরিয়ে—

ত্রিশঙ্কু রাজায় করিলি চণ্ডাল !
ভ্রাতৃগণে মিলি কৌতুক করিলি !
বশিষ্ঠসন্তানগণ হওরে মুষ্টিক !
সাত জন্ম ধরি—
শবের বসন, শব-অলঙ্কার পরি,
কুক্কুরের মাংস কর্‌রে ভক্ষণ !

উগ্রা। (স্বগতঃ) তাইতো, রাজাটার যে চণ্ডালত্ব ঘুচাবে বল্‌লে, ব্যাপার কি ?

বিশ্বামিত্র। ত্রিশঙ্কু রাজন্‌ !
চণ্ডালত্ব ঘুচিবে তোমার !
অযোধ্যায় ফিরে যাও,
ত্বরা করি কর যজ্ঞ আয়োজন !

[প্রস্থান।

[তৎপশ্চাৎ ত্রিশঙ্কুর প্রস্থান।

উগ্রা। (স্বগত) হ'ল কি—এ যে আমার অন্ন মার্‌বে—ব্যাটা, এত অহঙ্কার ! ক্ষত্রি ব্যাটা—ব্রাহ্মণকে শাপ ! পুড়িয়ে ফেলবো, পুড়িয়ে ফেললুম—আরে, চোক দিয়ে যে আগুন বেরোয় না— ব্যাটাকে যে পুড়িয়ে ফেলবো—ঘরে আগুণ দেবো নাকি ? তাইতো—হলো কি—ব্যাটা ভাত ভিত্তি খেলে, বেটা ভাত ভিত্তি খেলে !

❋ পঞ্চম গর্ভাঙ্ক । ❋

স্বর্গ—দেব-কক্ষ ।

ইন্দ্র ও বরুণ ।

ইন্দ্র । জলদ-পতি !
করিলে পরম সুখী বারতা প্রদানে !
শাপগ্রস্ত ত্রিশঙ্কু ভূপাল !
হের দম্ভ মৃত্যু-মুখী মানবের—
অহঙ্কারে সশরীরে
চাহে পশিবারে স্বর্গ পুরে !
হ'লে বশিষ্ঠ সদয়,
ছিল ভয়,
ভূপতির পূর্ণ হ'ত বাসনা দুর্জ্জয় !
অহঙ্কারে ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল—
দাম্ভিকের উপযুক্ত পরিণাম !

বরুণ । দেবপতি !
করিবারে দেবের দুর্গতি,
সৃষ্টিকর্ত্তা পদ্মযোনি,
প্রলয় ঈশ্বর ভোলা দিগম্বর—
বর দানে রাক্ষস দানব নরে
দেব-বীর্য্য অভিমানে করেন দুর্জ্জয় !

ইন্দ্র । বর দেন তাঁরা ?
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণুর সঙ্কট !

বরুণ। পালন করিতে হ'লে
বর দিতে গেলে হ'তেন আকুল!
(স্বগতঃ) এই সেরেছেরে! একটা গোলমাল বাধাবে দেখ্‌ছি।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। ত্রিদিব ঈশ্বর!
আশা করি সকলি কুশল!
ইন্দ্র। দেবর্ষির আশীর্ব্বাদে সকলি কুশল!
তব আগমন হেতু জিজ্ঞাসিতে—
আমারে অভয় দাও মুনিবর!
নারদ। শোন ত্রিদিব ঈশ্বর!
জলদলপতি তুমি শোন
ধরাতলে ঘটিবে প্রমাদ;
সশরীরে মানব পশিবে স্বর্গে!
ইন্দ্র। কিবা বল মুনিবর
সাধ্য কার, সশরীরে স্বর্গে কে পশিবে?
নারদ। অযোধ্যার অধিপতি!
ইন্দ্র। ত্রিশঙ্কু অধম!
বরুণ। জাননা জাননা মুনিবর
শক্তি শাপে ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল।
নারদ। সত্য বটে ব্রহ্মশাপে ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল ছিল।—
আমিও হেরেছি
শাপমুক্ত বিশ্বামিত্র বরে।
বিশ্বামিত্র দিয়াছে সাহস,

যজ্ঞ বলে
সশরীরে রাজায় পাঠাবে স্বর্গে
দেবত্বের ঘুচিবে মহিমা।
আজ সশরীরে আসিবে ত্রিদিবে,
পরে যজ্ঞ ধূমে
সেনাগণ পাঠাইবে ত্রিদিবে তোমার।
স্বর্গ-সিংহাসন লয়ে হ'বে টানাটানি!

ইন্দ্র। কার সাধ্য কে পাঠাবে
সশরীরে রাজায় ত্রিদিবে?
যজ্ঞ বলে
যদি সে পশিতে চাহে অমরাপূরীতে
স্বর্গদ্বার হ'তে তাড়াইব ভূতল প্রদেশে!

নারদ। (স্বগতঃ) ইন্দ্র তোমার মুখ খানা পুড়ে গেল যে, তোমার জ্বালার এখন কিছুই হয়নি—বড় গাছে বড় ঝড় লাগ্‌বে।—

বরুণ। দেবর্ষি উপায় বল, কেমনে নিবারি?

নারদ। বুদ্ধিহীন নির্ব্বোধ দেবর্ষি আমি,
ভিক্ষুকের মত বীণা যন্ত্র করে
ফিরি ত্রিদিবের দ্বারে দ্বারে
মম বুদ্ধি লইলে বরুণ
নরামর যক্ষ রক্ষ হাসিবে সকল।
আসি দেবরাজ!

ইন্দ্র। মুনিবর, যেওনা যেওনা!
বুদ্ধিমান্ তুমি ত্রিদিবে প্রচার!
হতবুদ্ধি আমি বুদ্ধি না যোগায়;

যজ্ঞ বলে ক্ষত্রিয় পশিবে স্বর্গে
গোলোকে পশিবে তবে ব্রাহ্মণ পুলকে।
স্বর্গ হ'বে সাধারণ মরলোক সম।

নারদ। কি ক'র্‌বে দেবেন্দ্র!
এক রাজা যায় অন্য রাজা হয়!

ইন্দ্র। পশি দলে বলে যজ্ঞ বিঘ্ন কর।
হোমানল
সরযূ সলিলে করিয়া প্লাবন করহ শীতল!
যদি তবু যজ্ঞ পূর্ণ হয়,
সশরীরে ভূপতিরে স্বর্গেতে পাঠায়,
দম্ভোলি নিক্ষেপে তারে পাঠাব ভূতলে!

নারদ। (স্বগতঃ) পূর্ণ হবে বাসনা আমার
যোগবল ধরাধামে হইবে প্রচার।
জলদলপতি! শোন সঙ্গোপনে
চাহ যদি পরামর্শ হেন প্রয়োজনে!

[নারদ ও বরুণের প্রস্থান।

ইন্দ্র। জানি কুটীল নারদ, দেবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী!
প্রকটে নয়নপথে
ভবিষ্যৎ ইন্দ্রের জীবন!
স্বর্গ-সিংহাসন লয়ে ঘটিবে প্রমাদ,
দেবসৈন্য ল'য়ে
যজ্ঞ পণ্ড করি আয়োজন
দুর্ভাবনা মস্তিষ্ক বিকৃত হ'ল।

বরুণের প্রবেশ।

বরুণ। ত্রিদিব ঈশ্বর হে অগ্রজ!
দেবর্ষি কহিলা
দেবতা-বাহিনী ল'য়ে
বিশ্বামিত্র যজ্ঞ পণ্ড কর আয়োজন!

ইন্দ্র। ভিন্ন মত নহি আমি তোমার সঙ্কল্পে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বশিষ্ঠাশ্রম।

অক্ষমালা ও অরুন্ধতী।

অক্ষ। দিদি!
তাপসের হয়নি উচিত
ক্ষত্রিয়ের অভিশাপ সম্পূর্ণ সফল করা!
ক্ষত্রিয়ের হেন দাম্ভিকতা,
তাপস সন্তানগণে
সাতজন্ম মুষ্টিক হইতে দিলা অভিশাপ!
কাঁদিতেছে পুত্রবধূমাতা
পুত্রগণ প্রাণহীন শবের শরীর

ধরাতলে ধুলায় লুটায়!
পরমাত্মা তা সবার
মুষ্টিক শরীরে করিয়া প্রবেশ
শব-বস্ত্র পরিধানে
কুক্কুরের মাংস মহোল্লাসে করিছে ভক্ষণ!
তাপসের বলিনা হৃদয় কথা —!
তাপস পুরুষ সতত কঠিন!
আশ্চর্য্য তোমার প্রাণ
নারী তুমি সহজে দুর্ব্বল—
জেনে শুনে অম্লান বদনে সহিছ সকল?
কি আশ্চর্য্য সন্তানের না ভাব দুর্দ্দশা!
জন্মদাতা যাহাদের
ব্রহ্মার মানসপুত্র ব্রহ্মর্ষি তাপস—
বারেক ইচ্ছায় যাঁর—
পুত্রগণে মুষ্টিকত্ব ঘুচে—
বিশ্বামিত্র দাম্ভিক ক্ষত্রিয়
লভে উপযুক্ত প্রতিফল!
ক্ষত্রিয়ের অভিশাপে
ব্রাহ্মণ হইল ডোম
এ অপেক্ষা ব্রাহ্মণের কত অধোগতি!

অরু। কাঁদ কাঁদ বোন ব্রাহ্মণের অধোগতি ব'লে!
ভগ্নি, হ'য়েছ ব্রাহ্মণী
কেন বোন শূদ্রোচিত হীন অহঙ্কারে
শূদ্রমত ভীষণ আক্রোশে

কর রোষ অপরাধী জনে ?
ব্রাহ্মণের উদারতা—হৃদয় উচ্চতা
সর্ব্ব জীবে সম জ্ঞান
জেনে শুনে বৃথা শোকে আত্মহারা বোন,
কেন দাও বিসর্জ্জন ?

অক্ষ। মায়াময় প্রাণের পুতুলী হৃদয়ের অনুরূপ
পুত্রের দুর্দ্দশা বৃথা শোক তবে ?

অরু। বোন ! অশ্রু কর সম্বরণ !
কার তরে পরিতাপ, শোক কর কার ?
দারুণ সংসারে তুমি কার, কে তোমার ?
ভাব যদি পুত্রগণ তোমার আপন—
যে দিয়েছে পুত্র কোলে
বেঁধেছে সে মায়ার শিকলে !
ছায়াবাজী দেখায় তোমায়।
ভালবাস যত আপনার, জড়ায় সংসার !
এসেছ সংসারে
ভালবাস, প্রাণদিয়ে ভালবাস সতত সংসার !
স্বার্থপূর্ণ ক্ষুদ্র ভালবাসা না শোভে ব্রাহ্মণে !
ব্রাহ্মণের ভালবাসা অতীব উদার—
অতীব মহান—
নাহি পরজ্ঞান সকলি আপন।
শক্তি আর বিশ্বামিত্রে প্রভেদ কোথায়,
উভয়ে সন্তান শিশু তারা
খেলাঘরে খেলিতে খেলিতে

বালক বুদ্ধিতে রোষবশে করেছে আমোদ!

অক্ষ। দিদি! ব্রাহ্মণের তত্ত্ব রাখ ফেলে!
ছিল ভাল
কে ঘুচাল শূদ্রত্ব আমার,
এনে দিল ব্রাহ্মণত্ব জড়ত্ব অসার— ?
পুত্র দুঃখে বুক ফেটে যায়
হায়! সম-ব্যথা কেহ না দেখায়!

অরু। কেন কাঁদ বোন!
যদি কাদ—
কাঁদ উচ্চৈঃস্বরে ধরণীর দুঃখ বিমোচনে—!
পরমাত্মা নিরঞ্জন প্রভেদ কাহার?
ভিন্নভাবে ভিন্নদেহে করেন বিহার—!
সম সুখ তাঁর—
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র
চণ্ডাল মুষ্টিক আদি
কিম্বা যত ক্ষুদ্র প্রাণী দেহে
সুখ দুঃখ সমান তাঁহার!
একভাব ভিন্নভাবে নাচায়ে সংসার জীবে,
আপনার খেলা ঘরে,
ক্ষুদ্র বালকের মত ভাঙ্গা গড়া
নানারূপ খেলিতে খেলিতে
পরম আনন্দে সদা পুলকে মগন!
পরমাত্মা পুত্রের তোমার
পরম আনন্দে রহে মুষ্টিক শরীরে!

ভাব ভঙ্গি !
বিশ্বামিত্র শাপ মঙ্গল কারণ—
পলে পলে কোটী কোটী জীব
মহানন্দে আসিছে সংসারে—
পলে পলে কোটী প্রাণীকুল
পশিতেছে ভীতি-ত্রস্ত কালের কবলে !
বিশ্বামিত্র অভিশাপ দিল
মুষ্টিকত্ব পুত্রেরা লভিল !
ছিল মৃত্যু গ্রাসে শত মুষ্টিক শরীর
শত ঘরে ক্রন্দনের রোল
শত মৃত্যুমুখী লভিল জীবন—
কি আনন্দ বোন শত নিরানন্দ ঘরে !

অক্ষ। হা অদৃশ্যন্তী, পুত্রবধূ মাতা
বড় অভাগিনী তুমি
কাঁদ মাতা কাঁদ উচ্চৈঃস্বরে
একাকিনী বিজন গহনে—
কাঁদি আমি তোমা তরে তাপস কুটীরে !
কেন জন্মেছিলি ব্রাহ্মণের ঘরে—
যেথায় সতত অসার বচন
নাহি মর্ম্মাঘাতে প্রতিকার !

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। অক্ষমালা ! বিশ্বামিত্রে কিবা দিব প্রতিকার ?
আমারে সে বাসে প্রাণাপেক্ষা ভাল,

বসিষ্ঠের সমকক্ষ হ'তে
ত্যজিয়াছে বিপুল বৈভব সনে রাজত্ব বিশাল !
ছেদিয়াছে মায়ার বন্ধন
হেন ভক্তে বসিষ্ঠ কি দিবে প্রতিকার !

অক্ষ। আশ্চর্য্য তাপস !
প্রবল অরাতি তব মহাভক্ত আজি—
শত্রু ভয়ে হ'য়েছ কাতর—
মহাঅরি মহাভক্ত তাই !
ভালবাস হে তাপস—প্রাণ দিয়ে ভালবাস,
ভালবাস পুত্রের দুর্দ্দশা—
ভালবাস অদৃশ্যন্তী মাতার ক্রন্দন—
ভালবাস অরাতির গর্ব্ব তিরস্কার—
মহাভক্ত বিশ্বামিত্র ভালবাস তারে,
ক্ষত্র গর্ব্বে ম্লান মুখ ব্রাহ্মণত্ব আজি—

উগ্রাচার্য্যের প্রবেশ।

উগ্রা। বল মা, বল মা, ওই কথা বল, ব্রাহ্মণত্ব নিস্তেজ হ'য়েছে, ক্ষত্রিয়ের কি দাম্ভিকতা ! ব্রাহ্মণের দুর্দ্দশা ক'রেছে ! ব্রহ্মর্ষি আপনাকে নমস্কার !

বসি। নমস্কার ব্রাহ্মণ—! ব্রাহ্মণের দুর্দ্দশা ?

উগ্রা। আর ব্রাহ্মণের দুর্দ্দশা, স্বচক্ষে দেখে এলুম, এতদিন জানতুম, ব্রাহ্মণে আঙ্গুলে না পৈতে জড়িয়ে, চোক পাকিয়ে, মেঘের মত গর্জ্জন ক'রে ক্ষত্রী বৈশ্য শূদ্রকে সব ভস্ম ক'রতো, কি দিন কাল পড়্লো, সব উল্টো ! ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে শাপ দিল, বিশ্বাস হ'ল না, দেখ্তে গেলুম,

দেখ্‌লুম কি জানেন, আমার কথা কি বিশ্বাস ক'র্‌বেন ?

বসি। তোমার কথা কেন অবিশ্বাস কর্‌বো ?

উগ্র। আর ব্রাহ্মণকে কে বিশ্বাস ক'র্‌বে ? এখন আপনাদের মধ্যে আপনা আপনি বিশ্বাস কর্‌তে হবে ? আর কোন্ ব্যাটাত মান্‌বে না ! ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের কাজ ক'র্‌তে গেলে আর আমাদের ডাক্‌বে না, নিজেরাই দশকর্ম্ম সার্‌বে ! ইস্ কি দেখ্‌লুম, কি দেখলুম ! আপনার একশ ছেলে ম'রে প'ড়ে র'য়েছে ! বউ মা ব'সে কাঁদ্‌ছেন। ব্রহ্মর্ষি, আপনিও ক্ষত্রিয়ের তেজ সহ্য ক'র্‌লেন ? আপনার মত আমার যদি ক্ষমতা থাকতো আমি ব্যাটাকে ছাই ক'রে ফেল্‌তুম, আর সেই ছাইএ শ্যাওড়া গাছ জন্মাতুম, হাঁ তবে রাগ যেতো,যে রাগ হ'য়েছিল—আঙ্গুলে পৈতে জড়ালুম, চোক রাঙিয়ে আগুন বার কর্‌তে কত চেষ্টা করলুম,কিছুতেই বেরুলো না।

অক্ষ। শোন শোন তপোধন
পুত্রগণ পুত্র-বধু মাতা
কি দশায় কাননে কাটায়।

উগ্রা। যা হবার তা হ'য়েছে ! এখন কর্ত্তাকে না টানে আমাকে তো নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে পাঠিয়েছে, আচ্ছা তুমি কাঁদ্‌ছো, উনিত কাঁদ্‌ছেন না, ওঁর কি সতিন পুত্র নাকি ! ব্যাটা, ক্ষত্রিয় ব্যাটা, বিশ্বামিত্র ব্যাটার কি অহঙ্কার ! আপনি সাহস পেলেন না। আপনি একটা প্রকাণ্ড দিগ্‌গজ তাপস, আপনি সাহস পেলেন না, আপনার ছেলে শক্তি সাহস পেলে না। হাতী গেল তলগড়, মশা মাপে জল ! ওরে বাপ কি কাল পড়েছে ? ব্যাটা বিশ্বামিত্র ! ভস্ম ক'রে ফেল্‌বো। আপনার সিকির সিকি বল্ থাক্‌লে ব্যাটাকে তখনি পুড়িয়ে ছাই কর্‌তুম।

বসি। ধীমান ! অকারণ রাগ ক'রোনা ! ব্রাহ্মণের ক্ষমা গুণই প্রধান।

উগ্রা। অকারণ ! রাজা ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাবে প্রতিজ্ঞা ক'রছে !

বসি। কি আনন্দ বল উগ্রাচার্য্য!
ক্ষত্র বিশ্বামিত্র
সশরীরে ত্রিশঙ্কু রাজায় পাঠাবে ত্রিদিবে—
ব্রাহ্মণের সাধ্য যজ্ঞ,
সম্পাদিবে ক্ষত্রিয় সন্তান!
পূর্ণ হবে মনস্কাম তার!

উগ্রা। বাস্ আমরাও পাত্তাড়ী গুটুই, ও ব্যাটারা আপনা আপনি কাজ সারুক, আর আমাদের মানবে কে? ডাকবে কে? আচ্ছা বাবা, আমিও উগ্রাচার্য্য শর্ম্মা উল্টো তুলসী দেবো, চটাং ক'রে শালগ্রাম ফাটুক; ব্যাটা ত্রিশঙ্কু অমনি স্বর্গ থেকে ধপাৎ, উল্টো তুলসী দেবো, হাঁ বাবা উল্টো তুলসী দেবো।

বসি। উগ্রাচার্য্য! ভূপতির পুরোহিত তুমি
চিন্ত কেন রাজার অনিষ্ট,
মহাপাপ কেন তুমি করি'ছ অর্জ্জন?

উগ্রা। আমার ভাতে হাত প'ড়েছে—আমার পেট উপবাস—আর মানবে না—আর পুরুত ব'লে ডাকবে না! ক্ষত্রী যদি যজ্ঞ ক'রে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে পাঠায়, কোন্ বেটা দশকর্ম্মে বামুন ডা'কবে? দোহাই ব্রহ্মর্ষি বাবা, আমায় একটা কিছু বাতলে দাও, বাস্ যেমন বলা অমনি রাজার ধপাৎ।

বসি। ছিঃ ব্রাহ্মণ।

উগ্রা। আরে ছি! আমি কি পাহাড়ে বোকা—তোমার ছেলে গুলোকে অক্কা পাওয়ালে—তোমার ক্ষমতা যদি থা'কতো—ব্যাটাকে পুড়িয়ে মারতে। তোমার খোষামোদ করা মিছে—! বেঁচে থাক্ আমার উল্টো তুলসী! উল্টো তুলসী দেবো বাবা! উল্টো তুলসী, যদি স্বর্গে ওঠে অমনি ধপাৎ। [নমস্কার করণ ও প্রস্থান।

বসি। অক্ষমালা ! চিন্তিত হৃদয় মম—
যজ্ঞেশ্বর তুমি নারায়ণ
পূর্ণ কর বিশ্বামিত্র নিদারুণ পণ।

অক্ষ। আর বলোনা তাপস !
তুমি বিশ্বামিত্রে কর আশীর্ব্বাদ !
পূর্ণ কর প্রতিজ্ঞা তাহার!
আমি যাই—ছুটে যাই—
ধরি অদৃশ্যন্তী জননীর গলা
কাঁদি উচ্চ রোলে অবিরল ;
আঁখি জলে ভিজাব তাহার হৃদি—
আঁখি জলে ভিজাবে আমার হৃদি—
কেঁদে কেঁদে মিটে যাক্ পুত্র-শোক জ্বালা।

[অক্ষমালার প্রস্থান।

বসি। শোন অক্ষমালা পাগলিনী।

[বশিষ্ঠের প্রস্থান।

অক্ষ। পুত্রশোক উন্মাদিনী ভগিনী আমার !
বিধি ! কিবা তব বিড়ম্বনা—
কষ্ট পায় আমার সন্তানগণ
কেঁদে মরে মমতায় অক্ষমালা বোন।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যানগর যজ্ঞস্থল—হোম-কুণ্ড—
মুনি-ঋষিগণ কুণ্ড পার্শ্বে উপবিষ্ট—
বিশ্বামিত্র, ত্রিশঙ্কু, নারদ,
মন্ত্রী ইত্যাদি।

ত্রিশ। তপোধন, বিধি বিড়ম্বন,
বৃথা মম যজ্ঞ আয়োজন !
এত আরাধনা
বার বার করিতেছ আহুতি প্রদান
তবু দেব আগমন
হ'লনা হ'লনা মম যজ্ঞস্থলে।

উগ্রা। দেখ মহারাজ ! আমার তুলসী দেবার ধুম, তুলসীর চোটে সব দেবতা নামাবো, সব দেবতা দব্দড়িয়ে নামাবো—(জনান্তিকে) আমার উল্টো তুলসী প'ড়ছে আর দেবতারা স্বগ্‌গে ডিগবাজী খাচ্ছে,আর পালাচ্ছে, ভূত নামাবো বাবা, ভূত নামাবো বাবা, ব্যাটা বিশেমিত্তির—ব্যাটা বিশে-মিত্তির।

বিশ্বা। ত্রিশঙ্কু ধীমান, ত্যজ অভিমান !
সশরীরে স্বর্গে যাবে
দেবতার প্রাণে নাহি সবে।
লক্ষ্মীকান্ত বিষ্ণু এস এস যজ্ঞেশ্বর !
তব আগমন বিনা, নষ্ট যজ্ঞ মম !
এস মহেশ্বর বৃষভবাহন !

পদ্মযোনি এস হে ব্রহ্মণ !
দেবরাজ ইন্দ্র ! এস দলে বলে—
ত্রিশঙ্কু রাজার যজ্ঞস্থলে—
যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞ পূর্ণ কর—!

উগ্রা। (জনান্তিকে) ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ভূতানি প্রেতানিচ শাঁক-চুন্নীনিচ, তাড়াতাড়ি এস আমার তুলসী যেন নষ্ট না হয়।

নারদ। বিশ্বামিত্র! অভিমান ত্যাগ কর। তুমি সবিকল্প যোগী তোমা সম্পাদিত যজ্ঞে এত দেব দেবীর আগমন সম্ভব নয়।

উগ্রা। (জনান্তিকে) দেবতা আস্‌বে তার বাবার সাধ্য কি ? সব ভূত জড় কর্‌বো, তবে বাবা উল্টো তুলসী থামাব। ব্যাটা বিশেমিত্তির। ব্যাটা বিশেমিত্তির!

বিশ্বা। দেবর্ষি! সম্ভব নয় সত্য, বুঝ্‌তে পার্‌ছি দেবতারা ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে যেতে দেবেন না !

উগ্রা। আমি তুলসী পাতায় মহারাজকে স্বর্গে পাঠাব; (স্বগতঃ) ব্যাটা বিশেমিত্তির, ব্যাটা বামুন হবে, যজ্‌মান কাড়্‌বে, ব্যাটা ক্ষত্রি থেকে বামুন হবে, ব্যাটা বিশেমিত্তির শূদ্দুর কর্‌বো, শূদ্দুর কর্‌বো, ক্ষত্রী ব্যাটা দম্‌বাজী যদি মিছে হয় আমার ঠাকুর পূজো খায়, আর এক চপেটাঘাতে বিশেব্যাটাকে ভূমিসাৎ।

নারদ। তুমিও পাগল,—সশরীরে তপঃশূন্য ত্রিশঙ্কুকে কেমন ক'রে স্বর্গে পাঠাবে ? তপঃবলে সমাধিস্থ লোক স্বর্গে যান !

উগ্রা। তুলসীর হোম—তুলসীর হোম (স্বগতঃ) বাবা সড় সড় ক'রে সব অপদেবতা নামাবো, অযোধ্যা ভরে ফেলবো।

বিশ্বা। মুনিবর ! জানি ভাল—
সম্ভব বা অসম্ভব বিশ্বামিত্রে কিবা ?

করিয়াছি পণ
মম তপঃ পণ ;
এস এস যজ্ঞস্থলে এস দেবগণ !
ঋষিগণ ! উচ্চ মন্ত্র উচ্চারণে
দাও দাও প্রচণ্ড আহুতি।

ঋষিগণ। স্বাহা—(আহুতি প্রদান)।

উগ্রা। আমিও তুলসীর আহুতি দিচ্ছি ; (স্বগতঃ) উল্টো তুলসী, মন্তর পড়ছি না।

নারদ। (স্বগতঃ) বিশ্বামিত্রকে রাগিয়ে আমি জগতে যোগপ্রভাব প্রচার ক'র্‌বো ; দেবগণ ! বল্‌ছি ভালোয় ভালোয় এস, মনে করো না আমি যজ্ঞ পণ্ড ক'র্‌তে এসেছি, স্থির জেনো—বিশ্বামিত্র একটা বিভ্রাট ঘটাবে ! বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সহায়।

বিশ্বা। দেবতা মণ্ডল !
আসিলেনা মম আবাহনে—
তবে দেখ সবে কুতূহলে
ইষ্টদেব সাক্ষী হও !
পূর্ণ কর ভক্তের বাসনা।
(আহুতি লইয়া) যজ্ঞ কুণ্ড ভেদি উঠ উঠ যজ্ঞেশ্বর !

নারদ। বিশ্বামিত্র রাজর্ষি ! দেখ কি রকম ঝড় উঠেছে ! উনপঞ্চাশ পবন ছুট্‌ছে ! প্রলয়ের ঝড় সৃষ্টি বুঝি ধ্বংস হয়, শোন শোন বজ্রের নিনাদ শোন, আজ প্রলয় দেবরোষে আজ সৃষ্টি ধ্বংস হয়।

প্রথম রক্ষীর প্রবেশ।

১ম রক্ষী। মহারাজ ! মহারাজ ! সর্ব্বনাশ হ'ল ! সরযূর বান ডেকেছে ! নগর ডব্‌লো—। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় রক্ষীর প্রবেশ।

২য় রক্ষী। যজ্ঞস্থল ডুব্‌লো, ডুব্‌লো! ভয়ানক জলপ্লাবন।

তৃতীয় রক্ষীর প্রবেশ।

৩য় রক্ষী। সমস্ত লোক মারা যায়! বড় কোলাহল! ভয়ানক বান, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, ঐ দেখুন—হুহুঙ্কারে জলপ্লাবন আস্‌ছে!

[প্রস্থান।

উগ্রা। (স্বগতঃ) লাগ্‌ লাগ্‌ বাবা আমার উল্টো তুলসী, ভূতের খেলা—ভূতের খেলা বাবা! ব্যাটা বিশেমিত্তির, ক্ষত্রীর অহঙ্কার চূর্ণ হ'ক! বামুনের অন্ন মারা, ধর্ম্মে সবেনা—ধর্ম্মে সবেনা, ব্যাটা বিশেমিত্তির!

নারদ। মহারাজ! যজ্ঞ বন্ধ কর—
অযোধ্যা রক্ষার চিন্তহ উপায়!

উগ্রা। সব তুলসী দাও, (স্বগতঃ)
তাড়াতাড়ি ডুবুক তাড়াতাড়ি ডুবুক! বামুণের
মান রক্ষা হ'ক!

ত্রিশ। হায় অহঙ্কারে মম—
দেবরোষে অযোধ্যার ধ্বংস সুনিশ্চয়!

বিশ্বা। উঠ উঠ শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী
সবিতৃমণ্ডল মধ্যে—
উঠ উঠ বিষ্ণু, উঠ পদ্মদলে
উঠেছিলে প্রলয়ে যেমন!

বিষ্ণুর আবির্ভাব।

উগ্রা। আমার তুলসীর চোট—আমার উল্টো তুলসীর চোট—

পাতাল ফুঁড়ে কোন্ নাগ এলে বাবা! (সভয়ে) আস্তিকস্য মুনির্মাতা! আস্তিকস্য মুনির্মাতা!

বিশ্বা। মহারাজ! সরযূর স্তম্ভিত প্লাবন!

নারদ। সব যে ন'ড়ছে—ভূমিকম্প—ভূমিকম্প—!

উগ্রা। বড় বড় তুলসী আন—বড় বড় তুলসী আন—ছোট তুলসীর কায নয় বাবা! বাসুকির মাথা টলেছে—বাসুকীর মাথা টলেছে—নাগেশ্বর কাঁধ বদ্‌লাছেন—ব্যাটা বিশেমিত্তির। ব্যাটা বিশেমিত্তির!

বিশ্বা।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধর তুমি চক্রধর—
কোথা ভূমিকম্প?
স্তব্ধ হও সমীরণ—থেমে যাও প্রলয় পবন।
বজ্রজ্বালা নিভে যাও!
অশনিনিনাদ মহাশব্দে হও লয়!
উঠ দিবাকর সহস্র কিরণে—
ভেদি অন্ধকার নাশ তমঃ!
এসনা এসনা মম যজ্ঞে
হিংসা বিষে জর্জ্জরিত দেবতামণ্ডল!
ঈর্ষাহীন দেবদেবীসহ
সৃজিব ত্রিদিব নব।

নারদ
বিশ্বামিত্র!
সৃষ্টিকর্ত্তা, ব্রহ্মমূর্ত্তি কর সম্বরণ,
ভীতিত্রস্ত সমগ্র ভুবন।

উগ্রা। হাঁ তুলসীর চোট সামলাও—! চুপ কর দেবর্ষি, ব'কোনা—!
(স্বগতঃ) উল্টো তুলসী কি হ'লো রে!

বিশ্বা।
মহারাজ! এস এস আহুতির মুখে—

উঠুক আহুতি ধুম—
যাও যাও দিব্যধামে।

উগ্রা। ছুটো তুলসী সঙ্গে দিই— ছুটো তুলসী সঙ্গে দিই-মহারাজকে চেলে দিই।

ত্রিশঙ্কু রাজার উত্থিত হওন।

উগ্রা। স্বর্গে চল্লেন যে, প্রাচিত্তির হয়নি—আমার কড়ি আমার কড়ি—বরাটক! বরাটক।—

(আকাশবাণী।

সাবধান গর্ব্বদৃপ্ত বিশ্বামিত্র! ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে
পাঠিও না, সৃষ্টি সংহার ক'রবো।

বিশ্বা। যদি শক্তি ধর, জগৎ সংহার কর—
প্রতিদ্বন্দ্বে হের বিশ্বামিত্রে কত বল।

ত্রিশ। (উর্দ্ধ হইতে) তপোধন বজ্রাঘাত—
ভয়ে ভীত আমি।

উগ্রা। ধেনু মূল্য দিন—ধেনু মূল্য দিন—নতুন রাস্তা হ'চ্চে—বৈতরণী পার হ'য়ে যাবেন—সোজা রাস্তা।

বিষ্ণু। অসম্ভব ভূপতির ত্রিদিব গমন!

বিশ্বা অসম্ভব!
তবে মিথ্যা যোগ।
মিথ্যা তপোবল তবে—
তবে যজ্ঞেশ্বর তুমি অসম্ভব ভবে!
হও লয়—
বিশ্বামিত্র ঘটাবে প্রলয়! (বিষ্ণুর অন্তর্দ্ধান।)

দেবতামণ্ডল !
নির্ব্বিবাদে স্থান দাও ত্রিশঙ্কু রাজায় !
খোল খোল স্বর্গদ্বার।

উগ্রা। হাঁ হাঁ দোর খুল্‌ছে—দোর খুল্‌ছে—সে কি মিত্তিরজা ! এখনো দক্ষিণান্ত হয় নি—দোর খু'লবে কি ? মহারাজ ! ফেলে দিন—দক্ষিণা ফেলে দিন !

(বজ্রধ্বনি)

বিশ্বা। এত দম্ভ !
বজ্রজ্বালা বিশ্বামিত্রে দেখাও দেবেন্দ্র !
দাও দাও প্রচণ্ড আহুতি দাও—
মন্ত্র দাও আহুতির মুখে !
ভস্ম হ'ক মন্ত্র যত পবিত্র অনলে !
শান্ত হও ত্রিশঙ্কু রাজন্ !
ঋষিগণ, হোমানল কর নির্ব্বাপণ—

(অগ্নি নির্ব্বাণ হওন।)

উঠুক হোমের ধূম !
ত্রিশঙ্কু রাজন্ !
কর স্বর্গদ্বারে পদাঘাত—
নিভে যাও সহস্রকিরণ !
দেখ চেয়ে গগনের গায় –
ধাও ওই পথে ! [ত্রিশঙ্কুর অন্তর্দ্ধান।

বেগে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর প্রবেশ।

বিষ্ণু। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও—
শান্ত হও বিশ্বামিত্র !

বিশ্বা। শান্ত হ'ব?
বিশ্বামিত্র দুর্দ্দান্ত অশান্ত!
হিংসা-জর্জ্জরিত স্বর্গ নাহি প্রয়োজন!
(স্বর্গের আবির্ভাব)
হের হের জ্যোতির্ম্ময় নূতন ত্রিদিব!
হের হোমানলে উঠিছে ধরিত্রী—
নারিকেল বৃক্ষ উঠ—
(নারিকেল বৃক্ষের আবির্ভাব
নর নারী করিব সৃজন—
উঠ সজিনা তমাল তাল—
(সজিনা বৃক্ষের আবির্ভাব)
উঠ উঠ ভূমি ভেদি মূল!

বিষ্ণু। বিশ্বামিত্র দেবতার রাখরে সম্মান!

বিশ্বা। অনুরোধ ক'রনা আমারে—!
নেহার নূতন সপ্তর্ষিমণ্ডল।
হের নারায়ণ!
(সপ্তর্ষিমণ্ডলের আবির্ভাব)
বিংশতি অধিক সপ্ত নক্ষত্র বিকাশ!

বিষ্ণু। শক্তিধর! মম অনুরোধ ধর, তব স্বর্গ লয় কর—
স্বর্গ সম ওই সপ্তর্ষিমণ্ডলে
দাও স্থান ত্রিশঙ্কু রাজায়
কীর্ত্তি তোর গাহিবে ত্রিলোক!

[সকলে। জয়! বিশ্বামিত্র রাজর্ষির জয়!!!

বিশ্বা। পূর্ণ হ'ক নারায়ণ বাসনা তোমার!

সকলে। জয় বিশ্বামিত্র রাজর্ষির জয় !

[বিষ্ণু ও ইন্দ্রের প্রস্থান।

বিশ্বা। অন্ধকার হেরি চারিধার !
ঘূর্ণ্যমান মস্তিষ্ক আমার—
মদমত্ত সহস্র মাতঙ্গ শক্তি
আছিল শরীরে মোর !
কেবা করিল হরণ !
শক্তিহীন নাহি শক্তি চালিতে চরণ !

বিশ্বা। আশীর্ব্বাদ কর তপোধন !
কোথা গেল আলো ! কোথায় সে জ্যোতি ?
পরম পুলক মাঝে স্নিগ্ধ জ্যোতিময়
আছিল সতত হৃদি—
কোথা সে আনন্দ—সে আলো—সে জ্যোতি !
কাল যায় চল—চল ত্বরা,
হে ব্রাহ্মণ ! সার ধন রাখিয়াছ—
সঙ্গোপন নিজের কারণ !
অসার ক্ষত্রিয় দম্ভ—
রাজ্য-লোভ
কামিনী কাঞ্চন সতত সম্ভোগ
দানি অজ্ঞান ক্ষত্রিয়ে
রাখিয়াছ অতন্ত তিমিরে !
অজ্ঞানতা ছুটিছে ক্ষত্রের—

রক্ষা কর

সার ধন ব্রহ্মজ্ঞান—!

বশিষ্ঠেরে প্রতিহিংসা দিতে প্রত্যর্পণ—

বিশ্বামিত্র যোগবলে করিবে হরণ !]

পটক্ষেপণ

চতুর্থ অঙ্ক।

* প্রথম গর্ভাঙ্ক। *

নদী-তীর।

সমাধিস্থ বসিষ্ঠ পুত্রগণের দেহ পতিত
যষ্টিহস্তে অদৃশ্যন্তী আসীনা।

অদৃ। আর কতকাল জগজ্জননী!
চিতানলে নন্দিনীরে করিবে দাহন?
আর কাঁদিতে অক্ষম
নাহি অশ্রু পোড়া চোখে!
মরুভূমি বুকে
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডদগ্ধ
জ্বালাময় নিরাশার বালুকা তরঙ্গ শুধু—
ফিরে যথা হুহুঙ্কারে—
তেমতি জননি!
নিরাশা দুর্জ্জয় বিকট গর্জ্জনে—

তুলিয়াছে হৃদিমাঝে ঝটিকা প্রবল!
বুঝি ভাঙ্গে সন্তপ্ত হৃদয়!
কত ধৈর্য্য ধরি মাতা,
পড়ে আছে ধূলিশয্যা পর পতির শরীর,
পড়ে আছে প্রাণহীন ভ্রাতৃগণ তাঁর!
নাহি নিদ্রা।
আসিলে যামিনী
যষ্টিহস্তে খেদাই কুক্কুর শিবা!
দিনমান হ'বে, করি গঙ্গাদান
ফুল আনি,পূজি পতির চরণ,
ফল আনি নিবেদন করি সবে।
এমন শ্মশানে মাতা! আর কত দিবি জ্বালা?
সমাধিস্থ দেহ সব এই সে ভরসা!
এই সে ভরসা মাতা!
রহি একাকিনী নির্জ্জন তটিনীকূলে!
একি! আসে কারা—
গাহে বিলোল সঙ্গীত!

গীত গাহিতে গাহিতে ভোলাই, রমাই, মাধোই প্রভৃতি মুষ্টিকগণের প্রবেশ।

মুষ্টিকগণ। গীত।

ল্যাংটা বাবা নেচে বেড়ায় সদাই ধেই ধেই।
ফুকরে শিঙার জগৎ জাগায়,
ব্যোম ববব্যোম বদন বাজায়,

হাড় কুড়িয়ে মালা প'রে
শ্মশান মশান কেবল ফিরে
চিতের ছাই দেখলে মাখে, কোন বিচার নেই॥

রমা। আরে ভোলাই! দেখ দেখ কেমন মেইয়া লোক এক্টা।

ভোলা। দাদোরে এটা পেত্নী নিচ্চয়! দেখ দাদো, কত মুদ্দো আছেরে পড়ে!

রমা। আরে ভোলাই, হামার যে পরাণটা ভালবাস্তে চাইছেরে! এযে হামার পরাণ জুড়াবে রে!

মাধো। আরে ভোলাই! কত কাপড় মাগিটে লেবেরে!

রমা। আরে ভোলাই! হামার যে পরাণ আন চান কর্ছেরে!

অপর সকলে। আনচান কর্ছে রে—অনচান কর্ছে রে!

পুনঃ গীত।

চোখ্ দুটো লাল করচক্ষা,
নীল বিষেতে ঢলছে গা,
করতাল দিচ্ছে নেচে হরিবোলে
মড়ার মদ নিংড়ে নিয়ে মড়ার কপালে
হেসে সারা ঢুক্ ঢুক্ অমৃনি পিয়েই॥

অদৃ। দুঃখিনী দুহিতা কাঁদে!
নিস্তারিণী তার মা সঙ্কটে।

রমা। ভোলাইরে মাধোইরে—কেমন টুক্ টুকে চান্মুখ দেখ্রে! হামার পরাণ গেছেরে—হামার পরাণ গেছেরে! ওগো তুহি যদি পেত্নী হস্—হামারে পেত্নী করে নে—হামি তোরে মাথাতে রাখ্বে—বুকে রাখ্বে, আয় আয় টুক টুকে ধন!

অদৃ। দেখ্ছনা আমি ব্রহ্মচারিণী? আমার কাছে এস না!

রমা। হাঃ হাঃ হাঃ বেম্মিদৈত্যিরে—তুহি এস, হামার বুকের ধন বুকে এস! হামি বেম্মিদৈত্যি ধর্‌বো—দেখরে—ভোলাইরে, কেমন মুখ দেখরে!

অপর সকলে। কেমন মুখ দেখরে! কেমন মুখ দেখরে!

অদৃ। কে আছ কোথায় রক্ষ অবলায়!
কোথা তারা! বিপদবারিণী মাতা?
নিস্তারিণী, তার মা সঙ্কটে!

রমাই। মন্তর পড়েরে, মন্তর পড়েরে!

অপর সকলে। (সুরে) মন্তর পড়েরে মন্তর পড়েরে!

অদৃ। ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না মোরে.
ক্ষমা দেরে পদে ধরি তো সবার!
রক্ষা কর, রক্ষা কর কোথা দয়াময়ি!
রক্ষ ইষ্টদেবি, রক্ষ গুরুদেব!

বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। ভয় নেই মা, ভয় নেই মা!
ফট্ স্বাহা। (জল সিঞ্চন)।

মুষ্টিকগণ। আরে এ কেটারে!
আনন্দ আনন্দ!
উঠ পরমাত্মা—
আর নিষ্পেষিত রহিতে না পারি—
ভেদি তমঃ, মহানন্দে উঠ
বিমল আলোকে!

(মুষ্টিকগণের পতন ও মৃত্যু)

বসি। বংশের দুলাল সবে
জেগে উঠ সমাধি ভাঙ্গিয়া!
(মৃতদেহগণের জীবিত হওন)
কর পান তারার চরণামৃত সুধা-সঞ্জীবনী!
হের ধরাতলে—
তোমাদের সবাকার মৃষ্টিক সশরীর।
অগ্নিযোগে সত্বরে সৎকার কর—
করহ তর্পণ!
বৎস! জন্মিয়াছ ঋষিকুলে
তপের প্রভাবে ঘোর অহংজ্ঞানে
দোষ শূন্য জনে
অভিশাপ দানে ভুঞ্জিয়াছ প্রতিফল!
মাতা অদৃশ্যন্তি!
তোমা সম গুণবতী সতী ধরায় বিরল!
কতকাল
অনাহারে অনিদ্রায় বিজন কাননে
সমাধিস্থ দেহ সব করেছ রক্ষণ!
তব কষ্ট করিয়া স্মরণ
পাষাণ প্রতিমা তারার নয়নে
ঝরিয়াছে জল!
তাই মুক্ত শাপে রাহুমুক্ত শশী সম
বংশের নিদান যত মম!

অরু। বৎসগণ! তোমরা ব্রাহ্মণ সন্তান! ক্ষমা আর ধৈর্য্য গুণই ব্রাহ্মণের ভূষণ—তোমরা অভিশাপ দানে তা হারিয়েছ!

শক্তি। মাতা পাদপদ্মে করি নিবেদন—!
কতদিন শুনেছি শ্রীমুখে—
কার্য্য-স্রোত বিধির বিধান—
নহে মানবের আয়ত্ত অধীন!

বসি। বৎস!
সারহীন এ যুক্তি তোমার!
ব্রাহ্মণত্বে অন্তরায়—যোগ মার্গে অরি
অহং জ্ঞান
পদে পদে পরীক্ষা করিতে—
প্রিয়তর আত্মা হ'তে
ছলনা আকারে
ফিরিতেছে জীবের সম্মুখে!
পরীক্ষা দারুণ—
নানাছলে রিপুদলে করিতেছে উত্তেজনা,
শুধু বিবেকবিচার
প্রতিপদে রক্ষিবে মানবে!
যোগ মার্গ জ্ঞানের সাধন
সে সাধনে ধীরে ধীরে হ'বে ব্রহ্মজ্ঞান!

এই গর্ভাঙ্ক অভিনীত হওয়া নিতান্ত উচিত, কেবল সময় সংক্ষেপার্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিষ্ণুলোক—পদ্মশোভিত কক্ষ।

(বিষ্ণু ও ইন্দ্র)

ইন্দ্র। হে গোলোক পতি!
উপায় বিধান কর
নহে সৃষ্টি ধ্বংস হবে!
অহঙ্কার প্রতিমূর্ত্তি দাম্ভিক ক্ষত্রিয়
স্রষ্টাবরে রাজর্ষি হইয়ে
দম্ভ ভরে যজ্ঞ ক'রে
সশরীরে ত্রিশঙ্কু রাজায় ত্রিদিবে পাঠায়—
রাজর্ষির গর্হিত আচারে—
যবে দেবদল স্বর্গদ্বারে প্রবেশিত বারে—
করহ স্মরণ বিপদ-বারণ!
বলিনা ইন্দ্রের কথা—
তব প্রতি তার কিবা আচরণ?

বিষ্ণু। আচরণ নিতান্ত গর্হিত!

ইন্দ্র। ক্ষত্র গর্ব্বে
পিনাকির হেরিয়ে শঠতা—
ব্রহ্মবরে ব্রাহ্মণত্ব করিতে অর্জ্জন,
বীরগর্ব্বে ধনুর্ব্বাণ দিল ফিরিইয়া,
করি সর্ব্বস্ব বর্জ্জন যোগ নিমগন!
পাঠাইনু মেনকা অপ্সরা
হেরি যারে ত্রিভুবন হয় উন্মাদের প্রায়—

পায় পায় ফিরিল তাহার—
কিন্তু হায়! কি জানি কি শক্তির প্রভায়,
জ্ঞান চক্ষু ফুটিল আবার!
অনায়াসে মায়াপাশ করিল ছেদন!
দর্পহারি, হর দর্প তার!
দম্ভভরে ব্রাহ্মণত্ব করিতে অর্জ্জন,
ঊর্দ্ধ বাহু—
শূন্য আলম্বনে বায়ুভূক্ হ'য়ে
হিমাদ্রির তুষার মাঝারে—
বিশ্বামিত্র তপস্যা-মগন!

বিষ্ণু। জীমূত-বাহন,
ক্ষত্রিয়ের কঠোরতা অদ্ভুত শ্রবণ!

ইন্দ্র। বিঘ্নবিনাশন শ্রীমধুসূদন,
হর ত্রাস,
দেবতার বিঘ্ন কর নাশ!
ব্রাহ্মণত্ব যদি ক্ষত্রিয়ের হয়
দেবত্বের গর্ব্ব হ'বে লয়!
ক্ষত্রিয় সন্তান—
দম্ভভরে যজ্ঞে তুলে বিষ্ণু অবতার!
দেবতারে রোষে—
ক্ষত্রিয়ের ভীষণ আক্রোশে!
রাখিতে রাজায় ব্যোমদেশে
সৃজিল নূতন স্বর্গ
নব-সপ্তর্ষিমণ্ডল, সাতাশ নক্ষত্র সনে!

বিষ্ণু। সেই স্মৃতি প্রকটিলে এখনো স্মরণে—
বিশ্বামিত্রে ভয় করি মনে!

ইন্দ্র। বিশ্বামিত্র হইলে ব্রাহ্মণ—
কথায় কথায়—
রসাতলে দিবে দেবতায়!
কত স্বর্গ, দেব দেবী কত
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর করিবে সৃজন।
কি উপায় চিন্তা কর চিন্তামণি?

বিষ্ণু। ঋষিগণে দেবগণে মিলি
কর ব্রহ্ম আরাধনা।
পদ্মযোনি পরিতুষ্ট হ'লে,
মাগি লবে স্বর্গের কল্যাণ!

ইন্দ্র। যা' হবে—তা' হবে,
নারায়ণ! বিপদ-বারণ! দাও আজ্ঞা,
বিশ্বামিত্র-তপঃভঙ্গ অতি প্রয়োজন!
পুনঃ পাঠা'ব অপ্সরাদলে,
দিব্যাঙ্গনা রক্ষিবে মহিমা,
মহাভয়ে অস্বীকৃতা ঘৃতাচী মেনকা উর্ব্বশী যদিও
পাঠা'ব রম্ভায়, যার রূপের প্রভায়—
দগ্ধ হ'বে রাজর্ষির কঠোর তপস্যা!

বিষ্ণু। শচীপতি! কর ত্বরা!
মহাযোগে বিশ্বামিত্র টানে
প্রলয় পয়োধি জলে
টলিতেছে পদ্মদলে ব্রহ্মের আসন!

সদানন্দ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মা বুঝি মুক্তকর—
ব্রাহ্মণত্ব দিতে !
মনোরথ গতি সবে—
চল, চল ব্রহ্মের সদন।

ইন্দ্র। সিদ্ধি লাভে কর আশীর্ব্বাদ !

[প্রস্থান।

বিষ্ণু। দেবরাজ, কি অভাব তব ?
তুমি দেবতার পতি—
ভেবে দেখ বিশ্বরাজ্যে ধর্ম্মের দুর্গতি—
কেবা ব্রহ্মা, কেবা বিষ্ণু, কেবা মহেশ্বর ?
যোগী ব্রাহ্মণত্ব পেলে,
স্থূল দেহ অনন্তে বিলীন হ'লে,
পায় মহামায়া কোল—
সৃজনের নিগূঢ় রহস্য !
ব্রাহ্মণত্ব বসি' সেথা হেরে
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে—
দেব দেবী চরাচরে ভূচর খেচরে
সকলি সমান !
টুটে যায় মায়ার বন্ধন
পরমাত্মা ছুটেছে যে মহান্ উদ্দেশে
গতি তার কেবা করে রোধ ?
ক্ষুদ্র ব্রহ্মা, ক্ষুদ্র বিষ্ণু, ক্ষুদ্র মহেশ্বর
সঙ্কীর্ণতা নাহি চাহে জীবে।

নারদের প্রবেশ।

বিষ্ণু। দেবর্ষি! সংবাদ কি?

নার। ঠাকুর! বল্‌ছিলাম কি সংবাদ ভাল! চোরকে বল চুরি ক'রতে, আর গৃহস্থকে বল সজাগ হ'তে! দেবরাজকে কোমর বেঁধে ছোটালে, আবার শতক্রমীর ঘরে বসে বিশ্বামিত্রের ক্ষিদে হজম ক'রছো!

বিষ্ণু। এটা কি ভাল হ'ল না?

নার। অপ্সরাদের বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ লাগান—না ইন্দ্রকে লোভ দেখান, কিম্বা রাণী শতক্রমীপ্রদত্ত ফলাহারে বিশ্বামিত্রের ক্ষুধা হরণ? আমি সব কটাই ভাল দেখি—চক্রও গোল ঠাকুরের কাযগুলোও গণ্ডগোল!

বিষ্ণু। আমি কি গোল বাঁধালুম দেবর্ষি?

নার। অত মিষ্ট সুরে বলো না! আমার ভয় হয়—এ ভবঘুরেকে আবার কোথা ফেল্‌বে! আচ্ছা ঠাকুর! বল তো—যে বিশ্বামিত্র অনাহারে অনিদ্রায় বরফের মাঝে ঊর্দ্ধবাহু শূন্যাবলম্বনে ষট্‌চক্র ভেদ ক'রে ব্রহ্ম-জ্যোতিতে মগ্ন—তার পেছনে কেন স্বর্গের অপ্সরাদের লাগান? যে আগুনে দেবতারা ঝল্‌সায়, তায় একটা মানুষ ঝল্‌সাবে না?

বিষ্ণু। পরীক্ষা ক'রে আসল নকল চেনা দরকার।

নার। চিন্‌তে চিন্‌তে আসল যে ঠিকানা দাখিল হয়! আচ্ছা ঠাকুর, বিশ্বামিত্রকে না হয় সে যোগ করছে ব'লে, পরীক্ষা ক'র্‌ছ? রাণী শতক্রমীকে কেন কষ্ট দিচ্ছ?

বিষ্ণু। আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির জন্য! বিচ্ছেদ না হ'লে মিলনের সুখ নেই! কষ্ট না পেলে সুখের আস্বাদ পাওয়া যায় না। নারদ আমি আসি—

ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মলোকে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে আমায় যেতে হ'বে! বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ হ'তে পদে পদে দেবতারা বাধা দেবে!

নার। যাহ'ক ঠাকুর! তোমার ধাতটাই গোলমেলে!

বিষ্ণু। দেবর্ষি! কথাটা ব'লে জিতে গেলে!

নার। ঠাকুর! গোলমালে আমি আপনার অনেক কনিষ্ঠ! ছায়ামাত্র। বাসব! তুমি বিষ্ণুর চক্র বুঝলে না! পরমপিতার মনোভাব বিষ্ণু বিষ্ণুলোক হ'তে বুঝতে পার্‌লেন না বড়ই আশ্চর্য্য! দেবরাজ! কেন তুমি স্বর্গের আধিপত্য লয়েছিলে—তোমার বিপদ মর্ত্ত্যলোকে! অসুরে আর বড় উপদ্রব কর্‌ছে না! এখন মানব দেবতার শত্রু হ'ল! বিশ্বামিত্রের তপস্যা তোমার ভয়ের কারণ! আবার ও দিকে মহারাজ অম্বরীষ শত অশ্বমেধ সম্পাদন ক'রে তোমার সমকক্ষ দ্বিতীয় শতক্রতু হচ্ছেন! সকলেই তোমার ইন্দ্রত্ব লয়ে গোলযোগ করবে! কোন্ দিক রক্ষা করবে দেবেন্দ্র?

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত।

ঊর্দ্ধবাহু শূন্যাবলম্বনে বিশ্বামিত্র।

বিশ্বা। হের, হের মন! নেহার নয়ন!
কি সুন্দর আলোক ভুবন।
স্নিগ্ধ মনোরম আলো—
কোটীসূর্য্যদীপ্তি-দীপ্ত শান্তির আগার।

শোন শোন মন ! শোনরে শ্রবণ !
ঊর্দ্ধে কত যন্ত্রধ্বনি, হতেছ আকুল !
উঠ উঠ মন !
কি সুন্দর সৌরভপূরিত দেশ —
ঊর্দ্ধে—ঊর্দ্ধে—কত ঊর্দ্ধে—ওই ওই স্থান !
ওই স্থানে শোন সাগর কল্লোল,
ওই কোথা পদ্মদলে দেবতামণ্ডল,
যোগাসনে পদ্মযোনি।
ওঠ মন ! শ্রেষ্ঠ নিধি করিতে দর্শন !

রম্ভা ও অপ্সরাগণের প্রবেশ ও গীত।

অপ্স। গীত।

নয়নে ঢালিয়ে দিছি মোহিনী অঞ্জন।
তুমি থাক ফুল শয়নে
ঘিরে রাখি মোরা স্বপনে।
আবেশে-অবশ হিয়া ধরা দিবে হৃদিরঞ্জন॥
এ কুসুম-দেহ কুসুমিত তরু,
এ ভুজ বল্লরী লতা জড়িত চারু,
চঞ্চল-অরুণ-ঊষা চুম্বিত আলো—
ভ্রমর আকুল, আকুল ফুল কুল
প্রফুল্ল ফুল দুলে লোচন খঞ্জন।

বিশ্বা। ভয়াতুর মন।
থর থর্ কাঁপিছে চরণ !

তেজঃপুঞ্জ যোগীবর—
চারিদিকে জ্যোতি-রশ্মি হ'তেছে স্ফুরণ !

বিশ্বা । তপঃ-তপঃ-তপঃভঙ্গ হোল !
এহেন নির্জ্জন পর্ব্বতগহ্বরে
কেন হেন কোলাহল !
একি ? মোহিনী মুরতি ! দিব্যাঙ্গনা—
কেরে তুই কামের ছলনা –
ঘন হান নয়নের বাণ ?

রম্ভা । হে রাজর্ষি ! ক্ষমা কর—ধরিহে চরণে !

বিশ্বা । কর্ম্মফল তোর—
অপ্সরা পাষাণী ভব !

রম্ভা । দেবরাজ ! তব দোষে রম্ভার দুর্গতি !
কে আছ কোথায় ?
এস ত্বরা রক্ষা কর অপ্সরায় !
ঋষিশাপে অপ্সরা পাষাণী হ'ল !
এলে না দেবেন্দ্র—?
এলে না গো দেবতামণ্ডল ?
কোথায় দেবেন্দ্র !
কোথায় জলধিনাথ ! কুবের কোথায় !
কোথা তুমি হে পবন !
কোথা কার্ত্তিকেয় দেব সেনাপতি !
কোথা দেবসৈন্য ?
আসলে না রক্ষণে আমার ?
সবে মিলে, ছলে বলে—

অপ্সরার দুর্গতি করিলে!
হৃদ্‌পিণ্ড ভার মোর—
আঁথি স্থির হ'ল—
অসাড় রসনা—
শীতল শীতল—
ভার বোধ—শিথিল শরীর!
যোগী! অভিশাপে করিলে পাষাণ?
ঘোর অত্যাচার!
রহিব পাষাণ—নষ্ট তব যোগের প্রভাব!

(পাষাণে পরিবর্ত্তিত)

আকাশবাণী। রম্ভা! নিয়তির চক্র—শোক করোনা! পাষাণ হবে জেনে, কোন সতী রমণী তোমায় স্পর্শ কর্‌লে তুমি শাপমুক্ত হবে!

বিশ্বা।

অপ্সরা! অপ্সরা!
আছ কে কোথায় আর!
এস, ত্বরা
বিশ্বামিত্রে করিতে ছলনা!
এস, লাভ কর রম্ভার দুর্গতি!
আরে হীনমতি দেবতা মণ্ডল!
কি হ'ল, কি হ'ল?
কেন মম অস্থির অন্তর?
অন্ধকার হ'ল কেন আলোক-আগার!
শূন্য! শূন্য হৃদয় আমার!
ক্রোধ! তোর বশে
তপস্যায় দুরবস্থা হ'য়েছে আমার!

অসহ্য অসহ্য !
কহিছে অন্তর 'আত্মহত্যা কর ।'
ঘুচেছে ব্রাহ্মণের সাধ !—
হ'ক মোর অনন্ত নরক !
এস এস কোথা আছ পাপ !
এস দলে বলে বন্ধুসম.
বিশ্বামিত্র সকাতরে ডাকিছে তোমারে !
আত্মহত্যা পাপে যারা হওরে সহায়,
এস ছুটে—
হেন অবষাদে বিশ্বামিত্রে কর পরিত্রাণ !
এস, এস মৃত্যু ! সখাহে আমার
বিশ্বামিত্রে দাও আলিঙ্গন !
উচ্চসাধে হইল পতন যদি,
আত্মহত্যা করি অনন্ত নরকে পড়ি—!
সামান্য পতন হ'তে—
বিশ্বামিত্রে উঠিতে নাহিক সাধ,
পড়ি আমি পতনের নিম্নতম দেশে,
ক্ষত্রিয়ের মহাদম্ভে
সেথা হ'তে কঠোর যোগেতে—
পারি যদি উঠিবারে—
ব্রাহ্মণত্বে চরম শিখরে
হ'বে তবে নির্ব্বাপিত মম মর্ম্মানল !
আত্মহত্যা—!
আত্মহত্যা করি যদি—

দেবতার পূর্ণ মনস্কাম!
না—তবে না—!

[প্রস্থা

যোগমাতা ও নারদের প্রবেশ।

যোগ। কি হ'বে নারদ? ব্রাহ্মণত্বের মহিমা প্রচারে পদে পদে বিঘ্ন। রম্ভার অভিশাপে বিশ্বামিত্র তপঃভ্রষ্ট! তবে কি ঋচিক সমাহিত ব্রাহ্মণত্বের উদ্ধার হ'বে না?

নারদ। বড়ই ভাবিত কল্লি মা! একটা কাযে হাত দিয়ে, তার শেষ না ক'রে কখনো তো নিরস্ত হয় নি! এইবার কি হয়!

যোগ। রম্ভার অভিশাপ বড়ই ভীষণ! কি ক'রে উদ্ধার হ'বে?

নার। কে এমন সতী আছে, পাষাণ হ'বে জেনে পাষাণ ছোঁবে!

যোগ। নারদ! উপায় কর বৎস! উদ্ধারের উপায় কর!

নার। পরের জন্য কে স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ কর্‌বে? আচ্ছা দেখি, কোন উপায় আছে কি না?

যোগ। নারদ! মনে রেখো তোমার মা কাঁদ্‌ছেন! সঙ্কুচিত ব্রাহ্মণত্ব উদ্ধার কর!

নার। আশীর্ব্বাদ কর মা—দেখি কি কর্‌তে পারি!

উভয়ের প্রস্থান।

[illegible] গর্ভাঙ্ক।

(বনপথ)

শ্যেনঃশেফকে বন্ধন করিয়া রক্ষীচতুষ্টয়ের ও রাজকর্ম্ম-চারীর প্রবেশ।

১ম রক্ষী। যা হ'ক বাবা ঢোল বাজানোর দায়ে অব্যাহতি পেয়েছি। হাতে ঘাঁটা ধরে গিয়েছে!

রাজকর্ম্ম। তোর হাতে ঘাঁটা, আমার কাণে কাণে ঘাঁটা ধরেছে! রাত্‌দিন ঢ্যাব্ ঢ্যাব্ ঢ্যাব্।

শ্যেন। [illegible] তোমরা সত্যি সত্যি পরিত্যাগ করবে না? আমায় কি সত্য সত্যই যজ্ঞে বলি দেবে?

রাজ। হ্যাঁ, এই রকম তো অভিলাষ।

২য় রক্ষী। না হে ছোক্‌রা তোমায় বিয়ে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছি!

৩য় রক্ষী। একটা রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজ্যি!

৪র্থ রক্ষী। বুঝ্‌লেন কি না খুব মোটা সোটা বেলের গুঁড়ির রাজকন্যা!

শ্যেন। আমায় ছেড়ে দাও, আমায় বলি দিতে নিয়ে যেও না! আমার বাপ আমায় বিক্রয় করেছেন বটে, কিন্তু আমার স্নেহময়ী মা আমার জন্য উন্মাদিনী হ'বেন! আমায় দয়া কর—আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌বো!

রাজ। বাবা! এককাঁড়ি স্বর্ণমুদ্রা—আশীর্ব্বাদ কর্‌লে আর ছেড়ে দিলুম!

৩য় রঃ। যজ্ঞে বলি হবে—বাঁধা স্বর্গ, যার তার যজ্ঞ নয়—স্বয়ং অম্বরীষ অযোধ্যার মহারাজ, যাঁর যজ্ঞের ঘোড়া দেবরাজ ইন্দ্র চুরি করেছেন!

শ্যেনঃ। তোমরা আমার প্রাণ দাও—আমায় বাঁচাও, আমি মর্‌তে পার্‌ব না, আমার বড় ভয় হচ্ছে!

রাজ। তোমার গর্দ্দানা বাঁচাবো—আমাদের গর্দ্দানা নিয়ে টানাটানি হবে!

শ্যেনঃ। ওগো! কে কোথায় আছ আমায় রক্ষা করো! আমায় বাঁচাও, আমি বলি হ'তে পার্‌ব না! হে বিপদ-ভঞ্জন নারায়ণ! হে অনাথের নাথ! অসহায় ব্রাহ্মণ বালকের প্রাণরক্ষা কর প্রভু!

রাজ। আচ্ছা ঠাকুর! আরো—ঘ্যান ঘ্যান কর্‌ছো কেন? চ'লে চল্‌!

শ্যেনঃ। ওগো মাগো! কোথায় তুমি একবার ছুটে এস! আমায় তোমার কোলে তুলে নাও! দেবতা নির্দ্দয়—পিতা নির্দ্দয়—মানুষ নির্দ্দয়—তুমিত দয়াময়ী, আমার কান্না শুনে ছুটে এস মা! আমায় বুকে তুলে নাও; আমায় যজ্ঞে বলি দিতে নিয়ে চল্লো! তুমি কি আমার কান্না শুন্‌তে পাচ্ছ না মা! ছুটে এস মা!

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। ভয় নেই! কেরে অভাগ্য! আশ্রয় ভিক্ষা কর্চ্ছিস? ভয় নেই আমি অভয় দিচ্ছি!

রাজ। কেহে বাপু গেরুয়াধারী মাতব্বর? অভয় দিচ্ছ, তুমি কেহে?

বিশ্বা। স্থির হও বর্ব্বর! কি হ'য়েছে বাবা?

শ্যেনঃ। হে ঋষি! কে আপনি জানিনা। আপনার পায়ে প'ড়্‌ছি আমায় রক্ষা করুন! আমায় বাঁচান! আমাকে এরা নরমেধযজ্ঞে বলি দেবার জন্য কিনে নিয়ে যাচ্ছে! আমি ম'র্‌তে পার্ব্বনা? আপনি আমায় রক্ষা করুন।

বিশ্বা। ভয় নেই—আশ্বস্ত হও ! বল কে তোমায় বিক্রয় ক'রেছে ?

শ্যেনঃ। আমার পিতা !

রাজ। (স্বগত) এ ব্যাটা আবার এ [illegible] ক'রলে কি ? ক'রবে ব্যাটা [illegible]

বিশ্বা। তোমার পিতা বিক্রয় ক'র্লেন ! তোমার মা জীবিতা আছেন ?

শ্যেনঃ। আজ্ঞে জীবিত আছেন।

বিশ্বা। তবু তুমি বিক্রীত হ'লে ?

শ্যেনঃ। আমরা তিন সহোদর ! পিণ্ডাধিকারী ব'লে জ্যেষ্ঠ বিক্রীত হ'লেন না, কনিষ্ঠকে নিয়ে মা তীর্থে গেছেন ! আমি মধ্যম, পিতা—দেবতুষ্টির জন্য, রাজার যজ্ঞ সম্পাদনার্থে আমাকে বিক্রয় ক'র্লেন।

বিশ্বা। হা ! বালকের পিতা—সন্তান-আত্মজ-নিজের কায়ার—নিজের আত্মার প্রতিমূর্ত্তি—অকাতরে বিক্রয় কর্লেন !

শ্যেনঃ। পথে আস্তে আস্তে কত কাঁদ্‌ছি. কত লোকের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা ক'রেছি— কত দেবতাকে ডাক্‌ছি—মানুষ নির্দ্দয় দেবতা নির্দ্দয়—কেউ আশ্রয় দিলেনা ! তাপস্ ! আমাকে রক্ষা ক'রুন।

বিশ্বা। বসুন্ধরা কি তবে ক্ষাত্রিয়শূন্যা ! কোন ক্ষত্রিয় তোমার আশ্রয়দানে অগ্রসর হলো না ?

রাজঃ। বসুন্ধরা ক্ষাত্রিয়শূন্যা ত নিয়ে যাচ্চি কার যজ্ঞে? রাজা অম্বরীষের নাম শুনেছ ? তিনি নিরানব্বইটী অশ্বমেধযজ্ঞ ক'রেছেন, আর একটী অশ্বমেধ কর্‌লেই শতক্রতু ইন্দ্র হন ! সেই ভয়ে দেবতারা তাঁর যজ্ঞাশ্বটী চুরি ক'রে রেখেছে ! রাজার প্রতি দৈব আদেশ হ'য়েছে—শাস্ত্র-কুশল অষ্টমবর্ষীয় এক ব্রাহ্মণ বালক বলি দিলেই তাঁর যজ্ঞপূর্ণ হবে ! তাই এই ব্রাহ্মণ কুমারকে নিয়ে যাচ্ছি ! নিন্ শুন্‌লেন ত. এখন মানে মানে পথ দিন ! বিলম্ব কর্‌বেন না। জানেন আমরা প্রতাপশালী অম্বরীষের লোক !

বিশ্বা। দেবতা নির্দ্দয় বটে! হীনপ্রাণ দেবতার সৎকার্য্যে উৎসাহ নেই! শতক্রতু নামটী অপরে নেবে, সেই জন্য এত বাধা দান! ভয় নেই বৎস! এই আমি তোমায় কোলে তুলে নিচ্ছি—দেখি ত্রিভুবনে কে এমন শক্তিমান আছে—সে দেবতাই হোক, মানুষই হোক, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব কিন্নর হ'ক—দেখি বিশ্বামিত্রের অভয় আশ্রয় থেকে কে তোমায় নিয়ে যেতে পারে?

রাজ। ও বাবা! বিশ্বামিত্র! তবেই সেরেছে! রাজর্ষি! ওঁকে ত রক্ষা করলেন—কিন্তু আমাদের কে বাঁচাবে? ব্রাহ্মণকুমারকে না নিয়ে গেলে আমাদের যে মাথা থাকবে না!

রক্ষীগণ। আর আমাদের উপায় নেই!

বিশ্বা। ভয় নেই! আমি জীবিত থাকতে তোমাদের কোন অনিষ্ট হ'বে না! এস আমার সঙ্গে এস—আমি যজ্ঞস্থলে এই ব্রাহ্মণ কুমারকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি!

[প্রস্থান।

রাজকর্ম্ম। তথাস্তু চলুন! (স্বগতঃ) মন্দের ভাল! বামাল ত সঙ্গে রইলো!

(সকলের প্রস্থান।

(শতদ্রুমীর প্রবেশ।)

শত। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা ঠিক! সত্যই মহারাজ অধঃপতিত! আমার প্রাণ বলছে মহারাজ অধঃপতিত, এইত পথের একটা সন্ধিস্থল! এখন কোন্ দিকে যাবো—নারায়ণ! পথ দেখিয়ে দাও। কোথায় সেই অপ্সরার

পাষাণ মূর্ত্তি! কতক্ষণে আমি পাষাণ হ'ব, কতক্ষণে মহারাজ অধঃপতন হ'তে উদ্ধার হ'বেন। কতক্ষণে অপ্সরা রম্ভা আমার স্পর্শে শাপমুক্তা হ'বে! দেখিস্ মা! যেন আমার মনের বাসনা সফল হয়! ওই, ওই ত মহারাজের যোগপ্রভাব ক্রন্দন কর্‌ছে—নারায়ণ। নারায়ণ! পথ পেয়েছি!

[প্রস্থান

ইন্দ্র ও বরুণের প্রবেশ

ইন্দ্র। সব বুঝি ব্যর্থ হ'লো! শতক্রমী মহাসতী—সতীর স্পর্শে রম্ভার মুক্তি সুনিশ্চিত! সে স্বামীর জন্য পাষাণ হ'য়ে থাকতে কাতরা নয়! বরুণ এত ষড়যন্ত্র, এত চেষ্টা বুঝি সব বৃথা হ'ল!

বরুণ। শতক্রমীকে এ সংবাদ দিলে কে?

ইন্দ্র। এ দেবর্ষির কায! যখনই বিনাকার্য্যে আমার নিকট সেদিন উপস্থিত হ'য়েছিল—সেইদিনেই আমার সন্দেহ হ'য়েছে! এটী তার কায, আচ্ছা বিভ্রাট!

বরুণ। তবে এখন উপায় কি!

ইন্দ্র। শেষ চেষ্টা! শতক্রমীকে নিবারণ করা চাই! ছদ্মবেশ ধরে তাকে প্রতারিত কর্‌বো!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

[পার্ব্বত্য গহ্বর]

প্রস্তরস্তরমধ্যে রম্ভার পাষাণ মূর্ত্তি পতিত।

(পর্ব্বতোপরি যোগমাতার আবির্ভাব)

যোগ। গীত।

কে দয়াবতী দীনে এস এখানে।
গিয়াছে আলো গিয়াছে দিন
হাহাকারে অনুদিন
কাঁদি ফিরি বিদারি গগনে॥
নামিছে তিমির গভীর গভীর
ধীরে ডুবাইবে রহিবে না থির
গরাসিছে রাহু শান্তি তপনে॥

[অন্তর্দ্ধান]

[শতদ্রুমীর প্রবেশ]

শত। এইখানে!
বল, বল, মা কোথায়—
কোথা নষ্ট তাপসের যোগের প্রভাব?
কোথা সে পাষাণ?
হিমানীমণ্ডিত
স্তরে স্তরে র'য়েছে প্রস্তর—
বল—

কোথা সে পাষাণে
অভিশপ্ত অপ্সরা সুন্দরী ?
এই কি সে যোগস্থান ?
এই কি সে দুরন্ত গহ্বর ?
সুন্দর নির্জ্জন,
যতদূর কর দৃষ্টিদান
স্তরে স্তরে উঠেছে পর্ব্বত।
রবিকর না পরশে
হিমানী মণ্ডিত—
পর্ব্বতের ভঙ্গিতে তপস্যা !
পশে শ্বাসে তুষারের কণা
হিমপিণ্ড পড়ে খ'সে—
পশুপক্ষী নাহি আসে ত্রাসে—
পশে না মানব হেথা !
এমন কঠিন দেশে
প্রাণের দেবতা !
কত কষ্ট সহিয়াছ তপস্যা কারণ !
কর প্রাণ হাহাকার—
কররে নয়ন সলিল বর্ষণ
চিরদিন বড় অভিমানী
পতি তোর, হায়, হয়েছে উন্মাদ !—
দুহিতাঁর বল মা কৃপায়
বল মা জননী তুমি, যে কর ক্রন্দন—
কাঁদিয়ে আমারে যেবা এনেছ হেথায়,

বল, বল কোথা তুষার আঁধারে
অভিশপ্ত রম্ভা পাষাণ আকারে ?
বলগো সত্বর
বিলম্ব না কর !—
হায় দেব, নষ্ট তব যোগের প্রভাব ।
সহিছে না তোমার যন্ত্রণা— !
মর্ম্ম জ্বলে, হৃদয় আকুল,
পাষাণ নন্দিনি, বলিলে না ?
বলোনা বলোনা —
প্রত্যেক প্রস্তরে আমি দিব আলিঙ্গন
স্মরি নারায়ণ করিব ক্রন্দন
সতীর নয়নজল হবে কি বিফল ?

ব্রাহ্মণ বেশে ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। (স্বগতঃ) এমন সতীকে কি ফেরাতে সক্ষম হবো ! পতিপদপরায়ণা—পতিকাঙ্গালিনী সতীকে কি কর্ত্তব্যপথ হ'তে বিমুখী করতে পারবো ? দেখা যাক ! (প্রকাশ্যে) মা দেখ্‌ছি তুমি তপস্বিনী ! এমন কঠিন স্থানে তোমায় একাকিনী কেন দেখ্‌ছি মা ?

শত। পতি মোরে করিয়াছে তপস্বিনী !
কার্য্যস্রোতে আসিয়াছি, না জানি কোথায় ?
দয়াময় ! ক'রনা বঞ্চনা
প্রাণে নাহি সহে
নষ্টতপে পতি মোর হয়েছে উন্মাদ !
করি কোটী প্রণিপাত

বল প্রভু দয়া করি, বল জগন্নাথ!
রম্ভার পাষাণ মূর্ত্তি রহেছে কোথায়?
শুনিয়াছি
যদি কোন সতী—
স্বেচ্ছায় লইতে চাহি রম্ভার দুর্গতি—
স্বেচ্ছায় হইতে চাহি পাষাণ মূরতি—
স্পর্শ ক'রে রম্ভার পাষাণ,
রম্ভা মুক্ত হ'বে—।
রম্ভাবরে নষ্ট তপঃ পতি ফিরে পাবে!

ইন্দ্র। মা! পাষাণ হওয়া যে কি কষ্ট, তা তো জান না? সম্পূর্ণ জ্ঞান থাক্‌বে—শরীর পাষাণ হ'য়ে যাবে—চক্ষের পল্লব পড়্‌বে না—সহস্র চেষ্টাতেও জানাতে পারবে না, প্রাণের কি কষ্ট? প্রাণ ফেটে যাবে —চোকে এক ফোটা জল পড়্‌বে না! মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা, মা মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা! কোন প্রকার আকার ইঙ্গিতেও জানাতে পার্‌বে না! কেন মা! স্বেচ্ছায় এমন যন্ত্রণা ভোগ করতে যাবে? বড় কঠিন—সহ্য করতে পারবে কি মা? তুমি সতীরমণীমূর্ত্তি—পাষাণ হ'য়ে অরক্ষিত অবস্থায় নির্জ্জন দেশে পড়ে থাক্‌বে—পরিণাম কি ভাব্‌ছো না মা?

শত। কেন ধর্ম্ম তবে—
কেন ধর্ম্মপত্নী তবে রবে ভবে?
সূর্য্য কেন আকাশে উদিবে?
ধরণী না কেন প্রলয়ে পশিবে?
কেন তবে দেবের মহিমা?
সম্পদে বিপদে
ছায়াসম রবে সতী পতির চরণে—!

কার্য্য হেতু ত্যজেছে স্বেচ্ছায়,
দৈবরোষে ঠেকিয়াছে দায়,
ধর্ম্মপত্নী রহিতে ধরায়
পতির না হইবে উপায়!
জেন দ্বিজ! আমি ক্ষত্রিয়াণী,
বিপদে না গণি,
বিনাপতি কিছু নাহি জানি;
পতির কারণ,
যত কষ্ট আছে সৃষ্ট—
একত্রিত, অনায়াসে সহিতে সক্ষম!
ক্ষত্রিয়াণী ক্লেশ নাহি জানে—
থাকিয়া সজ্ঞানে,—
কল্প কল্পান্তর স'ব কষ্ট শরীর পাষাণে!
কর দ্বিজ। করহ প্রস্থান
দিওনা সন্ধান।
প্রণিপাত নারায়ণ পায়,—
পর্ব্বতের প্রস্তরে প্রস্তরে দিব আলিঙ্গন—
করিব ক্রন্দন,—
আমি সতা,
অবশ্য পাইব পাষাণ মূরতী! (পাষাণ ধৃত করণ)
তুমি কি পাষাণ!
কথা কও,
মুক্ত তুমি, যদি রম্ভা হও—
আমারে পাষাণ কর!

ইন্দ্র। আর না! সতীকে ছলনা করতে এসে খুব দায় ঠেকেছি! এমন সতীকে বঞ্চনা করবো? দেবতা নাম লোপ পাবে! রাণীটাকে ফেরাতে এসে—শেষটা—নিজেকে দেখিয়ে দিয়ে যেতে হ'ল! বিশ্বামিত্র! তোকে কি নষ্ট করতে সক্ষম হ'ব না? সতীর মহিমায় পরিত্রাণ পাচ্ছ! কিন্তু আর নয়. তোমায় নষ্ট করবই করবো। ভাল কথা, রম্ভা আমাদের [illegible] বড় [illegible] পাচ্ছে—তাকে উদ্ধার করা প্রয়োজন!

শত। না—তুমি সে অপ্সরা পাষাণী নও!
ওই ত প্রস্তর—(অগ্রসর)

ব্রাঃইন্দ্র। মা ও পাষাণটা নয়—ওই রম্ভার পাষাণ মূর্ত্তি!

শত। অপরাধ কর ক্ষমা, কন্যার তোমার!
পাদপদ্মে প্রণিপাত!

(রম্ভার পাষাণ মূর্ত্তি ধৃতকরণ)

ইন্দ্র। (স্বগত) দেবেন্দ্র। এখন মানে মানে [illegible] সমস্ত নারদের খেলা! আর কি! বিশ্বামিত্র নষ্ট তপোবল ফিরিয়ে পাবে—বিশ্বামিত্রের দারুণ অত্যাচার অবনত মস্তকে সহ্য করবার জন্য স্বর্গে ফিরে চল! এখন অম্বরীষের যজ্ঞের কি উপায়? [প্রস্থান।

শত। নারায়ণ! নিরঞ্জন বিপদবারণ!
কোথা সতীকুলরাণী
পতিত পাবনী নিস্তারিণী?
কোথা শ্যামা দুরিতহারিণী!
সতী লয় চরণ শরণ।
নষ্ট যোগে. পতি কষ্ট সয়,
দহিছে হৃদয়.
মুক্ত করি অপ্সরারে.

কর মোরে পাষাণ আকার—
নষ্ট তপঃ পতি ফিরে পা'ক !—
পাষাণী জননী !
জাগ মা ! জাগ মা !
স্বেচ্ছায় লইনু শিরে যন্ত্রণা তোমার !

রম্ভা। (উত্থিত হইয়া) মা সতী রাণী! কৃপাপূর্ব্বক স্পর্শ করে আমাকে পাষাণ হ'তে মুক্ত কর্‌লে; মা তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ক।

[প্রস্থান

আকাশ বাণী। সতী রাণী! উঠ মা—ফিরে যাও। সতীকে পাষাণ করবার ক্ষমতা ব্রহ্মাণ্ডে কারো নাই। পাপ ভিন্ন পাষাণ হয় না—পাপ সতীকে স্পর্শ করতে পারে না! বিশ্বামিত্র নষ্ট তপঃ ফিরিয়ে পেয়েছেন। কঠিন স্থান পরিত্যাগ করো।

শত। কোটী প্রণিপাত উদ্দেশে দেবতা!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা—গ্রাম্যপথ।

রাজকর্ম্মচারী ও ঘোষযন্ত্রবাদক—(যন্ত্র বাদন)

রাজকর্ম্ম। আগামী কল্য মাহারাজ অম্বরীষের শতক্রতুর শেষ প্রায়শ্চিত্ত যজ্ঞ হ'বে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, দরিদ্র, কাঙাল, ভিক্ষুক যে

যেথানে আছ যজ্ঞস্থানে যাবে—মহারাজ অম্বরীষ কল্পতরু হ'বেন—স কলের অভিলাষ পূর্ণ করবেন।

নিরীহ ব্রাহ্মণত্রয়ের প্রবেশ।

১ম ব্রাঃ। কিসের ঢেঁ্যাটরা বাপু?

৩য় ব্রাঃ। আরে শোনেনা ভাই—নূতন কর টর বসলো!

রাজকর্ম্ম। মহারাজ অম্বরীষ শতক্রতুর শেষ প্রয়শ্চিত্ত যজ্ঞ—আগামী কল্য আরম্ভ ক'রে কল্পতরু হ'বেন—রাজ্যের সকলের অভিলাষ পূর্ণ করবেন—রাজ্যের সকলের নিমন্ত্রণ!

৩য় ব্রাঃ। হা হা হা! আমি ত বলিছি বাবা—রাজবাড়ী নিমন্ত্রণ—গ্রামশুদ্ধ লোক—ব'লে রেখেছি,—সাক্ষী আছে, সাক্ষী আছে—হাঁ।

রাজ-ক। আজ্ঞে হাঁ ঠাকুর পথ ছাড়ুন!

১ম ব্রাহ্মণ। ছাড়ছি ছাড়ছি বাবা!

২য় ব্রাহ্মণ। হাঁহে বাপু ছেলেপুলে নিয়ে যেতে পারবো তো?

রাজ-ক। সকলকে নিয়ে যাবেন, যত ইচ্ছা তত যাবেন, মহারাজ কল্পতরু হবেন, যথাসর্ব্বস্ব দান ক'রবেন্।

ব্রাহ্মণগণ। সাধু! সাধু! সাধু! জয় জয়কার হ'ক্!

(ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

১ম-ব্রা। ভায়া হে—ব্যাপার বড় গুরুতর!

২য় ব্রা। ছেলেপুলের সঙ্গে যা হ'ক্ বাবা উদর-ভরণং।

৩য় ব্রা। ছেলেপুলের সঙ্গে কাঞ্চন-খণ্ডং।

১ম ব্রা। আরে তা নয় ব্যাপার বড় সোজা নয়। শতক্রতু যজ্ঞ, আরে দেবতারা অমনি একটা মানুষকে শতক্রতু হ'তে দিলে আর কি! যদি মুনি ঋষির খুব জোর থাকে—একটা প্রকাণ্ড লড়াই।

৩য় ব্রা। তবে ছেলেপুলে নেব না কি বল দাদা?

১ম ব্রা। ও কথা মনেও এন না, ছেলেপুলে নেওয়া, আমিই যাই কি না ভাবছি।

২য় ব্রা। ভায়ার কথা ঠিক। ভাবনার কথা বটে।

১ম ব্রা। (স্বগতঃ) এই মতলবে যত ব্যাটাকে পার ভাগাও। যজ্ঞস্থলটা পাতলা রাখতে হ'বে। বরাতটা যদি খোলে।

২য় ব্রা। (স্বগতঃ) ভায়ার মনটা আদাড় পাঁদাড় ঘুরছে, ভায়া আজ নয় কাল।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

যজ্ঞস্থল—হোমকুণ্ড।

ঋষিগণ, মুনিগণ, অম্বরীষ, রাজকর্ম্মচারী ও নারদ।

নার। মহারাজ! দক্ষিণার্চ্চি হ'য়ে অগ্নিদেব আহুতি গ্রহণ করেছেন—স্থির হন, এইবার যজ্ঞপূর্ণ হবে!

১ম ঋঃ। পূর্ণাহুতির শুভক্ষণ উপস্থিত! অষ্টম বর্ষীয় বিপ্রশিশুকে আনয়ন করুন।

অম্ব। মন্ত্রীবর! আর বিলম্ব নয়। আপনাদের আনীত বিপ্রশিশুকে সত্বর আনুন!

মন্ত্রী। সরযূতে স্নানাহ্নিকে তাঁর বিলম্ব হচ্ছে! মহারাজ এক আশ্চর্য্য ঘটনা! এতক্ষণে বিপ্রশিশুকে যজ্ঞস্থলে আন্‌তে পার্‌তেম, কিন্তু এক দারুণ অন্তরায়! এক উন্মত্ত তপস্বা তাঁকে আপন ক্রোড়ে রক্ষা কর্‌ছে, তপস্বী কিছুতেই শিশুকে আমাদের নিকট অর্পণ করে না—তপস্বীর

বিলম্বে বিপ্রশিশুর বিলম্ব হ'চ্ছে। আমরা প্রহরী রেখেছি, তপস্বী যদি আত্মপরিচয়ে আপনার নাম বিশ্বামিত্র এ কথা না বলতো, আমরা বলপূর্ব্বক লয়ে আসতেম। মহারাজ, ঐ দেখুন ব্রাহ্মণ কুমারকে লয়ে সেই উন্মাদ আসছে।

রক্তবস্ত্রাদি পরিহিত শুনঃশেফকে লইয়া
বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

নার। বিশ্বামিত্র! বিশ্বামিত্র, ব্রাহ্মণ কুমারকে প্রদান কর। পূর্ণাহুতির শুভক্ষণ উপস্থিত—অকারণ বিলম্ব করো না!

শুন। দেবর্ষি! মহারাজ। কৃপা ক'রে এই বিপ্রশিশুর প্রাণ রক্ষা করুন। আমি জীবনের মমতায় কাতর, যদিও জেনেছি জন্মালেই মরণ আছে, তথাপি আমি বালক প্রাণের মায়ায় বড় কাতর, শিশুর প্রাণদান ক'রে জগতে অক্ষয় গৌরব, অতুল পুণ্যসঞ্চয় করুন। আমার শোকাতুরা জননীকে পুত্রশোক হ'তে অব্যাহতি দান করুন।

বিশ্বা। দেবর্ষি! আপনি দেবতা—দেবতা, মানুষের মর্ম্মবেদনা বোঝে না। মানব-দেহ পরিত্যাগ ক'রে পরমাত্মা পুনর্ব্বার যে জন্মগ্রহন করেন মানবের জীর্ণবাস পরিবর্ত্তনে নববাস পরিধানের মত দেবতারা বিবেচনা করেন। মানুষের সম্মুখীন করাল-মৃত্যুর ঘোর অট্টহাস, যে কি দারুণ অরুন্তদ মর্ম্মযাতনা তা দেবতায় বুঝেন না, আপনি যে মহারাজাধিরাজ অম্বরীষকে এই ব্রাহ্মণ শিশুকে হত্যা করে, ব্রহ্মমেধে যজ্ঞের পূর্ণাহুতিদানে, যজ্ঞপূর্ণে শতক্রতু ইন্দ্রতুল্য জগতে পরিশোভমান হবার প্রলোভনে উদ্বোধিত করেছেন, আমি সেই মহারাজাকে জিজ্ঞাসা করি—মহারাজ! জানি না কোন শাস্ত্রের যুক্তিতে, জানি না কাহার প্রলোভন উক্তিতে, আপনি এই ব্রহ্মমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছেন! মহারাজ

আপনি দেবতা নন, আপনি মানব; সুখ দুঃখের অধিকারী আপনি মানব; মানবের মত মর্ম্মযাতনা অনুভব করুন! একবার ভাবুন, জীব আপনার মঙ্গলার্থে, আপনার স্বর্গ বাসার্থে, বলবান ধনবান ব'লে, দুর্ব্বল নিরীহ অপরজীবের প্রাণহত্যা করতে পারে কি না? মহারাজ প্রাণের যাতনা সকলের সমান!

নার। বিশ্বামিত্র! রাজর্ষি তুমি. যজ্ঞকার্য্যে বাধা দান তোমার ধর্ম্ম নয়! শুভক্ষণ উপস্থিত, শুভকর্ম্মে ব্যাঘাৎ করা তোমার মত ধার্ম্মিকের উচিত নয়!

বিশ্ব। দেবর্ষি! এ অধীনকে জিজ্ঞাসা ক'রতে অভয় দিন! জীবহত্যা ক'রে—জীব বলিদানে মহারাজকে জগতে ইন্দ্রতুল্য পরিশোভিত হবার প্রলোভন দেখান কি আপনার যুক্তিসম্মত? রাজন্! পরের মর্ম্মযাতনা—জীবন বিসর্জ্জন যাবে ভয়ে বিষম মর্ম্মবেদনা—আপনার প্রাণে অনুভব কর্‌বার শক্তি কি একেবারে অভাব?

অম্বরী। শাস্ত্রসম্মত কার্য্যে অপরের মর্ম্মযাতনা হবে ব'লে, নিরস্ত হ'লে পৃথিবীতে শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপ লোপ পাবে!

বিশ্ব। যে শাস্ত্রে জীবহত্যায় আত্মোন্নতি সাধন যুক্তি দেন, সে অশাস্ত্র! শাস্ত্র বলে না জীবহত্যা কর! শাস্ত্র বলে রিপু বলি দান—ষড়রিপু বলিদান কর—আপনার আত্মাপেক্ষা প্রিয়তর ষড়রিপু বলিদানে ইন্দ্রিয় বিজয়ে দেবতুল্য পরিশোভিত হও। মায়ার সংসারে জন্মগ্রহণ করেছেন মহারাজ! হে ভূপাল, ভাবুন, আপনি যাকে বলি দেবেন, মৃত্যুভয়ে কাতর বালকের হৃদয়ের অবস্থা ভাবুন, তাঁর মলিন মুখখানি দেখুন—আচ্ছা তার কথা ভাব্‌বেন না—সে প্রাণ আপনার অভাব। বলিদানে তার ইহজগতের সম্পর্ক মিটে যাবে—একবার ভাবুন ভূপাল! এই বিপ্রশিশুর পিতামাতার পুত্রশোক মর্ম্মযাতনার কথা ভাবুন, আপনি পুত্রবান—মনে

করুন আপনার পুত্র বলি হচ্ছে—একবার এই বালকের শোকার্ত্ত পিতা-মাতার মানসিক অবস্থা চিন্তা করুন।

অম্ব। আমার চিন্তার অবসর কোথা? আমি দেবকার্য্যে নিযুক্ত!

১ম ঋঃ। শুভক্ষণ উপস্থিত আপনি বাধা দেবেন না।

বিশ্বা। মহারাজ! ব্রাহ্মণশিশু হত্যা ক'রে স্বর্গের আকিঞ্চনে কি মানবোচিত যুক্তি তর্কও বিসর্জ্জন দিলেন? বিশ্বামিত্র যজ্ঞে বাধা দেবে না! মহারাজ, আপনার যজ্ঞপূর্ণ হ'ক; আপনি শতক্রতু ইন্দ্রতুল্য পরি-শোভিত হ'ন! আমার অনুরোধ দেবর্ষি! আমার অনুরোধ—আমি যজ্ঞ-পণ্ড করবো না—এই বিপ্রশিশুর মৃত্যুভয়ে কাতর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে ব্রাহ্মণকুমারকে পরিত্যাগ করুন! হে ভূপাল! ব্রাহ্মণশিশুর পিতা-মাতাকে পুত্রশোক হ'তে অব্যাহতি দিন—আমার অনুরোধ, যজ্ঞ পণ্ড হ'বে না—আনুন আপনার মন্ত্রপূত বলিদানের খড়্গ আনুন, আমি আমার মস্তক খড়্গাঘাতে বিচ্ছিন্ন ক'রে আহুতির জন্য দিচ্ছি! মহারাজ যজ্ঞপূর্ণ হ'বে!

১ম ঋঃ। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র প্রকৃতিস্থ হ'ন! যজ্ঞের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ব্রাহ্মণের বিনিময় প্রয়োজন! আপনি ক্ষত্রিয়, আপনার বিনিময় অসম্ভব!

বিশ্বা। অসম্ভব। ব্রাহ্মণ! অষ্টমবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমারের জীবনের বিনিময়ে ক্ষত্রিয়ের কি আত্ম-বলিদান দিবার ক্ষমতা নাই?

১ম ঋঃ। সে ক্ষমতা ক্ষত্রিয়ের নাই!

বিশ্বা। জানি না—বুঝি না—কি ধর্ম্ম! কেমন ধর্ম্ম? অষ্টমবর্ষীয় ব্রাহ্মণশিশু বলি হ'বে, তার বিনিময়ে ক্ষত্রিয় প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে না! যে ক্ষত্রিয়ের রাজদণ্ডে পৃথিবী শাসিত, যে ক্ষত্রিয়ের বাহুবলে রাক্ষসাদি নিশাচরের অত্যাচার হ'তে তপোবনাদি রক্ষিত, যে ক্ষত্রিয়ের বাহুবলে মুনিঋষির যাগযজ্ঞাদি নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত, সে ক্ষত্রিয় এক বিপ্রশিশুর

প্রাণরক্ষার জন্য আজ প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে পারে না—ক্ষত্রিয় কি এত হীন, এত ক্ষুদ্র ? না ব্রাহ্মণ ' আপনি বিশ্বামিত্রকে বিদ্রূপ কর্‌ছেন !

১ম ঋষি। উন্মাদের মত কাল বিলম্ব কর্‌বেন না ! ব্রাহ্মণ চাই।

বিশ্বা। ব্রাহ্মণ চাইই চাই ! ক্ষত্রিয়ের প্রাণ—স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ বালকের জীবন-রক্ষা করতে পার্‌বে না—প্রায়শ্চিত্তে ব্রাহ্মণ চাই, তবে—

মন্দানিলের প্রবেশ।

মন্দা। আমি ত ধব্‌ ধবে পৈতের গোছা ওয়ালা ব্রাহ্মণ। আমি আমি প্রাণ দিচ্ছি ! আমাকে মন্ত্রপূত করো, আমাকে বলি দাও ! দেবর্ষি, [illegible] মন্ত্র পড় !

বিশ্বা। না—না !

মন্দা। ছাড় ছাড় সখা ! আমায় দেখে আশ্চর্য্য হ'চ্চ, কেমন মহারাজ ? তুমি তপ করতে গেলে—রাণীর সঙ্গে আমিও বনে গেলুম, বনের মাঝে পথ হারালুম—বনের ফল খেতে খেতে একটা অভ্যাস হ'য়ে গেছে ! বড় বড় যাগ যজ্ঞির সন্ধান পেলে, মুখটা বদলাতে গন্ধে গন্ধে ফলারের লোভে জুটি। মতলবটা ও যদি তোমার সাক্ষাৎ ঘটে ! মাঝে মাঝে বশিষ্ঠাশ্রমে ও যাওয়া আছে, উদরের রীতিমত পূজা আচ্ছাটা ও আছে, মনে মনে মতলব যদি সখার দেখ পাই। বনে বনে ঘুরে উপদেবতাদের আর বড় একটা ভয় করিনে ! সখা, ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ-ভোজন অপকার্য্য নয় ! তোমায় দেখেই আমি ছুটে আসছি—ব্যাপারটা কি ? শুনলুম ক্ষত্রিয়ের প্রাণ বিনিময়ে ব্রাহ্মণ শিশু রক্ষা পায় না—ব্রাহ্মণ চাই ! আমি ত দিব্যি ব্রাহ্মণ তোমার প্রদত্ত ঘৃত দুগ্ধ, মাখন, লুচি, মোণ্ডায় শরীর পরিপুষ্ট—কি করবো সখা কি করিবো মহারাজ ! ফলারের নামে মন্দানিল পাগল। দোহাই মহারাজ আমায় পরিহার কর ! তুমি আমার অন্নদাতা ভয়ত্রাতা পিতা ! সখা ! তুমি রাজা। বিচার কর।

পিতার প্রাণরক্ষা করতে সন্তানকে নিষেধ কর্‌তে নেই ; দেবর্ষি ! তুমি যখন আছ তাড়াতাড়ি নিবেদনটা করে ফেল অমি খাঁড়াদিয়ে তাড়াতাড়ি ভোগ সরিয়ে ফেলি। সখার জন্য মুণ্ড দেবো আমার বড় আনন্দ !

১ম ঋঃ ! তা হতে পারে।

মন্দা। সখা আমায় পরিত্যাগ কর !

বিশ্বা। ক্ষাত্রয়ের নহে ধর্ম্ম আশ্রিত বর্জ্জন !
ত্যজিব শরণাগতে ?
ক্ষাত্রয়সন্তান রহিতে জীবিত,
বলিদান হইবে ব্রাহ্মণ !
তবে ধর্ম্ম যাক—
যাক ধরা রসাতলে—
তবু আশ্রিত বর্জ্জণ
নহে আমার ... !
[পিঙ্গাভ্রু শ্মশ্রু কেশাক্ষঃ পিণাঙ্গ জঠরোরুণঃ
ছাগস্থ সাক্ষ সূত্রোগ্নি সপ্তার্চ্চিঃ শাক্তধারক ;
ঈশানের ভালে বহ্নি তুমি বিভাবসু !—
সাবিতৃমণ্ডল তুমি অগ্নি শোন—!
শোন তুমি বাড়ব অনল !—
বজ্রাগ্নি, দাবাগ্নি, শোন, শোন সবে—!
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে যেথা যে অনল আছ,
শোন স্থির কর্ণে
সাক্ষী হও অন্তরীক্ষে দেবতামণ্ডল !
সাক্ষী হও মরুভূমে সাগরে পাতালে
ধরাতলে আছ যে যেথানে !

সাক্ষী হও গ্রহ তারা উপগ্রহচয়!—
সাক্ষী হও আকাশ বিহারী!—
বিশ্বামিত্র তপস্যায়
যদি কিছু লভে থাকে বল,
কাম ক্রোধ আদি রিপুজয়ে—
যদি থাকে ধর্ম্ম কোন—
যদি কোন পুণ্য থাকে তার,
সেই বলে,
অম্বরীষ যজ্ঞকুণ্ডে
পড়িলাম আহুতি সমান—!
রক্ষা হ'ক বিপন্ন ব্রাহ্মণশিশু।
পূর্ণ হ'ক যজ্ঞ নৃপতির।

ঊর্দ্ধে দেবগণ। ধন্য বিশ্বামিত্র।

(অগ্নিকুণ্ডে ব্রহ্মমূর্ত্তিতে যোগমাতার আবির্ভাব)

যোগ। ক্ষান্ত হও বিশ্বামিত্র!

নার। মা মা! এলি কি গো ত্রিনয়নী ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী
যজ্ঞ পূর্ণ কর গো জননী!

যোগ। যজ্ঞ পূর্ণ হবে—
অপহৃত বাজী বাসব ফিরায়ে দিবে!
বিশ্বামিত্র! আজ হ'তে হইলে মহর্ষি!

বেগে ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। আন যজ্ঞের তুরঙ্গ, যজ্ঞ পূর্ণ কর!

বিশ্বা। মা গো! ব্রাহ্মণী রূপিণী!
বল কবে হ'বে ব্রহ্মের সাধনা!

করিলে মহর্ষি।
বল মা গো! কবে ব্রাহ্মণত্ব পাব!

যোগমাতার ধীরে ধীরে প্রস্থান।

মন্দা। যাক্ বাবা, আজ হ'তে ফলার বর্জ্জন—সন্ধ্যাহ্নিক গ্রহণ—কি সুন্দর দেখলুম। সখা আমার নিশ্চয় ব্রাহ্মণ হ'বে! কেন দেরী হচ্ছে?

ইন্দ্র। (স্বগতঃ) কি হ'ল, কি সর্ব্বনাশ হ'ল! আমি যে কার্য্য করি, তাতেই বিশ্বামিত্রের যোগপ্রভাব বৃদ্ধি হ'চ্ছে! তা হ'ক জেনো বিশ্বামিত্র! ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব থাকতে তোমার ব্রাহ্মণত্ব হ'বে না! পদে পদে বিপত্তি ঘটাব! দেখবো তোমায় কেমন করে কে ব্রাহ্মণত্ব দেয়?

বিশ্বা। মা! মা! কোথায় লুকালে?
দিন দিন আয়ু অবসান,
শরীরের শিথিল বন্ধন।
হীন ক্ষত্রিয় নামেতে জন্মেছে ধিক্কার,
বল গো জননী ব্রাহ্মণত্ব কবে পাব?
পাব কবে চতুর্ব্বেদে অধিকার?
কবে বশিষ্ঠের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'বে বিশ্বামিত্র?
নির্জ্জনতা চাই—কোথা বাধা নাই?
হ'বে কি সাধন
হ'বে না কি অভীষ্ট পূরণ?
কোথা ব্রহ্ম! কোথা ব্রহ্ম!

[প্রস্থান

পটক্ষেপন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্বর্গ—বৈজয়ন্তস্থ কক্ষ।

(একদিকে ইন্দ্রের ও অপরদিকে নারদের প্রবেশ)

ইন্দ্র। আসুন দেবর্ষি! আর কি দেখ্‌তে এলেন? ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আর নাই! আমি এখন রাজা অম্বরীষের দীন প্রজা মাত্র। আমাকে সে অনুগ্রহ ক'রে ইন্দ্রত্ব দান ক'রে তপস্যা মগ্ন হয়েছে! আমার এই ভিক্ষা-গ্রহণের—আমার এই দারুণ অবসাদের,—আর অম্বরীষের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তির একমাত্র কারণ সেই বিশ্বামিত্র। নানাপ্রকারে, নানা প্রলোভনে তার তপস্যায় ব্যাঘাৎ জন্মালুম, কিছুতেই আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হ'ল না! পরন্তু উত্তরোত্তর তার বলবৃদ্ধি হ'চ্ছে! বিশ্বামিত্রকে তপস্যায় বাধা দিবার আর বুঝি ইন্দ্রের সাধ্যায়ত্ত উপায় নাই।

নারদ। দেবরাজ! স্বর্গের কল্যাণ আমার চিরদিন আন্তরিক কামনা!

ইন্দ্র। বলুন দেবর্ষি! অনুগ্রহ করে বলুন, আবার কি প্রকারে আমি বিশ্বামিত্রের তপস্যায় বিঘ্নোৎপাদন করবো? মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অধঃ-

পতন না হ'লে, ইন্দ্রের আর কিছুতেই শান্তি নাই। আমি বেশ বুঝ্তে পারছি—দিব্য চক্ষে দেখ্তে পাচ্ছি, বিশ্বামিত্র তপস্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ ক'ল্লে, ইন্দ্রত্ব কেন—স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী সমস্ত ধ্বংস কর্বে; গর্ব্বদৃপ্ত বিশ্বামিত্র পিতামহ ব্রহ্মের সৃজন ধ্বংস ক'রে পুনরায় নূতন সৃষ্টি কর্বে! ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞের কথা মনে হ'লে, আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। ইন্দ্রের—ইন্দ্রের কেন—সমস্ত দেবতার স্থিরবিশ্বাস—বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব পেলে, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তার দৃঢ়-মুষ্টি-কবলিত ক'র্বে! বুঝ্তে পারি না দেবর্ষি! ত্রিগুণাতীত ত্রিগুণেশ্বর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, এখনো কেন সৃষ্টির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের বিষয় চিন্তা কর্ছেন না! সকলেই যোগমগ্ন, বিশ্বামিত্র উন্নত হ'য়ে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করুক, সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস করুক—তখন সকলের চৈতন্যোদয় হ'বে! তখন সকলে বুঝ্বেন বিশ্বামিত্র কি দুর্দ্দান্ত! রম্ভার দুর্গতি দেখে, কি অপ্সরা, কি বিদ্যাধরী, কি গন্ধর্ব্বকন্যা, কোন দিব্যাঙ্গনাই আর তা'কে ছলনা কর্তে সাহসী নন্! স্বয়ং রতিপতি তিনিও আর বিশ্বামিত্রের নিকট অগ্রসর হ'তে সাহস পান না! সকলেই যেন ভীতিবিহ্বল! আমার স্বর্গের রাজদণ্ড গ্রহণ মিথ্যা! মিথ্যা আমার ইন্দ্রত্ব; মিথ্যা আমার দেবত্ব! আমি জীবিত থাক্তে—আমার হস্তে স্বর্গের রাজদণ্ড থাক্তে, যদি স্বর্গস্থ দেবদেবী, স্বর্গস্থ প্রজাবৃন্দ, স্বর্গরাজ্যাধীন অপরাপর লোকসকল বিশ্বামিত্রভয়ে ভীতিবিহ্বল থাক্লো, কেন বৃথা ইন্দ্র রাজদণ্ড গ্রহণ কর্বে? ইন্দ্রত্ব পরিত্যাগ ক'রে, তপস্যায় চলে যাক্! দেবর্ষি! আর ইন্দ্রের জন্য স্বর্গের মঙ্গল কামনা আপনাকে কর্তে হবে না! আমি অপদার্থ স্বর্গের রাজা, একটা সামান্য মানবের ভয়ে আমার প্রজা-বৃন্দ ভীত—ধিক্ আমার রাজদণ্ড গ্রহণ—ধিক্ আমার ইন্দ্রত্ব—শাসন!

নার। দেবরাজ! ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, চলুন সকলে মিলে একবার

পিতার আরাধনা করি—অবশ্য মঙ্গলময় সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টির মঙ্গল বিধান করবেন। আমার পরামর্শ অপেক্ষা ক'রছিলেন—আমার এই পরামর্শ!

ইন্দ্র। দেবর্ষি! এ পরামর্শ সময়োচিত নয়! আপনি দেবদলকে ল'য়ে ব্রহ্মলোকে গমন করুন! আমি বিশ্বামিত্রের তপস্যার পথে সর্ব্বনাশ সাধন ক'রবার জন্য অপেক্ষায় থাকবো। তার উন্নতি হ'তে দেবো না—সুযোগ পেলে স্বয়ং তার অধঃপতন ঘটাব। জানবেন দেবর্ষি! যদি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, এমন কি যোগনিদ্রা, যোগমায়া, যোগেশ্বরী বিশ্বামিত্রের সহায় হ'ন—হ'ন সবে, ইন্দ্র পশ্চাৎপদ হ'বে না—দেবসৈন্য ল'য়ে, যদি প্রয়োজন হয় তার তপস্যার অধঃপতন ঘটাবে। জানবেন আমি স্বর্গের রাজা থাকতে দেবতার মলিন মুখ দেখতে পারবো না। জানবেন হয় আমার প্রজাবৃন্দের সহাস্যবদন দেখবো—নয় ইন্দ্রত্ব পরিত্যাগ করবো। ক্ষমা করবেন—আমার আর অপেক্ষা করবার সময় নাই—আপনার উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করতে পারলুম না।

[প্রস্থান।

নারদ। দেবদলকে ল'য়ে ব্রহ্মলোকে গমন করি। দেবরাজ তো উন্মাদের মত নরলোক গমন করলেন। বুঝছিনা বিশ্বামিত্রের প্রলয়ঙ্কর তপস্যার পরিণাম কি? বুঝ ছি না, মা সনাতনী ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী তোমরা কি লীলার আশ্রয় গ্রহণ করবে! জানতুম শুধু ব্রাহ্মণত্ব উদ্ধার, এখন দেখছি সাধারণ ব্রাহ্মণত্ব উদ্ধার নয়, এ ব্রাহ্মণত্ব দেববুদ্ধির অগোচর। ক্রোধে অধঃপতন ঘটেছিল ব'লে এখন কঠোর মৌনাবলম্বন ক'রে তপস্যা আরম্ভ করেছে, কঠোর বিশ্বামিত্র ক্রমশঃ কঠোরতার চরম শিখরে উঠছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নদী-সঙ্গমস্থল।

সঙ্গমস্থলে ধ্যানস্থ বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট।

বিশ্বা। (স্বগতঃ) মন কর আঁখি উন্মীলন !
আকুল শ্রবণ শুনি একতান সপ্তস্বর বিমোহন—
তরঙ্গে তরঙ্গে উঠি
ছড়ায় অনন্ত ব্যোমে !
স্ফুরিছে আলোক
কোটী ভানু জিনি কি সুন্দর তেজঃপুঞ্জ !
মরি মরি যোগমগ্ন দেবদেবী,
মুনি ঋষি শতে শতে—
বসি কমল সহস্রদলে, শ্বেত রক্ত নানা বর্ণ,
নীল উর্ম্মীমালী নীলিমায় গেছে মিলাইয়ে !
অনন্ত—অনন্ত হের—
মুগ্ধ মন ! হও আত্মবিস্মরণ ! (ধ্যানস্থ হওন)

মহাদেব ও ভগবতার প্রবেশ।

মহা। ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্ !
কি সুন্দর অপরূপ হের মহামায়া !
নিরুপম—তাপসের সাধের সমাধি !
কি আনন্দ ! বিশ্বামিত্র ! তোর !
তোর প্রেমানন্দে —
সদানন্দ দিগম্বর হ'য়েছে পাগল !
এইত কৈলাস—

তাপসের স্থান, সাধের আসন মম!
বিশ্বামিত্র! ক্ষত্রিয় তাপস!
মানসিক দৃঢ়তার—
জগতে চরম নিদর্শন তুমি!
অবিলম্বে তোরে ব্রহ্মকৃপা হ'বে;
কিন্তু তোরে করিব পরীক্ষা,
পরীক্ষায় হ'লে পার
ব্রাহ্মণত্বে সাধনা সমাপ্তি।
আমি রুদ্রদেব মহাকাল—
জীবের মরণ,
হতাশ্বাস দীর্ঘশ্বাস শোকের ক্রন্দন
উঠে চারিধারে.
অট্টহাসে করতালে নাচে মহাকাল!
আমি ক্ষুধারূপে তোরে করিব শোষণ
ক্ষুধায় কাতর হবে—তপ ভেঙ্গে যাবে।

ভগবতী। রুদ্রতেজ ক্রমশঃ ক্ষীণ মলিন হ'চ্ছেন; ভোলানাথ! তুমিও কি শচীপতি ইন্দ্রের মত ক্ষত্রিয়ের উগ্র তপস্যায় হিংসা ক'র্‌ছ?

মহা। কেন যোগে যোগী হিংসা করে!
বিশ্বামিত্রে হিংসা মম নহে ত পাষাণি!
করিব পরীক্ষা—
ভক্তে দিব প্রেম আলিঙ্গন!
হ'লে জয় রিপুচয়—
তবে জীবে ব্রাহ্মণত্ব হয়—
হয় ব্যাপ্ত পরমাত্মা সমগ্র সৃজনে;

বিধি-সৃষ্টি-গোচর শরীরে—
ক্ষুদ্র দেহে অনন্ত আধার!
কাম জয় হ'য়েছে বাছার!
মৌনী বিশ্বামিত্র ক্ষুধায় কাতর হ'বে—
অন্ন চেয়ে লবে!
নিদারুণ সে পরীক্ষা;
কেমনে বা করে আত্মজয়—
মহামায়া, মহেশের দেখিতে বাসনা!

ভগ। দেব! আমিও তোমার লীলায় আশ্রয় করি।

[উভয়ের অন্তর্দ্ধান।

বিশ্বা। (স্বগতঃ) কোথা ছিনি? হেব কোথা স্থান!
বদ্ধ আমি
ভীমদৃশ্য কৃষ্ণকায় পর্ব্বত প্রাকারে।
কিবা নিদারুণ ক্ষুধানল
বিশ্বামিত্র! দাহিছে তোমায়—!
[illegible]
[illegible] কতকাল নাহি পরিমাণ—
তীব্রতৃষ্ণা বক্ষঃস্থল করে বিদারণ।
সাড়হীন বিশুষ্ক রসনা—
শুষ্ক কণ্ঠ, রুদ্ধ শ্বাস —
আসন্ন মরণ!
মহাকাল করিতেছে ঘোর অট্টহাস—
বধির শ্রবণ!

খাদ্য কোথা পাব ?
ক্ষুধা নিবারণ কেমনে বা হবে ?
শির বদ্ধ, ক্রীয়াহীন –
অশক্ত চালিতে পদ।
দুর্ব্বল শরীর—তেজহীন বাসনানিচয় !
নির্জ্জন এ স্থানে মানব আসে না !
চতুর্দ্দিকে গিরিতরঙ্গিনী করিছে গর্জ্জন !
যদি কষ্টে তৃষ্ণা নিবারণে নামি—
কত নিম্নে নদীগর্ভে নিশ্চয় পতন।
মৃত্যু যেন করিতেছে বদন ব্যাদান !

চণ্ডালিনী বেশে অন্নপাত্র মস্তকে যোগমাতার প্রবেশ।

বিশ্বা। (স্বগতঃ) দেখ্‌ছি পাহাড়ে জাতির মেয়ে অন্নপাত্র ল'য়ে পাহাড়ে উঠ্‌বে ! ভিক্ষা করি।—(ইঙ্গিতে ক্ষুধা প্রদর্শন ও অন্নভিক্ষা)

যোগ। তুহি কি বল্‌ছিস্ বাপো ! আহা বাপোর ঘুম নেই ! পেট পাতালে গিয়েছে। কি কর্‌বো রে বাপ কি কর্‌বো—হামি ছোট জাত আছে তুই বড় জাত ! আহা বাছারে তোর রা না বেরোল—বড় পেট পুড়ে্‌ছে !

বিশ্বা। (স্বগতঃ) ছোট জাত, ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কে ছোট কে বড় জানি না। তবে আমার বিশ্বাস হ'চ্চে, এক জনের পুত্র কন্যা সব সমান মায়ার জিনিস ! ছোট বড় দৃষ্টির ভ্রম, মনের বিকার ! অন্নভিক্ষা করি, ক্ষুধায় অপঘাত মরতে পারি না !' (ইঙ্গিতে অন্নভিক্ষা)

যোগ। হামার ভাত খাবি—লে লে বাবা ! তুহি বাবা—যবি ভাত চাবি হামি পাকায়ে আন্‌বে ! হামারে ঘিন্না না কর্‌লি—ছোট জাত ব'লে ঘিন্না না কর্‌লি। হামার পরাণে বড় খুসী দিলি। লে পিয়াসা জল লে।—
(প্রদান)

(স্বগতঃ) বৎস বিশ্বামিত্র! হ'ন রুদ্রদেব রুষ্ট! আমি জীবের ক্ষুধা সহ্য করতে পারি না ; বিশেষতঃ তুমি বাপ, সংসারের মমতা পরিত্যাগ করে তপস্যা করছ, তোমার আহার আমাকে যোগাতেই হবে!

[প্রস্থান।

বিশ্বা। করিলাম দেবে নিবেদন!
ইষ্টদেব! আজ্ঞা দাও করিতে গ্রহণ।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। তাপস! আমি ক্ষুধার্ত্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, নদী সঙ্গমে এসে বড় বিপদে পড়িছি—আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত, আমায় অন্ন দান কর। আমায় দান করবে কি তাপস? ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণকে কি বিমুখ ক'রে পাপ অর্জ্জন করবে? ব্রাহ্মণের বড় ক্ষুধা! অন্নদানে আমায় রক্ষা কর, আমি অতিথি—ক্ষুধায় কাতর—ব্রাহ্মণ।

বিশ্বা। (স্বগতঃ) হ'ক মৃত্যু—জ্বল ক্ষুধানলে!
ক্ষত্রিয় সন্তান!
অন্নদানে কর ব্রাহ্মণের ক্ষুধা নিবারণ!
শুনিনু চণ্ডাল অন্ন –;
সীমাহীন যুক্তিপূর্ণ সনাতন ধর্ম্ম ;
অজ্ঞ আমি—জানি না ধর্ম্মের তত্ত্ব ;
ব্রাহ্মণে করিতে দান যদি বাধা থাকে?
চণ্ডালের অন্ন—
স্বহস্তে ক্ষত্রিয় দিবে ব্রাহ্মণ সন্তানে,
তবু না করিবে ব্রাহ্মণে বিমুখ!
যদি তায় হয় পাপ—

এস পাপ বিশ্বামিত্রে কর গ্রাস!
রক্ষা হ'ক ক্ষুধাগ্নিতে বিপন্ন ব্রাহ্মণ!

ইন্দ্র। দাও — দাও—!

বিশ্বা। (স্বগতঃ) জয় সচ্চিদানন্দ! (অন্নপাত্র প্রদান)

ইন্দ্র। ক্ষুধার্ত্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রাণ দান কর্‌লে! (স্বগতঃ) বিশ্বামিত্র! আমি তোমার কেমন বিপত্তি সাধলুম, এখনো বলছি ফিরে যাও! দেবরোষে পড়ো না! ক্ষুধার জ্বালায় দগ্ধ হও! (ইন্দ্রের প্রস্থান)

বিশ্বা। (স্বগতঃ) সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ!
সেই শান্তি বিশ্বামিত্র তোর!
জল ক্ষুধাগ্নিতে—আর অন্ন না মিলিবে।
বস পদ্মাসনে—
মন. স্থির হও!
কর আঁখি নিমিলন।
চল মন! চল যাই শান্তির আগারে—
শান্তির নাহিক যথা—
সীমা কিম্বা পরিমাণ।
শান্তির নাহিক সেথা [illegible]।
অলৌকিক শান্তির কারণ—
লৌকিক ক্ষুধায় হও বিস্মরণ! (ধ্যানস্থ হওন)

ইন্দ্র। মুদিত নয়ন!
সমুন্নত কঠোর শরীর!
বিশ্বামিত্র পুনর্ব্বার সমাধিস্থ হ'ল!
অন্নপূর্ণা দত্ত অন্ন কঠোর ক্ষত্রিয় যদি
করিত গ্রহণ,

অমরত্ব লভিত নিশ্চয় !
এইবার বিশ্বামিত্র
ক্ষুধানলে উঠরে উঠরে জ্বলি !
তপঃ যাক তোর
দেবরাজে ঘুচুক বিষাদ !

(বিশ্বামিত্রের মস্তক হইতে তেজ উদ্গম)

একি ? একি ?
এত তেজ এত আলো উদ্গম কোথায় ?
বিশ্বামিত্র শির ভেদি
উঠিতেছে অগ্ন্যুদ্গম
মহাদম্ভে তরঙ্গে তরঙ্গে—
যেন আগ্নেয় গিরির শির হয়েছে বিদীর্ণ।
থর থরি কম্পমানা বসুন্ধরা,
প্রাণভয়ে পলায় চৌদিকে জীবগণ !
মহাগন্ধে নিশ্বাস না চলে—
দৃষ্টি লোপ হ'ল—ডুবিল তিমিরনাশী !
এল এল ধেয়ে এল প্রচণ্ড অনল—
ধরা গেল রসাতল—
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল গেল তলাতল—
মম কর্ম্ম দোষে সকলি ফুরায় !
পলাও ! পলাও ! আছ যে যথায়,
কোথা নীলকণ্ঠ ! হওহে সদয়,
বিশ্বামিত্র ক্রোধানলে ধরা দগ্ধ হ'ল !

[বেগে প্রস্থান।

বেগে ব্রহ্মার প্রবেশ।

ব্রহ্মা। নারায়ণ! নারায়ণ! হওহে সদয়!
কালানলে সৃষ্টি ধ্বংস হয়!
বিশ্বামিত্র সমাধি বিলীন!
বিশ্বামিত্র! চাহ বর,
মুক্তহস্ত ব্রহ্মা তোরে ব্রাহ্মণত্ব দিতে!
কথা কও,
অনল নিবাও,
সৃষ্টিরক্ষা কর তপোধন!

বিষ্ণুর প্রবেশ

বিষ্ণু। চতুর্ম্মুখ! হের ইঙ্গিতে বোঝায়
বুঝিয়াছে তব সমাগম!
হের তাপসের রোমাঞ্চিত কলেবর—
আনন্দের কণ্টক উদ্গম!

বরুণের প্রবেশ।

বরুণ। নিবিল না উগ্র[illegible] কালানল!

বিষ্ণু। কর সবে মহামায়া স্তব!
শক্তি বিনা আর না হবে উপায়!

যোগমাতার প্রবেশ।

যোগ। পদ্মযোনি! লক্ষ্মীকান্ত!
শক্তি নাহি ধরি রুদ্রতেজ ক'রিতে নির্ব্বাণ!

ব্রহ্মা। তবে কি হবে জননী?

বিষ্ণু। সৃষ্টি রক্ষা কর নিস্তারিণী!

যোগ। বসিষ্ঠ! বসিষ্ঠ! এস বাপ এস!

এস শক্তিভক্ত এস

বিশ্বামিত্রে ব্রাহ্মণত্ব দিতে!

ব্রহ্মা। হের নারায়ণ!

দগ্ধ নদী সলিল কল্লোলে ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠে

মহানন্দে বহিছে হৃদয়ে!

(পদ্মাসনে নদী তরঙ্গের উপরে যোগমগ্ন বসিষ্ঠের আবির্ভাব)

সকলে। জয় ব্রহ্মর্ষির জয়!

বসি। তারা তারা তারা!

জয় শিব শঙ্কর ত্রিপুর হর!

(মহাদেবের আবির্ভাব)

মহা। হরি বোল! হরি বোল!

জয় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্ম সনাতন!

সবাকার রুদ্রতেজ লভেছে চৈতন্য!

(প্রকৃতির পূর্ব্বভাব প্রাপ্তি)

দেবগণ। নমঃ সচ্চিদানন্দ!

বসি। পিতা! দাও বর,

বিশ্বামিত্রে করহ ব্রাহ্মণ!

ব্রহ্মা। পূর্ণ হ'ক বচন তোমার।

ধর উপবীত,

দাও বিশ্বামিত্র গলে প্রণব উচ্চারি!

(সূত্র প্রদান)

(বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র গলে উপবীত দিতে যাইতেছেন)

বিশ্বা। (যোগভঙ্গে) যাও—যাও দেবতা মণ্ডল !
তপ ভেঙ্গে যাক্ !
ভাব কিহে বিশ্বামিত্রে এত হীন,
পরম অরাতি তার বসিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি
যজ্ঞসূত্র দিয়ে গলে
তাহারে ব্রাহ্মণ করে ?
হেন ছার ব্রাহ্মণত্ব না চাহি কখনো !
হেন সূত্র বিচ্ছিন্ন ভূতলে ফেলি !
যাও সবে,— চলে যাও।

[বিশ্বামিত্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

যোগবলে যজ্ঞ করি—
মর্ত্ত অন্তরিক্ষ স্বর্গ সহ
ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠে—
আহুতিতে করিয়া প্রদান
যজ্ঞসূত্র করিব গ্রহণ।
প্রতিহিংসা দিতে হবে ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠে,
তবে সুখ ব্রাহ্মণত্বে মোর !
বসিষ্ঠেরে করিবে প্রধান—
চক্র যত দেবতার—চক্র চূর্ণ হ'ক !
হেরি কোন দেব[illegible] কোথায় ?
(ধ্যানস্থ হওন)
ওই প্রলয় পয়োধিজলে, শতদলে,
চতুর্ব্বেদ সাক্ষসূত্র কমণ্ডলুধারী
রক্তবর্ণ চতুর্ম্মুখ তপস্যামগন—

নাভী মূলে মম !
ওই শঙ্খচক্রগদাপদ্মকর,
ব্যোমদেশে গরুড়বাহন,
চতুর্ভুজ নীলোৎপল শ্যাম—
নেহারি হৃদয়ে বিষ্ণু—তপে রত !
এ কি ?
ছিল সব মম সন্নিধান—
হেরি সব যোগেতে বিলীন !
আশ্চর্য্য এ প্রহেলিকা !
না কর সংশয়—দেবলীলা সকলি সম্ভব !
ওই শ্বেতবর্ণ
ত্রিশূলডমরুকর অর্দ্ধেন্দুভূষিত
তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত মাঝারে
বৃষভ আসনে ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান
ভুজগ ভূষণ ত্রিলোচন যোগীশ্বর
ললাটে আমার !
প্রতি অবয়বে প্রতি রোম কূপে
যোগমগ্ন দেবতামণ্ডল।
মরি মরি কত তাপস তাপসী,
মম মস্তক উপর !
কি আশ্চর্য্য ! কি সুন্দর !
সকলে দেহেতে মোর,
আর সবার উপর—মম শির'পর
ওই যোগাসনে তপোবনে ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠ !

হ'ল না—হ'ল না তপঃ,
শত্রু মোর সর্ব্ব'পর!
আগে কর অরি নাশ,
পরে ব্রাহ্মণত্ব আশ!
কর যজ্ঞ আয়োজন—
কর সুরভীর হবি আহরণ!

বেগে উগ্রাচার্য্যের প্রবেশ।

উগ্রা। ব্রাহ্মণকে রক্ষা কর—ব্রাহ্মণকে রক্ষা কর—রাক্ষসের কবল হ'তে ব্রাহ্মণকে রক্ষা কর! আমায় খেয়ে ফেল্লে! যেমন কর্ম্ম আমার তেমনি ফল!

বিশ্বা। (ধ্যান ভঙ্গে) আর্ত্তনাদ কেন এ নির্জ্জনে!
কে আর্ত্তনাদ কর্‌ছো?

উগ্রা। আমায়—র—রক্ষা ক—করুন! আমায় ঐ! ঐ!

রাক্ষস বেশী কল্মাষপাদের প্রবেশ।

বিশ্বা। স্থির হও! দুরাত্মা রাক্ষস! দূরে থাক্! কি তবু অগ্রসর! দূরে থাক্ পাপাত্মা!

কল্মা। আমি পাপাত্মা—না তুমি পাপাত্মা? ঈশ্বর প্রেরিত আমার আহার তুমি নেবার কে? তোমার কি অধিকার? আমার আহার পরিত্যাগ করো!

উগ্রা। পরের অনিষ্ট কর্‌তে গেলে—আপনার অনিষ্ট আগে হয়! দোহাই তাপস্! আমাকে পরিত্যাগ কর্‌বেন না! আমি আপনার আশ্রয় লয়েছি!

কল্মা। আমি ক্ষুধায় জলে মর্‌ছি! ব্রাহ্মণশাপে আমি রাক্ষস! আমার দারুণ ক্ষুধা!

বিশ্বা। কে তোমাকে ব্রহ্মশাপ দিলে? তুমি কে তবে?

কল্মা। বসিষ্ঠের পুত্র শক্তি। আমি রাজা কল্মাস্পাদ! আমি মৃগয়া হ'তে ফের্‌বার সময়, আমার রথের পথে শক্তিকে দেখে স'রে যেতে বলি—সর্‌লো না—আমাকে তিরস্কার করলো, আমি রাগান্ধ হ'য়ে শক্তিকে কষাঘাৎ কর্‌লুম, অমনি অভিসম্পাতে আমায় রাক্ষস কর্‌লো!

বিশ্বা। ওঃ বশিষ্ঠ পুত্রদিগকে মুষ্টিক হ'তে উদ্ধার করেছ? তুমি ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করো, ব্রাহ্মণ আমার শরণাগত।

কল্মা। কেমন ধারা তাপস? আমার আহার ছেড়ে দাও!

বিশ্বা। ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ ক'র্‌তে তুমি কি চাও?

কল্মা। যদি আমার পরম শত্রু শক্তিকে ধ্বংস কর্‌বার ক্ষমতা দিতে পারেন, যদি তায় বুঝি আপনি ক্ষমতাবান্ তাপস, তবে ব্রাহ্মণকে আমি পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারি!

বিশ্বা। আমিও ক্ষমতা দান ক'র্‌তে প্রস্তুত! যে বসিষ্ঠের অনিষ্ট সাধন ক'র্‌তে ইচ্ছুক, আমি অকাতরে তাকে আমার যোগপ্রভাব দান করবো! কল্মাস্পাদ তোমাকে আমি শক্তিবান্ কর্‌লুম! তোমার শত্রুকে তুমি নিপাত কর্‌তে পার্‌বে।

কল্মা। আমার শরীরে যেন সহস্র মত্ত মাতঙ্গের বল আস্‌ছে, আমার যেন ইচ্ছা ক'র্‌ছে আমি পৃথিবী গ্রাস ক'রে ফেলি! তাপস্! শক্তি আমায় ভস্ম ক'র্‌বে না?

বিশ্বা। কখনও না!

কল্মা। তার ভায়েদের খেতে পার্‌বো?

বিশ্বা। পার্‌বে!

কল্মা। এইবার শক্তি! তোকে খাবো! তোর গুষ্টী খাব! কোথায় শক্তি! শক্তি! প্রণাম—

[প্রস্থান।

উগ্রা। তাপস্! আমাকে এখানে থাক্‌তে অনুমতি দিন্! কি জানি রাক্ষস মায়াবী, যদি কথা না রেখে একগালে জলখাবার ক'রে ফেলে!

বিশ্বা। ইচ্ছা হয় থাক্‌তে পারো! আমি প্রতিহিংসা প্রতিশোধে তপস্যামগ্ন হচ্ছি! আমার ব্যাঘাত করোনা! (ধ্যানস্থ)

উগ্রা। বাবা কি ধর্ম্মের কল—আজ পৈত্রিক প্রাণটুকু গিছ্‌লো। দেখ্‌ছি এ ব্যাটার ক্ষমতা হ'য়েছে! অঁ্যা! শেষে বিশেমিত্তিরের শরণাপন্ন হলুম! গলায় দড়ী আমার!

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। ঠাকুর!

উগ্রা। কে বাবা! আবার কেন ফির্‌লে? ও বাবা! চেহারা বদ্‌লেছ, দোহাই বাবা—গরীব ব্রাহ্মণ!

ইন্দ্র। আমি রাক্ষস নই! তুমি তোমার বিশেমিত্তিরকে নষ্ট ক'র্‌তে চাও?

উগ্রা। ও বাবা! তুমি প্রাণের কথা টেনে বার ক'রেছ!

ইন্দ্র। শোন, বিশ্বামিত্র তোমার প্রাণদান ক'রেছে ব'লে তুমি তার কাছে ঋণী নও! তোমার কোন ঋণ নাই! আমার সঙ্গে থাক, যা ব'ল্‌বো তাই করো, একেবারে ওকে নষ্ট ক'র্‌বো!

উগ্রা। ঠিক্ ব'লেছ বাবা! ঠিক্ ব'লেছ বাবা! তোমার কথা আমি বিশ্বাস ক'র্‌লুম! তুমি বিশেমিত্তিরকে নষ্ট কর, আমার শত্রু—আমার কোন অধর্ম্ম হ'বেনা! যা ব'ল্‌বে তাই ক'র্‌বো!

ইন্দ্র। (স্বগতঃ) দেখি হবি এনে কি ক'রে হোম পূর্ণ করো! যখন ব্রাহ্মণত্ব গ্রহণ ক'র্‌লেনা তখন আর পাবে না!

উগ্রা। তাইতো বাবা, আমার মত তুমিও দাগা পেয়েছ। চল বাবা তুমি যা' ব'ল্‌বে আমি তাই ক'র্‌বো। (স্বগতঃ) না এ ব্যাটা সে রাক্ষসটা নয়!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বশিষ্ঠের আশ্রমসান্নিধ্য পার্ব্বত্যপ্রদেশ।

প্রথম শিষ্যের প্রবেশ।

১ম শি। কোন উপায়ই দেখ্‌ছি না, কিছুতেই গুরুদেবের তপস্যা ভঙ্গ কর্‌তে পাচ্চিনা, কে রাক্ষসের গ্রাস থেকে তপোবন রক্ষা কর্‌বে, কি হ'বে কোথায় পলাব!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় শিষ্যের প্রবেশ।

২য় শি। গেল গেল সব গেল, গুরুদেবের শত পুত্রকে খেয়েছে, যাকে সামনে পাচ্চে তাকেই মেরে ফেল্‌ছে। উন্মত্ত রাক্ষসের হাত থেকে রক্ষা নাই। কে কোথায় আশ্রমবাসী আছ নারায়ণ স্মরণ কর, আজি মৃত্যু সুনিশ্চিত।

[প্রস্থান।

ভীতিবিহ্বলা অদৃশ্যন্তীর প্রবেশ।

অদৃশ্য। আমায় রক্ষা কর। কে কোথায় আছ আমায় রক্ষা কর, রাক্ষস আমায় স্পর্শ কর্‌বে।

কল্মাষ্পাদের প্রবেশ।

কল্মা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! বড় ক্ষুধা, আমার হাত থেকে পলাবি, তোর স্বামীকে খেয়েছি, দেবরদের খেয়েছি, একশ মাথা খেয়েও আমার পেট ভরেনি, এখনও তোর গর্ভে বশিষ্ঠের বংশ বিদ্যমান, তোকে খেলেই আমার ক্ষিদে মেটে।

অদৃশ্য। রাক্ষস দাঁড়াও! আমায় স্পর্শ করো না, তোমার আহারের জন্য হৃষ্ট মনে আমি আমার মৃতদেহ তোমায় দিচ্চি। আমি সতী, জীবিত আমায় স্পর্শ করো না।

কল্মা। উষ্ণ শোণিত! মৃতদেহের ঠাণ্ডা রক্তে কি প্রতিহিংসার ক্ষুধা মেটে? শক্তি আমায় অভিসম্পাত দিয়েছিল, হাঃ হাঃ হাঃ! কেমন প্রতিশোধ নিয়েছি। ব্রাহ্মণের এত তেজ, এত দম্ভ? কথায় কথায় অভিশাপ? কেমন প্রতিশোধ নিয়েছি। তোকে আর তোর গর্ভস্থ সন্তানকে খেতে পার্‌লেই আমার প্রতিশোধের চরম হয়।

(ধরিতে অগ্রসর)

অদৃশ্য। ভগবান এই অদৃষ্টে লিখেছিলে? ব্রহ্মর্ষির পুত্র-বধূ আজ রাক্ষসে স্পর্শ করবে? এখনও আমার মৃত্যু হচ্চে না কেন? স্বামী শোকে এ হৃদ্‌পিণ্ড এখনও ছিন্ন হচ্চে না কেন? করুণাময়ি! রাক্ষসের স্পর্শে এ দেহ কলঙ্কিত হ'বার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু দাও। না না, আমি মরবো না—পলাব, আমাকে রক্ষা কর, আমার মরা হবে না; আমার উপর দারুণ কর্ত্তব্য। আমাতে ব্রহ্মর্ষির বংশের নিদান নিহিত। মা করুণাময়! ব্রাহ্মণের বংশ রক্ষা কর।

কল্মা। ডাক ডাক্ ভগবানকে ডাক্। যেখানে যত দেবতা আছে সকলকেই ডাক্, দেখি কে তোকে রক্ষা করে।

শতদ্রুণীর প্রবেশ।

শত। কার সাধ্য, কে এমন শক্তিমান, সে রাক্ষস হোক, দানবই হোক্, সতীর পবিত্রদেহ স্পর্শ করে, ব্রাহ্মণবংশ নির্ব্বংশ করে? ভয় কি মা, এই যে আমি রাক্ষসের গতিরোধ ক'রে দাঁড়ালুম, দেখি কার সাধ্য তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করে।

কল্মা। হাঃ হাঃ! আমার গতিরোধ, রাক্ষসের গতিরোধ? তোকেও থাব।

শত। আমায় ভক্ষণ করবে কর, কিন্তু এই ভয়বিহ্বলা সতীকে পরিত্যাগ কর! জ্যোন রাক্ষস! আমি জীবিতা থাক্‌তে তুমি কখনই এ সতীকে স্পর্শ করতে পারবে না।

কল্মা। তুমি আমায় জান না, তাই এই কথা বল্‌ছো, আমি যে সে রাক্ষস নই আমি ঋষিশাপে রাক্ষস, আর বিশ্বামিত্রের বরে অযুত হস্তীর বলে বলীয়ান, বশিষ্ঠকে নির্ব্বংশ করবার ক্ষমতা তিনি আমাকে প্রদান ক'রেছেন।

শত। মিথ্যা কথা! তুমি প্রবঞ্চক, তুমি মিথ্যা বল্‌ছো।

কল্মা। না মিথ্যা নয়, আমি মিথ্যা বলিনি। বসিষ্ঠের শত পুত্রকে আমি খেয়েছি, শক্তির স্ত্রীকে খেলেই আমার প্রতিহিংসা সম্পূর্ণ হয়।

শত। তাই যদি হয়, আমিও বিশ্বামিত্রের স্ত্রী তাঁর ধর্ম্মপত্নী, আমি জীবিতা থাকতে কদাচ তোমার পাপ অভিলাষ পূর্ণ হবে না, যদি তাঁর শক্তিতে তুমি ব্রহ্মবধে, নারীবধে, ভ্রূণহত্যায় শক্তিমান হ'য়ে থাক, আমিও সেই অমিততেজা বিশ্বামিত্রের সহধর্ম্মিনী, আমিও সর্ব্বকার্য্য পাপ

[illegible] পাতক হ'তে আমার পুণ্যাত্মা স্বামীকে রক্ষা করবার জন্য তোমার গতিরোধ ক'রে দাঁড়াচ্ছি, দেখি কার সাধ্য আমায় অতিক্রম করে!

বসিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। সত্যই ত মা! কার সাধ্য সতীর বাক্য অন্যথা করে! কল্মাষ্পাদ! তুমি শাপমুক্ত। তোমার পূর্ব্ব স্বভাব প্রাপ্ত হও!

অক্ষমালার প্রবেশ।

অক্ষ। মা শতক্রুমী! তুমি আমাদের বংশ রক্ষা করেছ। (অদৃশ্যন্তীকে দেখিয়া) পুত্রবধূ মাতা! বিধির ইচ্ছায়' তোমাকে যে জীবিতাবস্থায় পেয়েছি, এই যথেষ্ট! পতিশোকাতুরা জননী তোমাকে কুটীরে লয়ে যাই।

[অদৃশ্যন্তীকে লইয়া অক্ষমালার প্রস্থান।

কল্মা। চমৎকার তুমি তপোধন!
পাদপদ্মে এত ক্ষমা
শুনিনি ধরায় কোন কালে!
মুনি ঋষি শূন্য তপোবন
তব শতপুত্র করিনু ভক্ষণ,
স্বচ্ছন্দে করিলে ক্ষমা!
রাজ্য দিলে, মনুষ্যত্ব দিলে নরবর!
কিঙ্করে করুণা করি কহহে তাপস-
পুত্রঘাতী ক্ষত্রিয় রাক্ষসে
কোন প্রাণে কর ক্ষমা?

বশিষ্ঠ। বৎস কল্মাষ্পাদ! বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল, তাঁরই ইচ্ছায় আমার শতপুত্র ধ্বংস হ'য়েছে, তুমি কেন দুঃখ কর; তুমি উপলক্ষ মাত্র। বৎস আন্তরিক আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, নিষ্পাপ শরীরে তুমি রাজ্যে ফিরে যাও!

কল্মা। এত দয়া—এত ক্ষমা!
নিপতিত পদে দাস—বল কৃপা করি!
মর্ম্মাগুণে জ্বলিছে হৃদয়—
সহ্য নাহি হয়,
বল, শত শত ব্রাহ্মণ হত্যায়
অধম ক্ষত্রিয় কিসে পাবে পরিত্রাণ?

বশিষ্ঠ। বৎস তুমি ক্ষত্রিয়, ভূপতি! তোমার উপর কোটী কোটী প্রজার শুভাশুভ নির্ভর করছে, কোটী কোটী প্রজার মঙ্গল তোমার হাতে, তোমার কষ্টে, তোমার প্রজামণ্ডলের কষ্ট, তুমি প্রজার মঙ্গলে নিশ্চিন্ত মনে রাজ্যে ফিরে যাও! মনস্তাপে তোমার প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে, তোমার পাপভার আমি গ্রহণ কর্‌ছি।

কল্মা। ধিক্ ধিক্ মোরে
শত ধিক্ বিশ্বামিত্র তোমা—!
তব ধর্ম্মপত্নী আমার আশ্রয় দাতা,
শত্রু তব আমারে করেছে ক্ষমা!
এস, বিশ্বামিত্র এস,
দেখ মহতে মহান্ জগতে সকল;
হের হের ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠে,
কত উচ্চ কত দয়া,—
কত তেজে কোটী ভানু দিতেছে কিরণ।
এত শান্তি এত কোন্তি

দেখিতে পারে না পাপী.
লজ্জায় বিদরে প্রাণ— ছুটিয়া পলাই।

[প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। মা শতক্রমী! ঈশ্বর প্রেরিতা হ'য়ে তুমি আমার বংশ রক্ষা ক'রেছ। তোমার ঋণ আমি পরিশোধ করতে পারবো না, জানতে পারি কি মা, হঠাৎ তুমি আমার তপোবনে আসছিলে কেন?

শত। পিতা আর বলবেন না, কন্যাকে ক্ষমা করুন, আমার স্বামী প্রতিহিংসা পরায়ণ হ'য়ে আপনার শত পুত্র ধ্বংস করেছেন, ক্ষোভানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হ'চ্ছে। আপনি জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে বলতে হবে আসছিলাম পিতা, আসছিলাম—এক ব্রাহ্মণ আমাকে পাঠিয়েছেন; তিনি ব'লেছেন, আমার স্বামী কৃত্যাহোমে তিনটী মাত্র আহুতি দিয়েছেন, পূর্ণাহুতির হবির অভাব হ'য়েছে; ত্রিভুবনে আর কামধেনুর হবি নাই, কেবল মাত্র আপনার নিকট সবলার হবি আছে। বড় আশায় ভিক্ষা করতে আসছিলুম,এক আহুতি দিলেই আমার স্বামী ব্রাহ্মণ হবেন; পিতা! আমি ভিক্ষা করতে আর সক্ষম নই,আমি ফিরে যাই' আমার স্বামী আপনার শতপুত্র ধ্বংস করেছেন, শত ব্রাহ্মণ ধ্বংস করেছেন, মর্ম্মানলে আমি দগ্ধ হচ্চি, এ মহাপাপে তাঁর কিসে প্রায়শ্চিত্ত হবে?

বশিষ্ঠ। সতী জননি! তুমি আমার বংশ রক্ষা করেছ, তুমি ভিক্ষা না চাইলেও বৎসে! আমার বড় আনন্দ তোমার স্বামী ব্রাহ্মণ হবেন, আমার অনুরোধ, আমার দান গ্রহণ কর।"দান গ্রহণ ক'রে সতী রাণী আমায় কৃতার্থ কর, অরুন্ধতি!

অরুন্ধতীর প্রবেশ।

অরুন্ধতি! হবি আনয়ন কর।

[অরুন্ধতীর প্রস্থান।

শত। পিতা! ব্রাহ্মণ হত্যা হয়েছে জেনে আমি কেমন ক'রে গ্রহণ করবো?

বশিষ্ঠ। মা! তোমার স্বামী নিষ্পাপ। তোমার গুণে সতীর মাহাত্ম্যে, তোমার স্বামীকে পাপ স্পর্শ করতে পারবে না: আমার দান গ্রহণ কর।

হবিপাত্র হস্তে অরুন্ধতীর প্রবেশ।

অরু। আর্য্যপুত্র! আপনার জীবন সমাহিত—

বশিষ্ঠ ধীরে, অরুন্ধতী ধীরে—
গুণবতী সতী
ব্রহ্মকার্য্যে দিতে দান হয়োনা আকুল!
অরুন্ধতি!
পৃথিবী পশরি,
হবির অভাবে, ভগ্নমনে—
প্রিয়পুত্র বিশ্বামিত্র উন্মাদের প্রায়!
এত কষ্টে,—সর্ব্বস্ব বর্জ্জনে
প্রিয়পুত্র মোর না হবে ব্রাহ্মণ!
নাহি স'বে প্রাণে—
শতক্রমি! মাতা! হবি লও, ব্রাহ্মণের বাক্য ধর!
সতী হয় মহাকার্য্যে পতির সহায়—
পতি পদে যাও মাতা—
বড় অভিমানী পুত্র মোর,
অনুরোধে জানাইও তাঁরে
হবি মম করিতে গ্রহণ!
যজ্ঞ পূর্ণ হ'বে তাঁর,

ব'লো গো জননী তাঁরে
যেবা কামধেনু ছিল আকিঞ্চন,
উপযুক্ত পাত্র তিনি এবে,
বশিষ্ঠ সন্তুষ্টমনে
আজি তাঁরে করিলা প্রদান।

মন্দানিলের প্রবেশ।

মন্দা। বাঃ বাঃ কি সুন্দর! তপোবন যে কাম্যবন! দেবর্ষির কথা ঠিক; আমি না চাইতেই আমার আশা পূর্ণ হ'ল, ব্রহ্মর্ষি আপনাকে কোটী কোটী প্রণিপাত; হবির অভাবে আমার সখা উন্মাদ হ'য়েছেন! আমি ভিক্ষা নিতে আস্‌ছিলাম, তিনি আপনার দান নেবেন না; বড় অভিমান; আমার গলায় পৈতে আছে, ভিক্ষা ক'রে হবি ল'য়ে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ কর্‌তুম, নিশ্চয় সখা আমার হবি গ্রহণ কর্‌বেন। আমার বড় আনন্দ, সখা আমার ব্রাহ্মণ হবেন!

বশিষ্ঠ। মন্দানিল! সরল ব্রাহ্মণ!
উপযুক্ত সখা তুমি সখার তোমার!
চিন্তা কেন মতিমান?
সুসময় সমাগত সখার তোমার!
হবেন ব্রাহ্মণ!
মাতা শতদ্রুমি!
বিধাতা সহায় আনি দিয়াছেন তোমা!
কৌশিকীর তীরে যজ্ঞস্থল তাঁর—
জননি! সত্বর যাও পিতার সকাশ—
হবিদানে তপস্বীর পূর্ণ কর আশ।

নন্দা। আসুন, আসুন মহারাণী দেখ্‌বেন চলুন, আমার সখী কি সুন্দর হয়েছেন। ব্রহ্মর্ষি, বিদায় দিন।

শত। আসি পিতা! বিদায় জননী।

অরু। এস মাতা! পূর্ণ হোক বাসনা তোমার।

[অরুন্ধতী, শতদ্রুমী, ও মন্দানিলের প্রস্থান।

উগ্রাচার্য্যের প্রবেশ।

উগ্রা। ব্রহ্মর্ষি! ব্রহ্মর্ষি! আপনার পায়ে ধ'রছি, এখনো ফিরিয়ে আনুন, কদাচ বিশ্বামিত্রকে হবি দেবেন না; [illegible] হরণ ক'রবে, ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা ক'রুন। আপনার শতপুত্র ধ্বংস ক'রেছে, আপনাকে আহুতিতে ধ্বংস ক'রবে, কদাচ দেবেন না। আপনাকে ধ্বংস ক'র্‌তে পার্‌লে, পৃথিবী ধ্বংস ক'র্‌বে, সৃষ্টি ধ্বংস ক'র্‌বে। আমার অনুরোধ দেবরাজের অনুরোধ, ব্রহ্মর্ষি! সৃষ্টি রক্ষা ক'রুন। তাঁরই পরামর্শে— আমি তাঁরই পরামর্শে অবশিষ্ট হবি খেয়ে শেষ আহুতি বন্ধ রেখেছি। ব্রহ্মর্ষি! ক্ষত্রিয়ের অহঙ্কার বৃদ্ধি ক'র্‌বেন না। আপনাকে রক্ষা ক'রুন।

বশিষ্ঠ। হে ব্রাহ্মণ! বল কথা ব্রাহ্মণের মত!
জগতের সাধিতে মঙ্গল
কায়মনে ব্রত, যজ্ঞ, দানে,
স্বার্থবলিদান, রিপুর শাসন—
ব্রাহ্মণের নিত্য প্রয়োজন।
মহাকার্য্য শিক্ষা দিতে,
প্রাত কার্য্যে হবে আদর্শ ব্রাহ্মণ।
আদর্শে চলিবে ধরা, পূর্ণ হবে বিধির বাসনা।
লিপ্তভাবে নির্লিপ্ত রহিবে সদা।

জ্ঞান নেত্রে হের—
ক্ষুদ্র দেহ ব্রাহ্মণ জগৎব্যাপী—
কোথায় মরণ তার?
কেমনে সম্ভব দান?—
শুধু হস্তান্তর,
বিশ্বামিত্রে আমাতে প্রভেদ কোথা?
তুমি আমি বিশ্বামিত্র মানব গন্ধর্ব্ব দেব—
পরম পিতার সবে শুধু রূপান্তর।

উগ্রা। ব্রহ্মর্ষি! পাদপদ্মে বন্দনা করছি, আমি ব্রাহ্মণ হয়ে এতদিন ক্ষুদ্র স্বার্থ মোহে অন্ধ থেকে ব্রাহ্মণ কি বোঝবার অবসর পাই নাই। জানতুম না ব্রাহ্মণ কি, গলায় পৈতে আছে ব'লে মনে দারুণ অহঙ্কার ছিল, আমি ব্রাহ্মণ! জানতুম না ব্রাহ্মণের প্রয়োজনীয়তা কি? ব্রাহ্মণের কি স্বার্থত্যাগ! ব্রাহ্মণের কি উদারতা! আমি দারুণ অন্ধকারে মর্ম্ম যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছি। দেব! আমার উপায় বিধান করুন। আমার প্রাণ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করে বুঝিয়ে দিন, যে বিশ্বামিত্র আপনার শত পুত্রধ্বংস ক'র্‌লে, যে বিশ্বামিত্র আপনাকে ধ্বংস করবার জন্য কৃত্যা হোম করছে, তাঁকে সচ্ছন্দে আপনি কোন প্রাণে আপনার জীবন সমাহিত ছবি দান করলেন?

বশিষ্ঠ। উগ্রাচার্য্য! তপোবনে থাক, অহং জ্ঞান নষ্ট হলে দিব্য জ্যোতিঃ দেখতে পাবে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কৌশিকী তীরে হোমকুণ্ড।

বিশ্বামিত্র।

বিশ্বা। জীবনের ঘোর ঝটিকাতে, আকুল প্রাণে, ভীষণ নক্রাদিসঙ্কুল উন্মত্ত সমুদ্রের তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে বিতাড়িত পর্য্যুদস্ত হ'তে হ'তে কুল সংলগ্ন হ'য়ে কুল পেলুম না! কি আক্ষেপ! এ দারুণ আক্ষেপের পরিমাণ হৃদয়ে সঙ্কুলান হ'চ্ছে না, বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আস্তে চায় কি কর্‌বো—; ত্রিভুবনে আর হবি কোথাও নাই, এক বসিষ্ঠের আছে! না—! ভিক্ষা—না! বসিষ্ঠের কাছে ভিক্ষা—না! হ'বে না জীবন থাকৃতে বসিষ্ঠের কাছে ভিক্ষা নয়, আমার পরম শত্রুর কাছে নয়। না, ব্রাহ্মণত্ব ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রয়োজন নেই—চিরদিন ক্ষোভানলে জ্বলে মরি সেও ভাল, তথাপি বসিষ্ঠের কাছে ভিক্ষা নয়! তবে হ'বে না আমার যজ্ঞ পূর্ণ হ'বে না হবি পেলুম না, আর একবার আহুতির হবি পেলুম না!

শতদ্রুমী ও মন্দানিলের প্রবেশ।

শত। দেব, দাসীর কোটী প্রণাম গ্রহণ করুন, দাসী হবি এনেছে; ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠ আপনাকে হবি পাঠিয়েছেন; আপনার যজ্ঞ পূর্ণ হ'বে, আশীর্ব্বাদ করেছেন, বলেছেন, তাঁর কামধেনু এখন আপনার!

বিশ্বা। অ্যাঁ!

মন্দা। সখা হবি পেয়েছ, যজ্ঞ পূর্ণ কর, ব্রাহ্মণ হও, একবার প্রাণখুলে কোলাকুলি কর্‌বো!

বিশ্বা। বসিষ্ঠ কে তবে? আমাকে হবি দান কর্‌লে? তাকে অপমানে জর্জ্জরিত করিছি, চিরদিন তার শত্রুতা সেধে আস্‌ছি, তার

শতপুত্র ধ্বংস করলুম, তাকে নিজেকে ধ্বংস করবো জেনে ত্রিভুবনে হবি পেলুম না জেনে হবি পাঠিয়েছে! আঁ্যা! এ কে তবে? চিনতে পারি না আপনি কে? দেখ ছি, বুঝ ছি, ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে আমি নয়, মেনকার প্রত্যাখ্যানে আমি নয়, অম্বরীষের যজ্ঞে আমি নয়—আমার প্রতিকার্য্যে আমি নয়. আপনি, আমি এতদিন মোহান্ধকারে আপনাকে দেখ তে পাই নি চিনতে পারি নি! গুরু ধ্বংসের আগুণ জ্বেলেছি—হোম পূর্ণ করি—প্রায়শ্চিত্ত হোম পূর্ণ করি! আমি গুরুদ্রোহী অধম পাতকী। শতক্রমী! আমার গুরুদেবের জীবন কেমন করে আনলে তুমি? দগ্ধ হলেনা!

শত। দেব! দাসী জানতো না।

বিশ্বা। গুরুদ্রোহী অধম পাতকী আমি! এস এস দুজনে, আর তুষানলের অন্তর নেই! কা'কে কষ্ট দিয়েছি! কা'কে তাপ দিয়েছি! আমার গুরুদেব! আমার অলক্ষ্য দেবতা—গুরুদেব! আমার প্রায়শ্চিত্ত হ'ক! আমিই প্রায়শ্চিত্ত হোমে আমার পাপ শরীর আহুতি দিই!

(অগ্নিমধ্যে বশিষ্ঠের আবির্ভাব।)

বশি। বৎস! রিপুদল হ'ল বলিদান,
ধর উপবীত গলে, ব্রাহ্মণত্ব পেলে!
পূর্ণ কৃত্যা হোম,
ব্রহ্মর্ষিত্ব আজ তুমি করিলে অর্জ্জন!

বিশ্বা। গুরুদেব!
তুমি পদ্মযোনী চক্রপাণি তুমি,
তুমি শূলধর!
বল দীনে—বল দয়া করি—
গুরুদ্রোহী পাতকীর কিসে পরিত্রাণ!

বশি। অনুতাপে প্রায়শ্চিত্ত হ'ল!
এস আলিঙ্গনে—
অভেদাত্মা তুমি আমি,
অভেদাত্মা সমগ্র সৃজন,
কার্য্যাকার্য্য সৃষ্টি স্থিতি লয়, জননী নিলয়!

যোগমাতার প্রবেশ।

যোগ। ঋচিক সমাহিত
ব্রাহ্মণত্ব হ'য়েছে উদ্ধার,
কি আনন্দ বল, সচ্চিদানন্দ!

সকলে। জয় সচ্চিদানন্দ!

মন্দা। তবে তুই বেটী পেত্নী নস্! তুই মা! তবে পেটুক বামুনকে মেজে ঘসে নে মা! এস সখা আলিঙ্গনে, সখাকে ছুঁয়ে আমি পোড়া সোণা হব।

যোগ। ব্রাহ্মণ! আনন্দ কর! আমার আশা হ'ল, ব্রাহ্মণত্ব উদ্ধার হ'বে, জগতের কল্যাণে ব্রাহ্মণ জাগ্‌বে!

নারদের প্রবেশ।

নার। কি মহারাজ! শ্রেষ্ঠ বস্তু লাভ কর্‌লেন কি? মা! শতরূপা! পতিসোহাগিনী সতি! তোমার পাতিব্রত্য ধর্ম্মে বৎস বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হ'লেন! দেখ, মা! দেখ, সতীকুলরক্ষিণী তোমাকে দেখাবার জন্য জগৎ সমক্ষে প্রকাশিতা হ'লেন!

(পট পরিবর্ত্তন।)

(প্রলয়পয়োধিজলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর রুদ্র, সদাশিব পদ্মোপরি

তাঁহাদের [illegible]কোপরি পদ্মাসনে মহাদেব নিদ্রিত, মহাদেবের নাভিকমলে মহাকাল যোগমগ্ন, তাঁহার বাম উরুপরি কালিকা মূর্ত্তি)

গীত।

দেব দেবীগণ। ন ব্রহ্মা ন বিষ্ণু র্ন চ মহেশ্বরঃ
ন বেদো ন ব্রাহ্মণো ন চ ব্রহ্মজ্ঞানম্।
ন মন্ত্রো ন দীক্ষা ন চ গুরুঃ পরাৎপরঃ
ন দেবো ন দেবী ন চ পুণ্য পাপম্॥
পাহ্যাঃ হি কেবলম্, চিন্তয় কেবলম্
জগদ্বন্দ্যসচ্চিদানন্দময়ীমাতরম্॥

যবনিকা

মুদ্রাকর—শ্রী[illegible]
৮১ নং বেগেজ ষ্ট্রীট পশুপতি প্রেস।